শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-বিরচিতম্

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্

(সানুবাদম্)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনগণ-পূজাভাজনেন শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবরেণ

শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদেন বিরচিতম্,

প্রভুপাদ-শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-ঠক্কুর-প্রতিষ্ঠিত-

শ্রীচৈতন্যমঠস্য তথা তচ্ছাখাবৃন্দ-শ্রীগৌড়ীয়মঠানামাচার্যেণ

ত্রিদণ্ডিপাদেন শ্রীমতা ভক্তিবিলাসতীর্থমহারাজেন সম্পাদিতম্,

শ্রীজগন্নাথস্নান-পৌর্ণমাস্যাং ত্রিবিক্রম-মাসি ৪৭৭-শ্রীগৌরাব্দে

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-শ্রীভক্তিকুসুমশ্রমণেনানূদিতং শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ-
শ্রীচৈতন্যমঠতঃ প্রকাশিতঞ্চ,

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ-'নদীয়াপ্রকাশপ্রিন্টিং-ওয়ার্কস্-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে
শ্রীসুন্দরগোপালব্রহ্মচারি সেবাকৌস্তুভেন মুদ্রিতম্।

[ভৈক্ষ্যম্ রৌপ্যকদ্বয়ম্]

মুখবন্ধ

[ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

'লঘু ভাগবতামৃতে' শ্রীরূপ গোস্বামী বিশেষ যত্ন-সহকারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বামৃত, প্রকটাপ্রকট-লীলা-বিচার ও শ্রীবৈষ্ণবামৃত বিচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্-গোস্বামি-প্রবর জগতের উপাস্য-তত্ত্বের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্বকে মুখ্য বলিয়াছেন। প্রথমে স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ-রূপ—এইরূপ ত্রিবিধ ভগবদ্ রূপ প্রপঞ্চাতীত ধাম-সমূহে দেখাইয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোপাস্যত্ব নির্ণয় করিয়া-ছেন। **স্বয়ংরূপের** অর্থ এই যে, যে রূপ অন্য রূপকে অপেক্ষা করে না, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই স্বয়ংরূপ। **তদেকাত্মরূপ** তাহাকেই বলা যায়, যাহা স্বয়ংরূপকে অপেক্ষা করিয়া বিরাজমান এবং আকৃতি ইত্যাদিতে কিছু ভিন্নরূপ বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্ম-রূপ উভয়েই বিলাস ও স্বাংশ-ভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশ-রূপসকল ন্যূনশক্তিযুক্ত। জ্ঞান-শক্ত্যাদি-কলার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া যে সমস্ত মহজ্জীবে ভগবান্ প্রতীয়মান আছেন, তাঁহারা **আবেশ**। প্রকাশসমূহ বহু হইলেও ভেদ-পদবাচ্য নহে। এ সমস্তই প্রপঞ্চাতীত।

বিশ্বকার্য্যার্থে অন্যদ্বার অবলম্বন করিয়া প্রাগুক্ত-রূপসমূহ জগতে আবির্ভূত হইলে তাঁহাদিগকে অবতার বলা যায়। সেই অবতারসকল তিন প্রকার, অর্থাৎ পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী —এই তিন প্রকার বিষ্ণুরূপই পুরুষাবতার। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই তিনটি গুণাবতার। তাঁহাদিগের মধ্যে যে বিষ্ণু, তিনি পুরুষাবতারদিগের মধ্যে ক্ষীরোদক-শায়ী। বিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্বগুণকে বিস্তার করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম সত্ত্বতনু। তাঁহার অবতারসকলও সত্ত্বতনু। বিষ্ণু নির্গুণ। বিষ্ণুর স্বাংশ-কলা অপেক্ষা বিধি হরাদির সর্ব্বত্র ন্যূনতা। বিষ্ণু এবং তাঁহার অবতারাদির প্রকৃতিগণ চিৎশক্তি। লীলাবতার বহু-বিধ—শ্রীভাগবতে চতুঃসনাদিক্রমে পঞ্চবিংশতি। মন্বন্তরাবতার ও তদ্রূপ বহুবিধ। চারিযুগে চারিটী যুগা-বতার। কল্পাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার-একত্রে একচল্লিশটী। শক্ত্যাবেশ অবতারসকল—প্রাভব ও বৈভব, পরাবস্থ ও ন্যূনাবস্থভেদে চতুর্ব্বিধ। চতুঃসন, নারদ, পৃথু ও কল্কি—ইঁহারা সকলে আবেশ অবতার। কলিকালে প্রত্যক্ষ রূপ ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণু আবির্ভূত হন না বলিয়া তাঁহার নাম ত্রিযুগ। প্রাভব-অবস্থ আবেশ-অবতারসকল দুইপ্রকার। মোহিনী, হংস প্রভৃতি ইঁহারা বিস্তৃতকীর্ত্তি। ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত, কপিল প্রভৃতি বিস্তৃত-কীর্ত্তি-বিশিষ্ট ন'ন। কূর্ম্ম, মীন, নারায়ণ, ঋষি, নরসখ, শ্রীবরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব, যজ্ঞ প্রভৃতি চৌদ্দটী—আর কয়েকটী লইয়া বৈভবাবস্থ একুশটী। পরাবস্থা-প্রাপ্ত নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ ষড়্‌গুণে পরিপূর্ণ। তাঁহারা দীপ হইতে অন্য দীপের উৎপত্তির ন্যায় পূর্ণশক্তিবিশিষ্ট। ইঁহা-দের স্থান সর্ব্বোপরি মহাবৈকুণ্ঠে। শ্রীনন্দনন্দনের ব্রজে, মধুপুরে, দ্বারাবতী ও গোলোকে নিত্যবসতি। সুতরাং সকলে অংশ কলা হইলে শ্রীকৃষ্ণই (তাঁহাদের অংশী) স্বয়ং ভগবান্। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, কৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি গুণাধিক্যপ্রযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব। অপ্রাকৃত-গুণ-সংযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ সর্ব্বদা প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অতীত হইয়াও পূর্ণানন্দ ঘনাকৃতি-রূপে মহাশক্তিবিশিষ্ট। ব্রহ্ম অমূর্ত্তিক নির্ব্বিশেষ ও নিষেধাত্মক বস্তু-বিশেষ, অতএব তিনি সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভামাত্র। ভৃগুদ্বারা ঋষিগণ গুণাবতার-দিগের মধ্যে বিষ্ণুকে মহত্তম বলিয়া স্থির করিলেন। সদাশিব বলিয়া যে তত্ত্ব, তিনি মহাবৈকুণ্ঠনায়ক হইতে অভিন্ন। সকল স্বরূপ অপেক্ষা কৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপিত হওয়ায় তাহা পর-ব্যোমনাথ অপেক্ষা অধিকতা লাভ করিয়াছে। পর-ব্যোমনাথের ললনা লক্ষ্মী কৃষ্ণের রূপে মোহিত হন।

শাস্ত্রে কৃষ্ণকে সর্ব্বত্র 'স্বয়ং' পদদ্বারায় উল্লেখ করায় কৃষ্ণরূপই স্বয়ং গুণ। কৃষ্ণের জন্মাদি লীলা অনাদি। ঐ সকল সময়ে সময়ে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমবশ পুরুষদিগের চক্ষে বৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়া অদ্যাপি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ নিজশক্তিক্রমে অধোক্ষজ হইয়াও ভক্তদিগকে দেখা দেন। কৃষ্ণের অন্তঃ বহিঃ, পূর্ব্ব অপর কিছুই নাই। পুরাণে স্থানে-স্থানে কৃষ্ণ-লীলায় কেবল বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে। কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দুই প্রকার। কৃষ্ণের ইচ্ছা-অনুসারে লীলাশক্তি তত্তৎ পরিকরদিগের প্রপঞ্চ-গোচরে আনিয়া প্রকট করেন। যাহা প্রপঞ্চগোচর হয় নাই, তাহার নাম অপ্রকট-লীলা। যে যে লীলা প্রপঞ্চাতীত হইয়া অপ্রকট-লীলা বলিয়া শব্দিত হয়, সেই সেই লীলাই প্রপঞ্চগোচর হইয়া প্রকটতা লাভ করে। কৃষ্ণের চতুর্ভূজতা অপেক্ষা দ্বিভূজত্ব প্রধান। প্রকট-লীলায় স্বয়ং কৃষ্ণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ভেদক চারিটি চতুর্ব্যূহের প্রকাশ আছে। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপীর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনেই নিত্য লীলা করেন। বাসুদেব-ব্যূহ অবলম্বনপূর্ব্বক যদুপুরী গমন করেন। দ্বারাবতীতে প্রদ্যুম্নাখ্য ব্যূহ ও অনি-রুদ্ধাখ্য-ব্যূহ বিস্তার করেন। ব্রজে প্রকট-লীলায় যে তিনমাস বিরহ হয়, তাহাতে বিষ্ণুমূর্ত্তিরূপ একটী প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সেই তিন মাসের পর ব্রজ-বাসীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হয়। সুতরাং প্রকট-লীলায় যে অযোগ তাহা অল্প। এই প্রকার ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা আছে। ইহার মধ্যে ধামকে দ্বিবিধ বলা যায়, অর্থাৎ মাথুরধাম ও দ্বারা-বতী ধাম। মাথুর ধাম গোকুল ও পুর-ভেদে দ্বিবিধ। বস্তুতঃ গোকুলই গোলোক। প্রকট-অবস্থায় যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাই গোলোকে বৈভব লাভ করিয়াছে। ধামত্রয়ের লীলা নিত্য হইলেও গোকুল-লীলার মাধুরী অধিক। এই মাধুরী ব্রহ্ম-শিবাদির অগোচর। এই গোকুল-লীলার মাধুর্য্যামৃত সর্ব্ব-প্রকার বিচারের অতীত। ইহা কেবল শুদ্ধ প্রেম-ভক্তির দ্বারা জানা যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী এই সমস্ত কৃষ্ণতত্ত্বামৃত ও লীলামাধুর্য্যামৃত বিশদরূপে দেখাইয়া অবশেষে সংক্ষেপে ভক্তামৃতের সূচনা করিয়াছেন। ভক্তদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। যাদবগণের মধ্যে শ্রীউদ্ধব শ্রেষ্ঠ। উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত গোপীদিগের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা শ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধিকা অপেক্ষা আর ভক্তশ্রেষ্ঠ নাই।

আমরা অতি সংক্ষেপে শ্রীরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত-গুলি একত্রিত করিলাম। শ্রীরূপ আরও অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু যেগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য, তাহাই আমরা এই আলোচনা মধ্যে নির্দেশ করিলাম। শ্রীরূপ সর্ব্বত্র শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া তাঁহার সযুক্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে স্থাপন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের মনে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ভাল লাগে না। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব পাইবার উদ্দেশে উপাসনা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীরূপের সিদ্ধান্তগুলি বড় ভাল লাগে। যাঁহার যে স্বভাব, তাঁহার সেই স্বভাবের দেবভাব, তদনুগত শাস্ত্রবাক্য এবং তদবলম্বী সঙ্গী ভাল লাগে। 'সমশীলা ভজন্তি বৈ' এই ন্যায়ানুসারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। উপাস্য বস্তু এক বৈ দুই নহে।

এই শ্রীলঘুভাগবতামৃত পাঠ করিলে জানা যাইতেছে যে, সকল উপাস্যের মধ্যে শ্রীনন্দনন্দনই শ্রেষ্ঠ, এবং সকল উপাসকের মধ্যে শ্রীব্রজদেবীগণের অনুগত সাধকবর্গই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীরূপ গোস্বামী কোন স্থলেই শুষ্কতর্ক অবলম্বন করেন নাই। সর্ব্বত্র রসময় বাক্যের সহিত যাহাতে শুদ্ধভক্তি উদয় হয়, তাহার জন্য যত্ন করিয়াছেন। ধন্য শ্রীরূপ! ধন্য তাঁহার প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা এবং ধন্য এই ধন্য গ্রন্থের পাঠকবর্গ, যাঁহারা রসতত্ত্বে প্রবেশ করিবার অধিকারী।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের পূত চরিতামৃত

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

শ্রীলঘুভাগবতামৃত-প্রণেতা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকরূপে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবৃন্দকর্ত্তৃক পূজিত। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লুপ্তলীলাস্থানোদ্ধার, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-প্রকাশ, পশ্চিমভারতে ভক্তিসদাচার-প্রচার এবং শ্রীলঘুভাগবতামৃত ব্যতীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, স্তবমালা, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, দানলীলাকৌমুদী, দানকেলিকৌমুদী, আখ্যাতচন্দ্রিকা, মথুরামহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, উপদেশামৃত প্রমুখ ভজনরাজ্যের উচ্চাঙ্গের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাসের রত্নসিংহাসনে যে অক্ষয় কীর্ত্তিরাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে পরা শান্তি ও সুনির্ম্মল আনন্দের উদয় করাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণলীলায় তিনি শ্রীমতী রাধিকার অত্যন্ত অন্তরঙ্গা শ্রীরূপমঞ্জরী। তিনি যে মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকের "অবতীর্ণৌ ভক্তরূপেণ" এই উক্তির স্বকৃত ব্যাখ্যায় বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীল কবিকর্ণপুর তদ্‌রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীল রূপপাদের গুণ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥"

—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিকমনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট এবং নিজের অনুরূপ—এবম্ভূত স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপগোস্বামীতে ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ শক-শতাব্দীতে জগদ্‌গুরু সর্ব্বজ্ঞ-নামক একজন যজুর্ব্বেদীয় ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ কর্ণাটের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র অনিরুদ্ধ কর্ণাটের রাজা হন। তাঁহার দুই মহিষীর গর্ভে দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর ও কনিষ্ঠ হরিহর। তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় রাজ্য পুত্রদ্বয়কে সমভাবে ভাগ করিয়া দিয়া যান। রূপেশ্বর শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সাধুস্বভাব এবং হরিহর শাস্ত্রে নিপুণ ও কুটিলপ্রকৃতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠের সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিবার দুরভিপ্রায় দেখিয়া রূপেশ্বর যাহাতে গৃহবিবাদ না হয় তজ্জন্য রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্দ্ধমান জেলায় শিখরভূমিতে বাস্তব্য স্থাপন করেন। তথাকার রাজা তাঁহার পরম সুহৃৎ ছিলেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে নৈহাটীতে আলয় নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহাসদাচারশীল কুমারদেব যশোহর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ-নামক স্থানে বাস্তব্য স্থাপন করেন। এই কুমারদেবের অপত্যরূপেই শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবপিতা শ্রীঅনুপম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন উভয়েই সংস্কৃত ভাষায় এবং তদানীন্তন রাজভাষা আরবী ও ফার্সিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপ্রতিভা ও কার্য্যকুশলতা লক্ষ্য করিয়া তদানীন্তন স্বাধীন বঙ্গের নবাব গুণগ্রাহী হোসেনসাহ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রধান মন্ত্রীর এবং শ্রীরূপগোস্বামীকে রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ—এই নামদ্বয় শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের কি নাম ছিল, তাহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন—শ্রীসনাতনের পূর্ব্বনাম অমর এবং শ্রীরূপের পূর্ব্ব নাম সন্তোষ ছিল। তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া নবাব সাহেব শ্রীসনাতনকে 'সাকরমল্লিক' এবং শ্রীরূপকে 'দবিরখাস' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে অধিষ্ঠানকালে এই উপাধিদ্বয়েই তাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন। বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী মালদহ জেলাস্থ গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলিতে তাঁহারা অবস্থানপূর্ব্বক অবসর সময়ে বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের অনুজ শ্রীমধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতিকে তাঁহারা গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। আরও বহু পণ্ডিত তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনাসভায় যোগদান করিতেন। এই রামকেলিতে অবস্থান

কালেই শ্রীল রূপগোস্বামী 'হংসদূত'-নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

প্রজাহিতৈষী সুদক্ষ মন্ত্রিরূপে শ্রীরূপ-সনাতনের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলেও তাঁহারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া পরমার্থানুশীলনেই বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিলে তাঁহার পাদপদ্ম-দর্শনের নিমিত্ত ভ্রাতৃদ্বয় অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া দৈন্যপত্রসহ পুনঃ পুনঃ নীলাচলে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। ভক্তদ্বয়ের কাতর আহ্বানে মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; গঙ্গা ও জননী-দর্শনান্তে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, এই কথা প্রকাশ করিয়া নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে শুভবিজয় করেন এবং কয়েকদিন শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর ভবনে ভক্তবৃন্দসহ সঙ্কীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করিয়া রামকেলিতে শুভ পদার্পণপূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন মধ্যরাত্রিতে রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়গান-প্রসঙ্গে নিজেদের বহু দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—"তোমরা দৈন্য পরিত্যাগ কর। তোমাদের দৈন্যে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোমাদের দৈন্যপূর্ণ-পত্র-পাঠে স্থির থাকিতে না পারিয়া এখানে আসিয়াছি। তোমরা আমার নিত্য পার্ষদ; শীঘ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে চলিয়া আইস। পরমার্থ-বিষয়ক বহু কার্য্যভার তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি হইতে চলিয়া যাইবার পরেই শ্রীরূপ রাজকার্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাদিসহ নিজালয়ে আগমন করিলেন এবং অর্দ্ধেক অর্থ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে দান করিলেন। অবশিষ্ট অর্দ্ধের অর্দ্ধ কুটুম্বগণকে প্রদান করিলেন। শ্রীসনাতনের ব্যয়ের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা গৌড়ে এক মুদির ঘরে রাখিলেন। অবশিষ্ট অর্থ বিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণের নিকটে রাখিলেন, যেন প্রয়োজন হইলে ব্যয় করিতে পারেন। মহাপ্রভু সে যাত্রায় শ্রীবৃন্দাবনে যান নাই। কানাইএর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কবে নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিবেন জানিবার জন্য শ্রীরূপ লোক পাঠাইয়া অবগত হইলেন—তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। তখন অনুজ অনুপম (শ্রীজীবের পিতা, পূর্ব্বনাম বল্লভ) সহ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। ইঁহারা যখন প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন দর্শনান্তে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের নিকটে দশ দিন ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ অনুপমসহ প্রয়াগ হইতে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে গমন করেন। মথুরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগৃহীত সুবুদ্ধিরায় ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুকম্পিত সানোড়িয়া বিপ্রের সহিত শ্রীরূপের পরিচয় হয়। তিনি তাঁহাদের সহিত ৮৪-ক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমণান্তে বঙ্গদেশ হইয়া নীলাচলে গমন করেন। বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার পথে গঙ্গার তীরে শ্রীঅনুপম স্বধামে গমন করেন। শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা একত্র বর্ণন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, পরে সত্যভামাপুরে শ্রীসত্যভামাদেবীর স্বপ্নাদেশ এবং শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরূপ একটী নাটকের পরিবর্ত্তে ব্রজলীলাত্মক 'বিদগ্ধমাধব' ও দ্বারকালীলাত্মক 'ললিতমাধব'-নামক নাটকদ্বয় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটক-রচয়িতা শ্রীরায়রামানন্দ এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিত পার্ষদ শ্রীরূপ-রচিত নাটকদ্বয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া অতীব উৎফুল্ল হন।

একবার শ্রীমন্মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে সাহিত্যদর্পণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী কীর্ত্তন করেন।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

যে মহাপ্রভু ভুলক্রমেও কখনও কোন স্ত্রীলোকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না, অনুগত ত্যক্তগৃহ জনগণের এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র অসাবধানতা দেখিলে তৎক্ষণাৎ তীব্র শাসন করিতেন তিনি কেন শ্রীজগন্নাথদেবাগ্রে সাহিত্যদর্পণের ঐ শ্লোকটী কীর্ত্তন করিলেন, ইহা অনেকের

চিন্তার বিষয় হইল। পার্ষদভক্ত ভগবানের অন্তর্যামী। তজ্জন্য শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া রচনা করিলেন,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

—হে সহচরি! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলনসুখও তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনস্থ বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশালোকে আমরা পুরীর রথযাত্রাকে সূর্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে দ্বারকা হইতে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ হইতে আগত শ্রীরাধিকাদির মিলনের প্রদর্শনীরূপেই দর্শনের সৌভাগ্য পাইতেছি। তজ্জন্যই শ্রীরূপপাদ ঐ শ্লোকটী প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা পাঠ করিয়া অতীব উল্লসিত হইয়াছেন।

শ্রীরূপ-রচিত শ্রীকৃষ্ণ-নামমহিমাত্মক নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিয়াও মহাপ্রভু অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছেন,—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

—'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ যে কত অমৃতের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না। যখন বর্ণ দুইটী বদনে নৃত্য করে তখন বহু বদন পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে; যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন কোটী কোটী কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে জয় করে।

শ্রীরূপের হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার পাঁতির ন্যায় অতীব সুন্দর। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও দৈন্যবশতঃ কখনও শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই; এমন কি, পাছে অলক্ষিতে শ্রীজগন্নাথদেবের অর্চকগণের স্পর্শ হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন রাজপথেও যাইতেন না, দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইতেন এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকটে বাস করিতেন। সেই স্থানটী অধুনা 'সিদ্ধ-বকুল'-নামে খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যান্য পার্ষদবৃন্দের নিকটে শতমুখে শ্রীরূপের দৈন্য, সৌজন্য, পাণ্ডিত্য, বৈরাগ্য, রচনা-নৈপুণ্য, নিরন্তর ভজনপরায়ণতা প্রভৃতি গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া প্রকটলীলার অবশিষ্ট কাল শ্রীব্রজমণ্ডলেই ভজন ও মহাপ্রভুর নির্দিষ্ট সেবাকার্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্নস্থানে ভজন-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে,—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি'॥
করোঁয়া মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্তন-উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥"

শ্রীল রূপ গোস্বামীর বৃদ্ধ বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে সপ্তক্রোশ দূরবর্তী গোবর্ধনস্থিত শ্রীগোপাল-দর্শনের অভিলাষ হইল। প্রিয়সেবক দূর পথ হাঁটিতে অসমর্থ, বিশেষতঃ মহাপ্রভুর অনুসরণে গোবর্ধনে আরোহণ করিবেন না, জানিয়া শ্রীগোপাল পূজকের হৃদয়ে ম্লেচ্ছাক্রমণের ভয় জাগ্রত করিয়া মথুরায় বিঠ্ঠলনাথের আলয়ে শুভবিজয় পূর্বক সপার্ষদ শ্রীরূপকে একমাস কাল দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল গোবর্ধনে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীরূপপাদ বৃন্দাবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

পূর্বখণ্ড-সূচীপত্রম্

বিষয়ঃ পৃষ্ঠা

(প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ) ১—৩

স্বয়ংরূপ-বিলাস-স্বাংশাবেশ-প্রকাশ-লক্ষণ-ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণম্।

[মঙ্গলাচরণ, লঘুভাগবতামৃত-প্রকাশের আবশ্যকতা, ভাগবতামৃত দ্বিবিধ, শব্দ প্রমাণেরই শ্রেষ্ঠতা, শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ-স্বরূপ-নিরূপণ, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ, বিলাস, স্বাংশ, আবেশ, প্রকাশ, প্রকাশের লক্ষণ]

(দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ) ৩—৯

পুরুষাবতার-গুণাবতার-নিরূপণম্।

[অবতারতত্ত্ব, অবতারের লক্ষণ, অবতারের দ্বার, অবতার ত্রিবিধ, পুরুষাবতার, পুরুষাবতার ত্রিবিধ—প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ; ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী বিষ্ণুধামসমূহ, শ্বেতদ্বীপ, বিষ্ণু সত্ত্বতনু—ইহার অর্থ, বস্তুতঃ বিষ্ণু নির্গুণ, বিষ্ণুভক্তির নিত্যতা, বিষ্ণু অপেক্ষা ব্রহ্ম-রুদ্রাদির ন্যূনতা]

(তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ) ১০—১৯

লীলাবতার-নিরূপণম্

[লীলাবতার—চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্ত বা দত্তাত্রেয়, হয়শীর্ষা, হংস, ধ্রুবপ্রিয়, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রাঘবেন্দ্র, ব্যাস, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী]

(চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ) ২০—২৬

অবতার-তৎস্থাননিরূপণম্

মন্বন্তরাবতার ২০—২২

[মন্বন্তরাবতার-সংজ্ঞা ; কল্পাবতার হইলেও যজ্ঞাদি মন্বন্তরাবতার কিরূপে ; যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু—এই ১৪ মন্বন্তরাবতার ; কল্পাবতারপ্রকরণে যজ্ঞ ও বামন নির্দিষ্ট হইয়াছেন ; তজ্জন্য এই দুই নাম বাদ দিলে—মন্বন্তরাবতার-সংখ্যা দ্বাদশ।]

বিষয়ঃ পৃষ্ঠা

যুগাবতার ও কল্পাবতার ২২—২৩

[চতুর্বিধ যুগাবতার ; মন্বন্তরাবতারের যুগাবতার-রূপে আবির্ভাব ; ৪১ সংখ্যক অবতার (২৫ কল্পাবতার + ১২ মন্বন্তরাবতার + ৪ যুগাবতার) ; অতীত ও বর্তমান কল্প ; বর্তমান ব্রাহ্মকল্পের অবতার।]

আবেশ-প্রাভব-বৈভব ও পরাবস্থ ২৩—২৬

[অন্য বিচারে অবতার চতুর্বিধ—আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবস্থ ; চতুঃসন-নারদ-পৃথু-পরশুরাম-কল্কী প্রভৃতি আবেশাবতার ; ভগবানের 'ত্রিযুগ'-নামের কারণ ; আবেশাবতারগণ ঔপচারিক বা গৌণ অবতারমাত্র ; প্রাভব ও বৈভবের সংজ্ঞা ; প্রাভব দ্বিবিধ—অল্পকালস্থায়ী ও দীর্ঘকাল স্থায়ী ; বৈভবস্থ অবতার-সংখ্যা ২১ ; বৈভবাবস্থ হইয়াও পরাবস্থ-সদৃশ অবতার-সংখ্যা ৬ ; কতিপয় অবতারের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী ধামসমূহ ; আবার অবতারগণের ধামসমূহ পরমাশ্চর্যরূপে পরব্যোমেও অবস্থিত।]

(পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ) ২৭—৮২

পরাবস্থ-নিরূপণম্, তথা কতিপয়মতবাদখণ্ডনম্

[শ্রীকৃষ্ণের বদরীনারায়ণাবতারত্ব ও উপেন্দ্রাবতারত্ব-মতবাদ-খণ্ডন ; পরাবস্থ-সংজ্ঞা ও লক্ষণ ; নৃসিংহ ; রাঘবেন্দ্র ; শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম কোষ্ঠী ; নৃসিংহ ও রামচন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমতা-নিরাস ; শ্রীকৃষ্ণে নিখিল ভগবন্নামের প্রবৃত্তির কারণ ; ভগবৎস্বরূপ মন্ত্রই পূর্ণ ; একই স্বরূপে অংশত্ব ও অংশিত্ব ; অচিন্ত্য-শক্তিত্ব-নিবন্ধন ভগবানে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসমূহের নিত্য-সমাবেশ ; ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব একই স্বরূপের দুইটী পৃথক ধর্ম মাত্র ; 'কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার'—এই মতবাদ-খণ্ডন ; ভগবানের ষোড়শ-শক্তি ; 'শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কেশের অবতার'—এই মতবাদ-খণ্ডন ; 'শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের প্রথমব্যূহ বাসুদেবের অবতার'—এই মতবাদ খণ্ডন ; চতুর্ব্যূহের বিচার ও স্থান ; নবব্যূহ বিচার ; বাসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণ-দেবতা ;

ব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতার কারণ ; 'শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ-পতি নারায়ণের বিলাস'—শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের এই পূর্বপক্ষের অনুকূল বচনসমূহ উদ্ধার ও তৎসমুদয়ের খণ্ডন-পূর্বক 'শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণেরও অংশী'—এই সিদ্ধান্ত-স্থাপন ; কোন কোন স্থলে মায়াশক্তির অর্থ চিচ্ছক্তি ; ভগবদ্বিগ্রহের যুগপৎ সর্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব ; শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নিত্যতা ; লীলা-পরিকরগণ ; প্রকট ও অপ্রকট-লীলা ; বসুদেবালয়ে প্রথমব্যূহ বাসুদেবের এবং নন্দা-লয়ে স্বয়ংরূপ ভগবানের আবির্ভাব ; কৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরা-লীলা ও দ্বারকা লীলা ; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও ব্রজে আগমন ; ব্রজলীলার নিত্যতা ; দ্রোণাদি নন্দের অংশ ; দ্বারকা, মথুরা, গোকুল ও গোলোক ; গোলোক গোকুলের বিভূতি ; পরিছিন্নতা সত্ত্বেও লীলানুসারে মাথুরমণ্ডলের বিস্তার ও সঙ্কোচ ; শ্রীকৃষ্ণধামের চন্দ্র-সূর্যাদি অপ্রাকৃত ; শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী চতুষ্টয়—ঐশ্বর্যমাধুরী, ক্রীড়া-মাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী ।]

উত্তরখণ্ড-সূচীপত্রম্

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভগবৎপূজার ন্যায় ভক্তপূজারও আবশ্যকতা	৮৩	পাণ্ডবগণ হইতেও যাদবগণের শ্রেষ্ঠতা	৮৪
ভগবৎপূজাপেক্ষা ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা	৮৪	যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব সর্বশ্রেষ্ঠ	৮৫
মার্কণ্ডেয়াদি-ভক্তগণমধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ	৮৪	উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ	৮৬
প্রহ্লাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ	৮৪	সর্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠা	৮৮

ধন্যবাদ প্রদান

শ্রীগোপীনাথদাস অধিকারী এই গ্রন্থপ্রকাশে এক শত টাকা আনুকূল্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

—প্রকাশক।

বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচী

শ্লোক	পৃষ্ঠা
অংশত্বং নাম শক্তীনাং	৩৬
অংশাস্তস্যাবতারা	৬৬
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা	৩৮
অজিতস্য নিবাসস্তু	২৬
অজো জন্মবিহীনো	৬৭
অজ্ঞানমিন্দ্রজালং বা	৩৮
অঞ্চতীতি পদং	৭২
অতএব পুরাণাদৌ	৬৭
অতশ্চ মোক্ষধর্মীয়বচনং	৭০
অতস্তদেব নিঃশেষ	৬২
অতোঽচিন্ত্যাত্মশক্তিং	৩৮
অতোঽত্র নৈব তাৎপর্য্যং	৬৪
অতোঽমীষবতারত্বং পরং	২৪
অতোঽসৌ চেদিরাজত্বে	৩৩
অতো নির্গুণঃ সাক্ষাৎ	৯
অতো ন্যূনাদপি ন্যূনে	৪৬
অতো বিধিহরাদীনাং	৯
অতো বৃন্দাবনে	৬৬
অতো ক্রবেঽনয়োঃ	৫৮
অতো মন্বক্ষরমনো কল্পে	৩৫
অতো মন্বক্ষরমনোর্ধ্যানে	৪৭
অতো মিলিত্বা শ্রুতিভি	৬৫
অতো যো নরভূ	৪২
অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং	১১
অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং	৪৯
অতঃ কেশাবতারত্ব	৪৪
অতঃ ক্ষীরাম্বুধেস্তীরে	৪১
অতঃ পুরুষ এবাস্য	৪৩
অতঃ প্রকটলীলায়াম	৭৭
অতঃ প্রভো প্রিয়াণাঞ্চ	৮০
অতঃ সংহৃত্য সর্কাণি	৬২
অতঃ সর্ব্বেষু কল্পেষু	৩২
অতঃ স্বয়ং পদাদিভ্যো	৬৫
অত্র শ্রীস্বামিপাদানামপি	৪১
অত্র স্বাংশা হরেরেব	৯
অত্রাগমনমাত্রেণ যদি	১৫
অত্রাপি বাসুদেবোঽয়ং	৪৫
অত্রেবপত্যমভিকাঙ্ক্ষত	১৪
অত্রৈবাজাগুমালাপি	৭৯
অত্রোচ্যতে পরেশত্বাং	৩৬
অথ কৃষ্ণে পরাবস্থভাবো	২৮
অথ কৃষ্ণো নরভ্রাতু	২৭
অথ তত্র ভবান্ কিং	৩৭
অথ তত্রস্থা নন্দ	৭৭
অথ প্রকটতাং লব্ধে	৪৭
অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো	৭৫
অথ ব্রজেশ্বরীগেহে	৭৪
অথ ব্রতস্যাবভৃতে	৭১
অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যা	৭৩
অথ যত্তু তৃতীয়াং	৫
অথ লীলাবতারাশ্চ	১০
অথ স্মিত্বা মুকুন্দেন	৬১
অথ স্যাৰ্বৈভবাবস্থান্তে	২৪
অথাখিলানাং নাম্নাঞ্চ	৩৪
অথাত্র পূর্বপক্ষে বঃ	৪১
অথাত্র প্রক্রিয়া খ্যাতা	৬০
অথাদিকে যথা ধ্বান্তৈঃ	৪৬
অথান্যদবৈভবং তস্য	৮০
অথাপি সৎ পাদনখাবসৃষ্টং	৯
অথাবতারা কথ্যন্তে কৃষ্ণ	৩
অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং	১৯
অথোপাস্তেষু মুখ্যত্বং	২
অদিত্যা তপসা বিষ্ণু	২৭
অদোঽনেন শয়ানেন	৩৪
অধ্যাত্মনীয়শব্দেন	৫৩
অনন্তবিহগাধীশসেনা	৫৭
অনন্তানি তবোক্তানি	৬২
অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং	২
অনাদেয়মহেয়ঞ্চ	৬৮
অনামরূপ এবায়ং	৬৯
অনেকত্র প্রকটিতা	৩
অনেন পদ্যযুগ্মেন	৭১
অন্তঃপুরস্তু দেবস্য	৫৪
অন্তরঙ্গ স্বরূপা মে	৫৯
অন্তেন সার্দ্ধপদ্যেন	১৩
অন্যথা মুনিবর্য্যোঽয়ম	৪৪
অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ	২৪
অপ্রসিদ্ধেস্তদ্ গুণানাম্	৬৯
অবতারাশ্চতুর্দ্ধা স্যারাবেশা	২৩
অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্	১৭
অবাপ্যেনামৃতেনেহ	৫০
অভ্যার্দ্যমানেষভিত	৬৬
অমৃতং স্বষ্ঠু মধুরং	৫৭
অযুতানি চ পঞ্চাশৎ	২৫
অযোধ্যা মথুরা মায়া	৭৯
অয়ং চতুর্ভুজত্বেঽপি	৭৩
অয়ঞ্চ স্থাবরান্তানাং	৪১
অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষ	১১
অরোমশো হ্যসৌ	৭০
অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং	৮৩
অর্থঃ সম্ভূতশব্দস্য	৪০
অর্থগত্যান্তরং তেষাং	২৮
অর্থতঃ শব্দতশ্চাত্র সৎ	৫৭
অষ্টমে মেরুদেব্যাস্তু	১৫
অষ্টাশীতি সহস্রাণি মুনয়ো	২০
অসমানোর্দ্ধমাধুর্যাতরঙ্গা	৮২

অসমোর্দ্ধেন ভগবান্	৭৪
অসৌ ব্যক্তঃ কলেরব্দ	১৯
অস্য জন্মোৎসবং ব্রূতে	২৯
অস্য লক্ষ্মীনৃসিংহাদ্যা	১৬
অস্য শাস্ত্রে ত্রয়ো ব্যূহা	১৮
অস্য শ্রীদিব্যসিংহস্য	২৯
অস্যাত্র চরিতান্যুক্তা	১৫
অস্যাপি দেববপুষো	৪৬
অস্যার্থ ষদ্গুণৈঃ	৮৬
অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলো	৩৬
অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং	৩৪
অহো অলং শ্লাঘ্যতমং	৭১
অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং	৮৫
অহো ভোজপতে যূয়ং	৮৫
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ	৭৯
অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র	৭২
আগতঃ কতমো ব্রহ্মা	৬১
আত্তা প্রকটিতা লীলাতনু	৩০
আত্মারামতয়া কিংবা	৩৮
আদৌ সর্ব্বাবতারাগ্রে	৪০
আদ্যমাবরণং দিক্ষু	৫৭
আদ্যে ব্যক্তাঃ কুমারাদ্যা	১৬
আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ	৪
অনয়েতি হরের্বাচা	৬১
আন্তরেণ নিরুদ্ধেন	৪৭
আবাল্যাদেব গোবিন্দে	৮৬
আবিবেশ পৃথুং দেব	২৩
আবির্ভাবা গতিভ্যাং সা	৭৫
আবির্ভূয়াদিমে ব্রাহ্মে	১০
অবিষ্টোঽভূৎ কুমারেষু	২৩
আবিষ্টো ভার্গবে চাভূদিতি	২৪
আবেশত্বং কল্কিনোঽপি	২৪
আবেশাভাবতো দোষান্	৩৩
আয়ুষ্মতোঽম্বুধারায়ামৃষভো	২১
আরাধনং মুকুন্দস্য	৮৩
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং	৮৩
আর্ষকস্য স্মৃতস্তত্র ধর্ম্ম	২২
আশ্চর্য্যমেকদৈকত্র	৮০
আসামহো চরণ	৮৭
আসুরীং যোনিমাপন্না	৩৫
ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে	৮৮
ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো	৮০
ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু	৪৮
ইতি বিজ্ঞায় গদ্যানাং	৩৪
ইতি ব্যূহচতুষ্কস্য	৭৫
ইতি ষষ্ঠেঽত্র চত্বারো	১৭
ইতি সিদ্ধা প্রভোরস্য	৬৭
ইত্যতো বিহিতা	৯
ইত্যতো রাসলীলায়াং	৭৯
ইত্যত্রৈব মহামন্ত্রা	৮১
ইত্যাদিষ্বত্র নামানি	৩৫
ইত্যাশঙ্কে স এবায়ং	৪৫
ইত্যুক্ত্বাপ্যত্র বক্যাদের্মোক্ষ	৩৩
ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো	৭৮
ইত্যুক্ত্বা স্বস্য	৭০
ইত্যেতাভির্বৃতং পঞ্চবিংশত্যা	৫৩
ইত্যৌপোদ্ঘাতিকং	৬২
ইদং ভঙ্ক্ত্বা মদীয়স্ত	২৬
ইদং শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-	১
ইদমেব বদন্ত্যেতে	৬৯
ইন্দীবরদলশ্যামঃ সূর্য্য	৫৫
ইন্দ্রস্তু নাতিকৌবিদ্যা	২৮
ইমে চান্যে চ	৪৯
ইয়মেব বিরোধোক্তিস্তৃতীয়ে	৩৯
ঈশত্বাপেক্ষয়া তস্য শাস্ত্রে	৬
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ	২, ৬৫
উক্তো গুণবিসর্গেণ	৩৭
উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং	২৯
উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে	২৯
উত্তানপাদবংশ্যানাং	১১
উদ্ধবাৎ কৃষ্ণসন্দেশ	৭৫
উদ্যতা যজ্ঞভাগা হি	৭০
উপলক্ষণমেবৈতৎ	১৩
উপাসনাবিশেষার্থং	২২
উপোদ্ঘাতাতং সমাপ্যাথ	৬৭
ঋগ্বেদাদিচতুষ্কেণ	৫৮
ঋষিভির্যাচিতো ভেজে	১৬
ঋষেস্তু বেদশিরসস্তুষিতা	২০
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ	৩৬
একদা দ্বারকা পূর্য্যাং	৬০
একবিংশে তথা	৮২
একরূপস্তথৈবাংশঃ	৬১
একরূপাস্ত্বয়া প্রোক্তা	২৩
একোনবিংশে বিংশতিমে	১৮
এতএব মহারাজ মনবশ্চ	২৩
এতচ্চ তবাখিলং মায়াভি	৩২
এতচ্চাতিরহস্যত্বাৎ নোক্তং	৭৪
এতৎ তয়া ন বিজ্ঞেয়ং	৬৯
এতৎ তে কথিতং দেবি	২৪
এতস্যৈবাংশভূতোঽয়ং	২৫
এতস্যৈবাপরেঽনন্তা	৬৭
এতাঃ পরং তনুভৃতো	৮৬
এতান্নানাবতারাণাং নিধানং	৪০
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ	৪৬
এতেষামপি সর্ব্বেষাং	৮৩
এবং নিত্যানপায়িন্যা	৫৬
এবং পুরুষলীলানাং	৬৭
এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য	৩৯
এবং সপ্তপুরীণান্তু	৭৯
এবমর্থোঽস্য পদ্যস্য	৪৬
এবমুক্তো হৃষীকেশ	১৪
এবমেব গুণাদীনাম্	৩৬
এবমেব দ্বারকায়াং	৮০
এভির্যুক্তঃ সদা যোগম্	৬৬
এষ মাতরি দেবক্যাং	১৮

এষ মাতৃদ্বয়ে ব্যক্তো ১৮
এষোঽধঃ শকটস্যাক্ষে ৩৪
ঐকান্তিক সুখেনাত্র ৫০
ঐন্দ্রং বৈষ্ণবমস্যৈব ২৭
ঐশ্বর্য্যং কল্কিনস্তস্য ১৯
কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং ২২
কদাচিজ্জলদশ্যাম ১১
কন্দর্পকোট্যর্ব্বুদরূপশোভা ৮২
কপিলো বাসুদেবাংশ ১৪
কর্ত্তারৌ তৌ হরেরংশৌ ২৮
কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে ২৪
কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু ৪৩
কল্পমন্বন্তর-যুগ ২৩
কল্পাবতারা ইত্যেতে কথিতা ১৯
কল্পারম্ভে তদা নাস্তি ১১
কস্ত্বসৌ বালরূপেণ ৪৩
কানিচিচ্চ নিথর্ব্বেণ ৬০
কালিন্দ্যাঃ পুলিনে ৭৭
কা স্ত্রাঙ্গ তে ৮২
কিংবা যঃ কলয়াংশেন ৪৩
কিঞ্চ তত্রৈব দেবক্যা ৪২
কিঞ্চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং ২
কিঞ্চ বিষ্ণুপুরাণাদৌ ৮
কিঞ্চাস্বরাণাং দ্বিষতাং ৩৫
কিঞ্চাস্য পার্ষদাদীনাম ৬৮
কিন্তু বৃহাস্তু চত্বারো ৪৫
কিন্ত্বস্য সম্পৎ সম্প্রতি ৩৩
কিন্ত্বেষ পুণ্যসম্পন্ন ৩২
কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ ৮১
কুন্দেন্দুকুমুদপ্রখ্যৈর্লোলক ৮
কুমুদকুমুদাক্ষশ্চ ৫৪
কৃততুল্যং ততঃ কালং ১২
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং ১৮
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং ১
কৃষ্ণবাল্যাদিলীলা ৮০
কৃষ্ণভাবানুসারেণ ৭২
কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো ৭৫
কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা ৭৭
কেচিদ্ ভাগবতাঃ প্রাহু ৭৪
কেশবাদ্যৈরিহ চতুর্বিংশত্যা ৫৭
কেষাঞ্চিদেষা স্থানানি ২৫
কৈরপি প্রেমবৈবশ্য ৬৮
কোটিকন্দর্পলাবণ্যসৌন্দর্য্য ৫৬
কোটিবৈশ্বানরপ্রখ্য ৫৪
কৌশল্যায়াং দশরথান্নব ১৭
ক্রমাদি-দীপিকায়াঞ্চ ৪৭
ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ ৩
ক্বচিজ্জীববিশেষত্বং ৬
ক্বাহং রজঃপ্রভব ৮৪
ক্ষীরং যথা দধি ৭
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং ৭৪
গম্ভীরগর্জ্জিতারম্ভ ২৯
গর্ভোদকশয়ঃ পদ্মনাভো ৫
গর্ভোদশায়িনোঽস্যাভূৎ ৬
গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ ৪৮
গুণাবতারাস্তত্রাথ কথ্যন্তে ৫
গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু ৪৯
গোপরার্দ্ধপয়ঃপূর্বৈর্জনিতঃ ৬৭
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ ৬৩
গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি ৭৮
চণ্ডাদি-দ্বারপালৈশ্চ ৫৪
চতস্রো হ্লাদিনী ৫৩
চতুর্দশং নারসিংহং ১৬
চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ৮১
চতুর্ভিরবতারোঽয়মেক ১০
চর-স্থাবরয়ো সান্দ্র ৮২
চরিতং কৃষ্ণদেবস্য ৮১
চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে ১১
চিত্রং বতৈততদেকেন ৩৬
চিরেতি তু চিরায়ুষ্কা ৬০
চেদস্যাপি দিদৃক্ষে ৬৮
জগত্রয়েতি পদ্যেন ৪২
জগৃহে পৌরুষং রূপং ৩৯
জনয়িত্রী প্রভৃতিভিস্তা ৭৩
জন্মাদি-লীলাপ্রাকট্যাৎ ৫০
জয়তি জননিবাসো ৭২
জানতা বাসুদেবাচ্চ ৪৭
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং ৪৮
জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য ৪৯
জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া ২
তচ্চ তস্য ন হীত্যাহ ৩৮
তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপ ৩
তৎসত্যতা প্রকটিতা ৭৬
তৎস্পৃহৈব পরং ৬৪
ততস্তমেবাক্রোশেষু ৩২
ততোঽবাপ্ত-বিনাশৈক ৩২
ততো বিরোধস্তচ্ছক্তি ৩৯
ততো মামাহ ভগবান্ ৬৯
ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে ১৯
ততঃ শেষাত্মতাং ৭৮
ততঃ স তং সমুদ্ভূতং ৭০
ততঃ সপ্তদশে জাতঃ ১৮
ততঃ সপ্তম আকুত্যাং ১৩
ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্ব ৭১
তত্তৎ শ্রীভগবত্যৈব ৪৮
তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ ৩৯
তত্র ক্রোড়-হয়গ্রীবৌ ২৪
তত্র তত্র যথা বহ্নি ৬৭
তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং ৩১
তত্র প্রকটলীলায়ামেব ৭৩
তত্র স্বপিতি ঘর্ম্মান্তে ৮
তত্র হেতুর্ভগবতীত্যাদি ৩৮
তত্রাপি দেবঃ সম্ভূত্যাং ২১
তত্রাপি যজ্ঞে ভগবান্ ২০
তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং ৮৮

তত্রাবিষ্কুরুতে বৃহৎ	৭৫	তস্যোপরিষ্ট···গভস্থিতলসংজ্ঞক	২৫	দক্ষাৎ প্রাচেতসাৎ সৃষ্টি	১১
তত্রাবেশাবতারাস্তু জ্ঞেয়াং	২৩	তস্যোপরিষ্ট···পঞ্চমঃ	২৫	দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং	৫১
তত্রেশ্বরং দদর্শাসৌ	৫২	তস্যোপরিষ্টাদ্ ব্রহ্মাণ্ডঃ	৮	দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসী	৩৪
তথান্যা বাহ্যকরণ	৪৮	তাঃ ষোড়শ-কলাঃ	৪০	দশভির্মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যৈ	৫৭
তথা পাদবিভূতৌ চ	৪৫	তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং	৩৮	দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গ	৩১
তথাপি দোষাঃ পরমে	৩৭	তাদৃশো ন্যূনশক্তিং	২	দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী	৫৬
তথাপি দ্বিভুজত্বস্য কৃষ্ণে	৭৪	তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্	৩৫	দিব্যাপ্সরো গণাঃ পঞ্চ	৫৬
তথাপি ভূমন্ মহিমা	৪৮	তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু	৩২	দেব-গুহ্যাং সরস্বত্যাং	২১
তথাপি ভূতগুণবত্ত্বেন	৭০	তাবিমৌ বৈ ভগবতো	২৭	দুরববোধ ইবায়ং তব	৩৭
তথাপি শুষ্কবাদৈক	৬৮	তাস্তথা তপ্যতীবীক্ষ্য	৭৬	দৃশা শুকো রসনায়া	৪৮
তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ	৬৮	তাস্তা মধুপুরে লীলা	৭৫	দেবহূত্যাং কর্দ্দমতঃ	১৩
তথা সাঙ্কর্ষণী	৬৬	তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং	১৪	দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্ত্তা	২২
তথৈব চ পুরাণেষু	৭২	তূর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে	১৩	দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে	৭৩
তদাত্মবৈভবত্বঞ্চ তস্য	৭৮	তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ	১০	দেবাদ্যংশাবতরণে যে তু	৭৮
তদিদং পৌরুষং রূপং	৪০	তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্	৪১	দেবঃ স্বনাম্নি দেবেতি	৪৬
তদেতদুভয়ত্বং ন ভবেৎ	২৭	তে তু শ্রীহরি-বৈকুণ্ঠৌ	২৫	দেহ-দেহি-ভিদা	৬৩
তদৈব চক্রঘাতেন দৈত্যদেহে	৩৩	তে তে ব্রহ্মসুরেশাদ্যা	৬০	দৈত্যানাং মোহনায়াসৌ	১৭
তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথ	৮৫	তেন নিশ্চিত্য তং বিষ্ণুং	৩৩	দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ	৩৪
তদ্দর্শনে ত্বকুণ্ঠাত্মা	৭০	তেন সত্ত্বতনোরস্মাৎ	৯	দৈত্যেশ্বরস্য বধায়াখিল	৩১
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম	৫৪	তেন স্বকৃতমাত্মীয়কৃতং	৩৮	দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং	৮০
তন্মধ্যেঽষ্টদলং	৫৫	তেনোক্তং ভুবনে	২৭	দ্বারাবত্যাং যথা কৃষ্ণেঃ	৩
তন্মধ্যে নগরী দিব্যা	৫৪	তেষু শূরসুতাদ্যেষু	৬৬	দ্বিতীয়ন্তু ভয়ায়াস্য	১০
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং	৫৬	ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ	৩০	দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র	৭৫
তল্লোকপদ্মং স উ এব	৭	ত্রয়াণামেব লোকানাং	১৩	দ্বিরাবিরাসীৎ কল্পেঽস্মিন্	১১
তস্মাৎ ত্রয়াণামেবায়ং	৩৫	ত্রিধা ভবেদ্বয়ো বাল্যং	৮০	দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাম্	১৮
তস্মাৎ পরমবৈকুণ্ঠ	৬৫	ত্রিপাদ্ বিভূতের্ধামত্বাৎ	৫৭	দ্যৌস্তচ্ছটোৎক্ষিপ্তবিমানঃ	২৯
তস্মান্ন শাস্ত্রযুক্তি	৩৮	ত্রিবিক্রমস্য বসতিস্তপলোকে	২৬	ধন্যেয়মদ্য ধরণী	৬৩
তস্মিন্ন বাচি দিগ্ভাগে	৮	ত্রিষু পুংসোঽবতারেষু	৫৮	ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ	২৭
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে	৪	ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা	৮৮	ধর্ম্মস্য সূনৃতায়াস্তু ভগবান্	২০
তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্	৫১	ত্রৈলোক্যে ভগবদ্ভক্তাঃ	৮৭	ধান্বন্তরং দ্বাদশমং	১৬
তস্যাং স বসতে দেবো	২৫	ত্র্যধীশ ইতি গোলোক	৫৯	ধামাস্য দ্বিবিধং	৭৮
তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি	৫৩	ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্	৮৫	ধ্বন্যতে বিস্বশব্দেন	৬২
তস্যৈব যোঽনুগুণভুগ্	৩	ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ	১৫	ন চান্ত-র্ন বহির্যস্য ন	৭১
তস্যৈব অণু-পূর্ব্বোক্তাং	৪	ত্বযোব নিত্যসুখ	৬৮	ন চিত্রং প্রেমমাধুর্য্য	৮৭
তস্যোপরিষ্ট···শতত্রয়ম্	২৫	ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি	৬৮	ন তথা সে প্রিয়তম আত্মযোনি	৮৫

নতথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা ৮৭
নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ৫৪
নতপোভির্ন বেদৈশ্চ ৮৭
নতু প্রহ্লাদস্য গৃহে ৮৫
নন্থ তে যাদবস্যাস্য ৫০
নন্থ দ্বিতীয়স্কন্ধে তু ৪৩
নন্থ প্রাকৃতরূপত্বান ৪৮
নন্থ ভো কেবলং ৩৯
নন্থ ভোস্তব ভাবোঽয়ং ৫০
নন্থ শ্রৈষ্ঠ্যং মুকুন্দস্য ৪৭
নন্থ সিংহাস্য-বামাভ্যাং ৩১
নন্দস্বাত্মজ উৎপন্নে ৭৪
নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় ৭৪
নন্বরূপঃ স্বতঃ কৃষ্ণো ৬৯
নন্বিদং শ্রূয়তে শাস্ত্রে ৩৫
নন্বেকস্য কিলাজত্বং ৬৭
নন্বেকস্য স্বরূপস্য ৩৮
নন্বেষ দ্বাপরস্যান্তে ৬৫
নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায় ১
"নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়" ইত্যাদি ৬৫
ন মাং জানন্তি মুনয়ো ৮৭
ন যস্য সাক্ষাৎ ৮৪
নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্য ১৭
নরনারায়ণৌ ২৮
নরভ্রাতুরিহাংশত্বম্ ২৭
নরাঃ সূর্য্যপ্রভাস্তত্র ৮
ন স্ত্রিয়ো ব্রজসুন্দর্য্যঃ ৮৭
ন হি বিরোধ উভয়ং ৩৭
নাকপালা মহেন্দ্রাদ্যা ৩০
নাতস্তস্মিন্ননাদিনিধনে ৩১
নানারত্নবিচিত্রাঙ্ঘ্রি ৫৫
নাম্নোঽপি মহির্মৈতস্য ৬৪
নায়ং সুখাপো ভগবান্ ৭৪
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্ব ৪২
নারায়ণোঽত্র পরব্যোমে ৪১
নারায়ণো নরসখো বসতে ২৫
নালভৎ তত্র চৈবেহ ৩১
নিজপ্রিয়তমস্যাপি বচসা ৭৬
নিজাংশো যস্য ভগবান্ ৪৪
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যা ৮৭
নিত্যলীলাপরিকরা যে ৭৮
নিত্যলীলাস্পদত্বঞ্চ ৭৯
নিত্যাং মে মথুরাং ৭৯
নিত্যাবতারো ভগবান্ ৬৮
নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ৭১
নিয়তিঃ সা রমাদেবী ৭
নির্ব্বন্ধং যুক্তিবিস্তারে ১
নৃবরাহস্য বসতির্মহর্লোকে ২৫
নিষ্কলাদিস্বরূপং ৫০
নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ২৮
নৃসিংহরূপং হরিণা ৩২
নৃসিংহস্য ভবেদ্বাসো ২৯
নেদং যশো রঘুপতেঃ ৩০
নৈবং যুক্তং শৃণু ততঃ ৪৫
নোক্তং পরাশরেণাত্র স্থিতৌ ৩২
নোদ্ধবোঽথপি মন্ন্যূনো ৮৬
নৌর্ভূত্বা তু তদা দেবী ১২
ন্যূনেঽধিকে চ কৈমুত্যং ৪৬
পঞ্চদশং বামনকং ১৭
পঞ্চমঃ কপিলো নাম ১৩
পত্নী-বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য ২১
পয়োধিং যেন নির্মথ্য ২১
পরমব্যোমনাথস্য ২
পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পীযূষাপূর্ণ্ব- ৩১
পরাশরেণ যদ্গদ্যং ৩২
পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশ ৫৫
পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি ৬৯
পশ্যন্তীত্যাদি-পদ্যেন তদেবেদং ৪০
পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা ৪০
পাণ্ডবাঃ সর্ব্বতঃ ৮৪
পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ ৪৫
পাদ্মে প্রোক্তং দধে ১৬
পাদ্মে তু রামো ভগবান্ ৩০
পাদ্মে ভরত-শত্রুঘ্নৌ ১৮
পার্শ্বয়োরবনীলীলে ৫৬
পীতাংশুকপদেনাস্য ৫২
পুরুষঃ পরমাত্মা চ ব্রহ্ম চ ৪৭
পুরুষস্য পরত্বেন ৪১
পুরুষাখ্যা গুণাত্মনো ৩
পুর্য্যো লক্ষ্ম্যাঃ সরস্বত্যা ৫৭
পূর্ণশারদশুভ্রাংশু ৪৪
পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থং ৩
পূর্ব্বতোঽপ্যেষ নিঃশেষ ২৯
পূর্ব্বোৎপন্নেষু ভূতেষু তেষু ২৪
পূর্ব্বং মধুর্দশরথো ১৯
পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো ২৪
পৃশ্নিগর্ভস্য বসতির্ব্রহ্মণো ২৫
পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র ৬৪
প্রকটাপ্রকটা চেতি ৭২
প্রকাশাস্তু ন ভেদেষু ২
প্রত্যক্ষরূপদৃগ্ দেবো ২৪
প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে ৫৩
প্রপঞ্চগোচরত্বেন ৭৩
প্রপঞ্চাতীতধামত্বমেষাং ৩
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ ৫১
প্রবর্ত্তনায় লোকেঽস্মিন্ ১০
প্রস্তুতে তু ৪১
প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ২৮
প্রাকৃতেভ্যো গহেভ্যো ৮০
প্রাতরুত্থৎসহস্রাংশুনিভ ৫৫
প্রাদুর্ভূয়ৈষ যজ্ঞঘ্নে- ১৪
প্রাভবশ্চ দ্বিধা তত্র ২৪
প্রায়ঃ স্বায়ম্ভুবাদ্যাখ্যা ২৩
প্রায়ঃ স্বাংশাস্তথাবেশা ৩
প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ ৭০

প্রেম সন্দর্শয়ন্ স্বেষু ৭৬
প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্যা ৭৩
প্রেষ্ঠানন্যৈর্ব্রজে ৭৪
প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈ ৭৭
ফুল্লরক্তাম্বুজনিভ ৫৫
বংসৈর্বৎসতরীভিশ্চ ৭২
বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং ৪৭
বন্দামহে মহেশানাং ২৯
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ ৭৫
বরং দত্ত্বানসূয়ায়ৈ বিষ্ণুঃ ১৪
বসন্তি মধ্যমে তত্র ৫৫
বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ৪১
বসুদেবস্য পুত্রত্বাৎ ৩৪
বাগীশা যস্য বদনে ২৮
বামনস্ত্বিরভিব্যক্তং ১৭
বামাঙ্কসংস্থিতা দেবী ৫৬
বালার্ককোটিসঙ্কাশৈ ৫৫
বাসস্তত্র প্রলম্বারে ২৫
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ ৬৬
বাসুদেবাদি মূর্ত্তীনাং ৫৮
বাসুদেবাদিরূপাণামবতারা ৩০
বাসুদেবাদিলীলাস্তু ৬৬
বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রি ১৫
বিদ্যায়া পঞ্চ পর্ব্বাণি ৫৩
বিদ্যেতে নান্যসাম্যাতিশয়ৌ ৫৯
বিধাতুর্জননস্থান ৫৫
বিধের্লাটাজ্জন্মাপ্য ৭
বিনা শরীরচেষ্টত্বং ৩৭
বিবিধগোপচরণেষু ৮২
বিবিধাশ্চর্য্যমাধুর্য্য ৬২
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ৫৬
বিরোধেঽত্র সমুৎপন্নে ৬১
বিরোধো বাক্যয়ো ৬১
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন ৪২
বিষ্ণুঃ সত্ত্বং তনোতীতি ৯
বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি ৪
বিষ্ণুত্বানিশ্চয়ান্নাতিদ্বেষা ৩৩
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদ্যুক্তা যা ৮
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রোক্তং ৬১
বিষ্ণুর্যত্র মহাকল্পে ৬
বিষ্বক্সেনো বিসৃজ্যাস্ত শম্ভোঃ ২১
বৃত্তা ব্রাহ্মাদয়ঃ কল্পাঃ ২৩
বৃহস্পতিস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ ৭০
বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি ২৬
বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন ২১
বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো ২
বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র ৬৬
বৈবস্বতান্তরে ব্যক্তঃ পুরৈ ২১
বৈরাজ এব প্রায়ঃ ৬
বৈশ্লেষিকক্লমোদ্রেকবিকাশী ৭৫
বৈষ্ণবানাং পাদরজো ৮৬
ব্যামোহায় চরাচরস্য ৯
ব্যূহস্তর্য্যোঽনিরুদ্ধাখ্যো ৪৫
ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো ৪৪
ব্রজদেব্যো বরীয়স্য ৮৬
ব্রজাগমনকালে চ ৭৭
ব্রজে দ্বারবতীস্থস্য ৭৬
ব্রজে প্রকটলীলায়াং ৭৫
ব্রজে বিহরমাণেঽস্মিন্ ৭৬
ব্রজেশাদেরংশভূতা ৭৭
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ৪৯
ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু ৪৯
ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ ২৬
ব্রহ্মাদ্যা লোকপাস্তেষু ৬০
ব্রাহ্মকল্প প্রথমজে ২৩
ভক্ত এব হি ৮৪
ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ ৮৭
ভক্তেরব্যভিচারায়াঃ ৪৮
ভগবত্তেন সার্ব্বজ্ঞং ৩৮
ভগবান্ পরমাত্মেতি ৪৭
ভবন্তি পুরুষা ৮৪
ভবিষ্যশ্চ মনুস্তত্র ভবিষ্যা ১২
ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ৬
ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু ৬
ভুজযুগ্মধৃতোদগ্র-পদ্ম ৫৬
ভুজান্তরন্তু বক্ষস্তে ৬৪
ভূতলং সতলং ১২
ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈ ৪, ৪১
ভুমিভারনিরাসায় ৭৩
ভূমি-ভারাপহারায় ৬৮
ভূমেঃ সুরেতর-বরূথ ৪৩
ভূয়োভূয়স্তসৌ দৃষ্টো ৪৩
ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং ১২
ভো অম্বুজাক্ষ সুহৃদাং ৭৬
ভ্রাজিষ্ণুর্ভির্যঃ পরিতো ৫১
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদ্যা ৯
মৎস্যরূপধরো বিষ্ণুঃ শৃঙ্গী ১২
মৎস্যোঽপি প্রাদুরভবদ্ ১৩
মৎস্যোযুগান্তসময়ে ১২
মথ্যমানান্মুনিগণৈরসব্যাদ্ ১৬
মথ্যোবানুগ্রহ যস্তেত ৪৭
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ৮৩
মদ্রূপদ্বয়ং ব্রহ্ম ৬৯
মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং ৬৪
মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরে ৩০
মধ্যে তু মণ্ডপং ৫৪
মধ্যে তেষামজাণ্ডেষু ৬০
মধ্যে মন্বন্তরে পরিক্ষীণে দেবা ১১
মধ্যে সিংহাসনং ৫৪
মনুশ্চ সহ শক্রেণ ১২
মনোরন্তেলয়ো নাস্তি ১২
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং ৮৭
মন্বন্তরাবতারোঽসৌ প্রায় ২০
মন্বন্তরে পরিক্ষীণে দেবা ১১
মন্বন্তরেষমী স্বায়ম্ভুবীয়াদি ২০

মম ভক্তা হি যে ৮৩
মমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং ৩৫
মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং ৪৪
মহাবৈকুণ্ঠলোকস্য ব্যাপক ২১
মাং কৃষ্ণরূপিণং ৩৫
মায়াশব্দেন কুত্রাপি ৭০
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা ৬৯
মার্কণ্ডেয়েন বজ্রায় ৪৩
মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ ৮৩
মুখারবিন্দ-নিস্যন্দ ১
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ ৯
মেরোশ্চ পূর্ব্বদিগ্ভাগে ৮
মৈবং গুণানামেতস্য ৪৮
মৈবং বাদীর্মহাবাদিন্ ৫৮
মৈবং ভোঃ শ্রূয়তামস্য ৪৩
মৈবমস্যাদিশূন্যস্য জন্ম ৬৫
মোক্ষধর্ম্মে তু মনসঃ ৪৫
মোহনঃ কোঽপি ৮২
য এতে ভবতা প্রোক্তা ২৩
য এব বিগ্রহো ৭১
যঃ পরব্যোমনাথঃ ৫০
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ ৩৬
যজ্ঞবামনয়োস্তত্র পুনঃ ২২
যজ্ঞস্তু পূর্ব্বমেবোক্তস্তেনা ২০
যং তু কৌস্তুভ-মীনেন্দ্র ৬৩
যং তু গোলকনাম স্যাৎ ৭৮
যতস্তৈঃ শাস্ত্রযোগিন্যাং ২
যত্র পদ্মজরুদ্রাদ্যৈঃ ৮১
যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় ১০
যথা রাধা প্রিয়া ৮৮
যথা রূপরসাদীনাং ৪৮
যদেভির্দিষ্টৈঃ পৃথক্ ৪৭
যদ্বিহং মর্ত্ত্যলীলানাং ৬২
যদদ্বয়ং পরমং কৃষ্ণং ৫২
যদানয়োস্তু সংবাদো ৭২
যদা যদা চ সা লীলা ৬৭
যদা সূতঃ কথামাহ ১৯
যদুত্তীর্য্যেত্যুত্তরণং ৭৭
যদুভ্যোঽপি বরিষ্ঠো ৮৫
যদ্যপি ব্রহ্মতা-হেতো ৩৮
যদ্রূপং তদভেদেন ২
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা ৬৪
যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ ৭৩
যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং ৬২
য পঞ্চহায়নো মাত্রা ৮৬
যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ৭৬
যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা ৩৫
যস্য নাভিহ্রদাজস্য ৪০
যস্য প্রভা প্রভবতো ৫০
যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ ৩১
যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্য ৪২
যস্যাংশাংশাংশভাগেন ৪২
যস্যাজাণ্ডপ্রবেশেন ৪০
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো ৩৯
যস্যামলং নৃপসদঃসু ৩০
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য ৩৯
যস্যৈকনিশ্বসিতকাল ৪৩
যাত যূয়ং ব্রজং ৭৬
যা তুস্ত্বাজং সৃজন ৮৭
যানি রামাদিরূপাণি ৬৭
যাবতী নিখিলে লোকে ৮১
যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র ৭৩
যুক্তে কল্পাবতারত্বে যজ্ঞা ২০
যুগপৎ সকলাগুণি ৬২
যূয়ং নৃলোকে বত ৮৪
যে দৈত্যা দুঃশকা ৮১
যোঽসৌ নির্গুণ ৪৯
যোগো নিয়ামকতয়া ৫
যো বিষ্ণুঃ পঠ্যতে সোঽসৌ ৮
যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু ৬৭
যো মামব্যভিচারেণ ৪৯
রজস্তমশ্চ নো যত্র ৫২
রথেন মথুরাং ৭৭
রাবণত্বে মহাকাম ৩৩
রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন ৬৫
রামোঽপ্যধিক-সাম্যাভ্যাং ৫৯
রুদ্র একাদশব্যূহস্তথা ৬
রুদ্রোপবিষ্টাদপর ৮
রূপং স জগৃহে মাৎস্যং ১২
রূপঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা ৩৩
রূপীতি হেতোর্দ্দশ্যেত ৭০
রেণুকাজমদগ্নিভ্যাং ১৭
লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রঃ ৭৮
লক্ষ্মীশনামান্যেবাত্র ৩৪
লক্ষ্মীসহায়স্তত্রাস্তে ৮
লিঙ্গমত্র স্বয়ং ৫
লীলাঞ্চাপ্রকটং তত্র ৭৮
লীলাঢ্যোঽপি প্রদেশোঃ ৮০
লীলাপরিকরা গোষ্ঠজনাঃ ৭২
শকটাবধূতা জলদা ২৯
শক্তিরৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য ৩৬
শক্তি-শক্তিমতো ৫৩
শক্তিসমাপি পূর্য্যাদি ৩৬
শক্তের্ব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তি ৩৬
শক্তোঽখিলবিবেকেঽহং ১৫
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ৫৮
শতকোটিপ্রমাণানি ৬০
শয্যাসনাটনালাপ ৮৫
শাস্ত্রেঽস্মৌ হরিকৃষ্ণাখ্যা ১৩
শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ৭
শুকঃ পরমহংসানাং ধর্ম্মং ১৬
শুদ্ধজ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ ১০
শুদ্ধোদাত্ত্বত্তরে শ্বেতদ্বীপং ৮
শেষো দ্বিধা মহীধারী ১৮
শ্যামাবদাতাঃ শতপুত্র ৫১

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্র ৫১
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ ৭৯
শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণ ৬৪
শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে ১
শ্রীবৃন্দাবন-তদ্বাসি ৬৩
শ্রীব্রহ্মাণ্ডে তু কথিতমত্রি ১৪
শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈ ১
শ্রীর্ভূঃ কীর্ত্তিরিলা লীলা ৪০
শ্রীর্যত্র রুপিণ্যুরুগায় ৫১
শ্রীশনিশ্বাসরূপাণাং ৫৭
শ্রীশাঙ্ঘ্রি ভক্তিসৈবৈক ৫৪
শ্রীসম্পদ্রূপিণী ৫২
শ্রুয়তেঽপ্যন্তরতমা দ্বৈপায়ন ১৮
ষষ্টিবর্ষসহস্রানি ময়া ৮৬
ষষ্ঠমন্ত্রেরপত্যত্বং বৃত ১৪
ষষ্ঠেঽন্তরেঽঙ্গিমথনা ১৬
ষষ্ঠেঽন্তরেঽঙ্গিমথনাদ্ ১৭
ষষ্ঠে চ সপ্তমে চায়ং ১৬
স এব প্রথমং দেবঃ ১০
স এব লোকো বরাহ ২৫
সংপূজ্য দেব ঋষিবর্য্য ২৭
সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ১৮
স চ তেনৈব নাম্নাত্র ৩৪
সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ ৭১
সচ্চিদানন্দসান্দ্রত্বাৎ ৬৩
স তু মাথুর ভূরূপঃ ৭৯
সত্ত্বং রজস্তম ইতি ৫
সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে ৬৯
সত্যমুক্তং শৃণু তত ৬৭
সত্যাচ্যুতানন্তদূর্ণা ৫৭
সত্রায়ণস্য তনয়ো ২২
সত্রে মমাস ভগবান্ ১৪
সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বাৎ ৮৫
সদানন্দৈঃ প্রকাশৈঃ ৭২
সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি ৬৪
সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তি ৭
সদাশিবাখ্যো যঃ শম্ভু ৫৮
স দেবো বহুধা ৩৬
সন্তি তস্য মহাভাগা ৮০
সন্তি ভূরীণি রূপাণি ৮১
সন্তি যদ্যপি মে ৮১
সত্ত্বতারা বহবঃ পুষ্কর ৩০
সবনশস্তদুপধার্য্য ৮২
স বা অয়ং ব্রহ্ম ৮৪
স ব্রহ্ম ভাবমাসাদ্য ৪৯
স যত্র ক্ষীরাব্ধি ৭৯
সর্ব্বপ্রমাণতঃ শ্রেষ্ঠা ৮১
সর্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলো ১৩
সর্ববেদান্ততঃ সারং ৫৮
সর্বমন্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো ১১
সর্বলক্ষণসম্পন্না ৫৬
সর্বাদাবুপদেষ্টৃত্বাদ্ যঃ ২৮
সর্বেষাং পঞ্চরাত্রাণাম ৪৫
সর্বেষামবতারাণাং ২৬
স শেতে যেন রূপেণ ৪০
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ৬৪
হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে ৭৬
হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণ ৭
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ ৯
হরিস্বরূপ রূপা যে পরা ২৪
হরেরণুব্রতা যত্র ৫২
হরৈশ্চতুর্ভিঃ সুযুক্তা ৫৬
হি প্রসিদ্ধময়ং কৃষ্ণো ৩৩
হিমাদ্রিশিখরে নাবং বদ্ধ্বা ১২
হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে ৩১
হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র ৫
হিরণ্যাক্ষং বরোদ্ধারে ১১
হীরাদিরত্নমুকুটৈঃ ৬০
হে অসীশোত্তাজাণ্ডৌঘ ৪২

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্

পূর্ব্বখণ্ডম্—শ্রীকৃষ্ণামৃতম্

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

স্বয়ংরূপ-বিলাস-স্বাংশাবেশ-প্রকাশলক্ষণ-ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণম্।

(মঙ্গলাচরণম্)

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। *
যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥ ১ ॥

—ভাগবত ১০।৮৭।৪৬

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ "২ ॥

—ভাগবত ১১।৫।৩২

মুখারবিন্দ-নিস্যন্দ-মরন্দ-ভর-তুন্দিলা।
মমানন্দং মুকুন্দস্য সন্দুগ্ধাং বেণু-কাকলী ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥ ৪ ॥

(গ্রন্থোঽয়ং বৃহদ্ভাগবতামৃতস্য সংক্ষিপ্তসারঃ)

শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্।
যদ্ব্যতানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে ॥ ৫ ॥

(বর্ণিত-বিষয়াঃ)

ইদং শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-সম্বন্ধাদমৃতং দ্বিধা।
আদৌ কৃষ্ণামৃতং তত্র সুহৃদ্ভ্যঃ পরিবেষ্যতে ॥ ৬ ॥

নির্ব্বন্ধং যুক্তিবিস্তারে ময়াত্র পরিমুঞ্চতা।
প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে ॥ ৭ ॥

মঙ্গলাচরণ

ওঁ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

যিনি সর্ব্বভূতের সংসার নিবৃত্তির জন্য জগন্মঙ্গলপ্রদ রূপসমূহ ধারণ করেন, সেই অকুণ্ঠমেধা (তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ'—এই বর্ণদ্বয় বিদ্যমান অথবা যিনি আনন্দসহযোগে কৃষ্ণের নাম রূপ-গুণ-লীলাদি বর্ণন করিয়া থাকেন, যাঁহার 'অঙ্গ'—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুদ্বয়, যাঁহার 'উপাঙ্গ'—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনাম-ধ্বনি এবং যাঁহার পার্ষদ—শ্রীগদাধর-স্বরূপদামোদর-রামানন্দ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত, সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কলিকালে সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধন করিয়া থাকেন। ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলনিঃসৃত-মকরন্দদ্বারা স্ফীত তদীয় বেণুর সুখদ সূক্ষ্মনাদ আমার আনন্দ-বর্দ্ধন করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত শ্রীহরির সম্বোধনাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামাবলী জগজ্জনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে করিতে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

(লঘুভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃতের সংক্ষিপ্তসার)

আমার প্রভুপাদপদ্ম (শ্রীল সনাতন গোস্বামী) বৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে যাহা বিস্তৃত করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আমি এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয়ের সংক্ষেপ-বর্ণনাত্মক সেবা করিব ॥ ৫ ॥

(বর্ণিতবিষয়সমূহ)

'শ্রীকৃষ্ণামৃত' ও 'ভক্তামৃত'-ভেদে এই 'ভাগবতামৃত' দ্বিবিধ, তন্মধ্যে সুহৃদ্গণকে (ভক্তমণ্ডলীকে) প্রথমতঃ 'কৃষ্ণামৃত' পরিবেশন করিব ॥ ৬ ॥

আমি এই গ্রন্থে যুক্তিবিস্তারের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, প্রমাণসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'শব্দ'-প্রমাণকেই

---

* এই শ্লোকটির 'কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে' স্থানে বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতে 'কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে' পাঠ দৃষ্ট হয়।

যতস্তেঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ইতি ন্যায়প্রদর্শনাৎ।
শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৮ ॥
কিঞ্চ 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইতি ন্যায়বিধানতঃ।
অমীভিরেব সুব্যক্তং তর্কস্যানাদরঃ কৃতঃ ॥ ৯ ॥

(শ্রীকৃষ্ণস্য বিবিধ-স্বরূপাণি)

অথোপাস্যেষু মুখ্যত্বং বক্তুমুৎকর্ষভূমতঃ।
কৃষ্ণস্য তৎস্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ক্রমাদিহ ॥ ১০ ॥
স্বয়ং রূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশনামকঃ।
ইত্যসৌ ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামসু ॥ ১১ ॥

তত্র স্বয়ংরূপঃ

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং রূপঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১৩॥ ইতি।

অথ তদেকাত্মরূপঃ

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ ॥
স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ ॥ ১৪ ॥

তত্র বিলাসঃ

স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥১৫॥
পরমব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথা স্মৃতঃ।
পরমব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ ॥ ১৬ ॥

স্বাংশঃ

তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।
সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু ॥ ১৭ ॥

অথ আবেশঃ

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥
বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ।
অক্রূরদৃষ্টাস্তে চামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি ভেদত্রয়ম্।

প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্ ॥২০॥

পরিগ্রহ করিলাম ; কারণ, মহর্ষি (বেদব্যাস) (বেদান্ত-দর্শনে) 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' এই ন্যায় প্রদর্শনপূর্ব্বক একমাত্র শব্দেরই প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥ ৭-৮ ॥

এবং সেই বেদান্তেই 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' এই যুক্তি বিধান করিয়া মহর্ষি সুস্পষ্টভাবে তর্কের অনাদর করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

(শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ স্বরূপ)

অনন্তর উপাস্যবর্গের মধ্যে উৎকর্ষ-বাহুল্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতা বলিবার নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপসমূহ ক্রমশঃ নিরূপণ করিতেছি ॥ ১০ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চাতীত ধামসমূহে 'স্বয়ংরূপ', 'তদেকাত্ম-রূপ' ও 'আবেশ'—এই তিন রূপে প্রকাশ পাইতেছেন ॥১১॥

তন্মধ্যে **স্বয়ংরূপ**—অনন্যাপেক্ষী অর্থাৎ কোন রূপকে অপেক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ নিত্য বিদ্যমান, তাঁহাকেই 'স্বয়ংরূপ' বলে ॥ ১২ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (যশোদানন্দন শ্যামসুন্দর) কৃষ্ণই পরমেশ্বর ; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণকারণ ॥ ১৩ ॥

অথ **তদেকাত্মরূপ**। শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ স্বরূপতঃ স্বয়ং-রূপের সহিত একতা থাকিলেও আকারাদি দ্বারা অন্যসদৃশ প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে। তাহা 'বিলাস' ও 'স্বাংশ'-ভেদে বিবিধ ॥ ১৪ ॥

তন্মধ্যে **বিলাস**। শ্রীকৃষ্ণের (অচিন্ত্য) শক্তিবিলাস-ক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্মসদৃশপ্রায় অন্যরূপে প্রকাশিত, তখন তাঁহাকে 'বিলাস' বলা হয় ; যেমন গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমনাথ নারায়ণ এবং পরব্যোমনাথের বিলাস (আদিব্যূহ) বাসুদেব ॥ ১৫-১৬ ॥

অথ **স্বাংশ**। যিনি বিলাসের ন্যায় স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়াও 'বিলাস' অপেক্ষা ন্যূন-শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে। যেমন স্ব স্ব ধামে সঙ্কর্ষণাদি ও পুরুষাবতারত্রয় এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ ॥ ১৭ ॥

অথ **আবেশ**। জ্ঞানশক্ত্যাদি বিভাগদ্বারা জনার্দ্দন যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে 'আবেশ' বলে ; যেমন বৈকুণ্ঠে শেষনারদসনকাদি। দশমস্কন্ধে (৩৯ অধ্যায়ে) কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, অক্রূর (যমুনা-জলে নিমগ্ন হইয়া যখন বৈকুণ্ঠ-দর্শন করেন, তখন) এই শেষ-নারদ-চতুঃসনাদিকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯ ॥

তথা হি—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ২১ ॥

দ্বারবত্যাং যথা কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষং প্রতিমন্দিরম্।
'চিত্রং বতৈতৎ' ইত্যাদিপ্রমাণেন স সেৎস্যতি ॥২২॥

ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্।
অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ ॥২৩॥
প্রপঞ্চাতীতধামত্বমেষাং শাস্ত্রে পৃথগ্বিধে।
পাদ্মীয়োত্তরখণ্ডাদৌ ব্যক্তমেব বিরাজতে ॥ ২৪ ॥
[ইতি স্বয়ংরূপ-বিলাস-স্বাংশাবেশ-প্রকাশলক্ষণ-
ভগবত্তত্ত্বনিরূপণম্]

ইতি স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ-নামক ভেদত্রয়।

'প্রকাশ' কোনরূপ ভেদের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি কোন অংশেই স্ব-স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহেন ॥ ২০ ॥

তজ্জন্য—(আকার, গুণ ও লীলায় ঐক্য থাকিয়া) একই বিগ্রহের যুগপৎ অনেক স্থলে প্রকটতা হইলে, তাহাকে প্রকাশ বলে ; যেমন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে প্রতি মন্দিরে (একই সময়ে নারদ কর্ত্তৃক) পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'চিত্রং বতৈতৎ' ইত্যাদি (দশম-স্কন্ধীয়) নারদোক্ত শ্লোকই (১০।৬৯।২) এ বিষয়ের প্রমাণ। তদ্দ্বারাই সেই 'প্রকাশ' সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২১-২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কখন চতুর্ভুজ হইলেও কৃষ্ণরূপতা পরিত্যাগ করেন না; অতএব এতাদৃশ চতুর্ভুজও দ্বিভুজের প্রকাশ ॥ ২৩ ॥

এই সকল ভগবৎস্বরূপের পৃথক্ পৃথক্ প্রপঞ্চাতীত-ধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ আছে ; তাহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদি শাস্ত্রসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

[ইতি স্বয়ংরূপ, বিলাস, স্বাংশ, আবেশ ও প্রকাশ-লক্ষণ ভগবত্তত্ত্বের নিরূপণ।]

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

পুরুষাবতার-গুণাবতার-নিরূপণম্

অথাবতারাঃ কথ্যন্তে কৃষ্ণো যেষু চ পুষ্কলঃ ॥ ১ ॥
তল্লক্ষণম্।
পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থং অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥
তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপস্তদ্ভক্ত এব চ।
শেষশায্যাদিকো যদ্বদ্বসুদেবাদিকোঽপি চ ॥ ৩ ॥

পুরুষাখ্যা গুণাত্মানো লীলাত্মানশ্চ তে ত্রিধা ॥ ৪ ॥
প্রায়ঃ স্বাংশাস্তথাবেশা অবতারা ভবন্ত্যমী।
অত্র যঃ স্যাৎ স্বয়ংরূপঃ সোঽগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥৫॥
তত্র পুরুষলক্ষণং, যথা বিষ্ণুপুরাণে (৬।৮।৫৯)—
"তস্যৈব যোঽনু গুণভুগ্‌বহুধৈক এব
শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (স্বয়ংরূপ), সেই অবতারগণের কথা কথিত হইতেছে ॥ ১ ॥

অবতারলক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপাদি বিশ্বকার্য্যার্থ স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্বারা অপূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইলে—'অবতার'-নামে খ্যাত হন। 'তদেকাত্মরূপ' ও 'ভক্ত'-ভেদে সেই 'দ্বার' দুই প্রকার। শেষশায়ী প্রভৃতি তদেকাত্মরূপ, আর বসুদেব প্রভৃতি ভক্ত ॥ ২-৩ ॥

ত্রিবিধ অবতার

'পুরুষাবতার', 'গুণাবতার' ও 'লীলাবতার'-ভেদে অবতার ত্রিবিধ ; তন্মধ্যে অধিকাংশ অবতারই 'স্বাংশ' ও 'আবেশ'। ইহার মধ্যে যিনি স্বয়ংরূপ, তাঁহার কথা পরে বলিব ॥ ৪-৫ ॥

পুরুষাবতার

তন্মধ্যে পুরুষের লক্ষণ, যথা বিষ্ণুপুরাণে—"সেই অর্থাৎ

জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা
তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায়॥" ইতি॥ ৬॥
"তস্যৈব অনু—পূর্ব্বোক্তাৎ পরমেশ্বরাৎ সমনন্তরম্"
ইতি স্বামী।

অত্র কারিকা।

পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব।
তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥ ৭॥

অস্যাবতারত্বঞ্চ শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে (২।৬।৪০)—
"আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য"॥ ৮॥ ইতি।

অস্য চ ভেদাঃ, সাত্বততন্ত্রে—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু* মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"৯॥ ইতি

তত্র প্রথমং, যথা একাদশে (১১।৪।৩)—

"ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান-
মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥" ১০॥

ব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ (৫।১০—১৩)—

"তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ ইত্যাদি—
"নারায়ণঃ স ভগবান্ আপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।
আবিরাসন্ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্॥
তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানি তু॥"১১॥
ইত্যেতদন্তম্।

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ষড়্ভাব-বিকার-বিবর্জ্জিত পুরুষোত্তমের যে অংশ প্রধান-গুণভাক্ অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃতের বীক্ষণাদি-কর্ত্তা, যিনি এক অর্থাৎ স্বয়ংরূপে একতা পরিত্যাগ না করিয়াই বহুবিধ স্ববিগ্রহাংশ-মূর্ত্তি বিভাগদ্বারা ভেদপূর্ব্বক নিখিল-প্রাণীর বিস্তারকর্ত্তা, যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসংসর্গ-রহিত হইয়াও অশুদ্ধের অর্থাৎ মায়াসংসৃষ্টের ন্যায় প্রতি-ভাত এবং যিনি জ্ঞানান্বিত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিচ্ছক্তিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, সেই অব্যয় 'পুরুষকে' সর্ব্বদা প্রণাম করি।" ইতি। 'তস্যৈব অনু' অর্থাৎ 'পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পরমেশ্বরের অনন্তর', ইহাই শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ৬॥ এইস্থলে 'কারিকা' অর্থাৎ বৃত্তিদ্বারা শ্লোকের নিষ্কৃষ্টার্থ বলিতেছেন—পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধান-গুণ-সম্বন্ধের ন্যায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতের বীক্ষণাদি কর্ত্তা এবং যাঁহা নানাবিধ অবতারের প্রকাশকর্ত্তা, শাস্ত্রে তাঁহাকেই 'পুরুষ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পুরুষের অবতারত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—"পরমেশ্বরের আদ্য অবতার 'পুরুষ'॥" ৭-৮॥ ইতি।

পুরুষাবতার ত্রিবিধ

এই পুরুষের ভেদ সাত্বততন্ত্রে বলিয়াছেন, যথা—"বিষ্ণুর অর্থাৎ মূলসঙ্কর্ষণের 'পুরুষ'-নামক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা (কারণাব্ধি-শায়ী মহাবিষ্ণু), দ্বিতীয় পুরুষ (গর্ভোদশায়ী) সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত অর্থাৎ সমষ্টি জীব বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী এবং তৃতীয় পুরুষ (ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডগত ক্ষীরোদশায়ী) সর্ব্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী (পরমাত্মা)। এই পুরুষত্রয়কে জানিতে পারিলে মায়াবন্ধনহইতে মুক্তিলাভ হয়॥"৯॥ ইতি।

প্রথম পুরুষ

তন্মধ্যে প্রথম পুরুষ, যথা একাদশে—"আদিদেব নারায়ণ যৎকালে নিজমায়াবিরচিত পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-রূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া অন্তর্যামিরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হন, তৎকালে তিনি 'পুরুষ'-নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন॥" ১০॥

ব্রহ্মসংহিতায়ও—"সেই লিঙ্গে অর্থাৎ লিঙ্গস্থানীয় পুরুষে জগৎপতি (সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী ও অধীশ্বর) মহাবিষ্ণু (কারণোদকশায়ী প্রথমপুরুষ) (ঈক্ষণাংশে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই পুরুষ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি। সেই ভগবান্ মহাবিষ্ণুই গোলোকস্থ মূল-সঙ্কর্ষণের প্রকাশ-বিগ্রহ পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অংশ প্রথম পুরুষাবতার; তিনি মায়িক জগতে নারায়ণ-নামে খ্যাত। সেই সনাতন পুরুষ হইতেই কারণার্ণব-নামক সমুদ্রের জলরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সেই জলে স্বরূপানন্দ-সমাধি-গত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন; তিনি নিজে পরম-

* 'একন্তু' স্থানে কোথাও 'প্রথমং' কোথাও বা 'আদ্যন্তু' পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

লিঙ্গমত্র স্বয়ংরূপস্যাঙ্গভেদ উদীরিতঃ ॥ ১২ ॥

দ্বিতীয়ং, যথা তত্রৈব তদনন্তরং (ব্রঃ সং ৫।১৪)—

"প্রত্যেকমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্‌বিশতি স্বয়ম্ ॥" ইতি ১৩ ॥

গর্ভোদকশয়ঃ পদ্মনাভোঽসাবনিরুদ্ধকঃ।
ইতি নারায়ণোপাখ্যানউক্তং মোক্ষধর্ম্মকে।
সোঽয়ং হিরণ্যগর্ভস্য প্রদ্যুম্নত্বে নিয়ামকঃ ॥ ১৪ ॥
অথ যত্তু তৃতীয়ং স্যাদ্‌রূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত।
'কেচিৎ স্বদেহান্তর্' ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধপঞ্চতঃ ॥১৫॥
গুণাবতারাস্তত্রাথ কথ্যন্তে পুরুষাদিহ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ স্থিতিসর্গাদিকর্ম্মণে ॥ ১৬ ॥

যথা প্রথমে (ভাঃ ১।২।২৩)—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥" ইতি ১৭

অত্র কারিকা—

যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে।
অতঃ স তৈর্ন যুজ্যতে তত্র স্বাংশঃ পরস্য যঃ॥১৮॥

তত্র ব্রহ্মা—

হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ।
ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা ॥১৯॥

পুরুষ ভগবান্ এবং সহস্র সহস্র অংশে সহস্র সহস্র অবতারগ্রহণকারী। সেই সঙ্কর্ষণাংশ মহাবিষ্ণুর—জীবগণের সহিত মহত্তত্ত্বরূপ প্রপঞ্চাত্মক যে বীজ মায়াতে আহিত হইয়াছিল, তাহাই ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্ততাপ্রাপ্ত হইয়া পরে লোমবিবরসমূহে অন্তর্ভূত হইয়া অনন্ত হেমডিম্বরূপে এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া উৎপন্ন হয়। এই পর্য্যন্ত শ্লোকে এই প্রথম পুরুষের কথাই বলিয়াছেন ॥ ১১ ॥

এই প্রকরণে 'লিঙ্গ'-শব্দ স্বয়ং রূপ ভগবানের অঙ্গভেদ বলিয়া কথিত ॥ ১২ ॥

দ্বিতীয়-পুরুষ

সেই ব্রহ্মসংহিতায় ইহার পরেই বলিয়াছেন, যথা—"এবং তৎপরে সেই মহাবিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক অংশে নিজে প্রবেশ করেন।" ১৩ ॥

মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণোপাখ্যানে যে বলিয়াছেন—"যিনি গর্ভোদকশায়ী পদ্মনাভ (প্রদ্যুম্ন), তিনিই অনিরুদ্ধ", সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, সেই স্বয়ংপ্রভু প্রদ্যুম্নরূপেই হিরণ্যগর্ভের নিয়ামক অর্থাৎ জনক বা অন্তর্যামী ॥ ১৪ ॥

তৃতীয়-পুরুষ

অনন্তর যিনি তৃতীয়পুরুষ, "কেচিৎ স্বদেহান্তঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বিতীয় স্কন্ধের (দ্বিতীয় অধ্যায় ৮ম) শ্লোকে "কোনও কোনও যোগী পুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধৃক্ প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন।"—এই উক্তিদ্বারা তাঁহাকে শ্রীশুকদেব প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

গুণাবতার

অনন্তর দ্বিতীয়পুরুষ গর্ভোদকশায়ী হইতে বিশ্বের পালন, সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত আবির্ভূত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই তিন গুণাবতারের কথা বলিব ॥ ১৬ ॥

যথা প্রথম স্কন্ধে—"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরম পুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ বিষ্ণু হইতেই শুভফলের উদয় হয়; কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব হইতে হয় না।" ১৭ ॥

এই শ্লোকের বিষয়েকারিকা।—নিয়ামকতারূপে গুণের সহিত সম্বন্ধকে 'যোগ' বলে। অতএব সেই গুণাবতার তিনজনের মধ্যে যিনি পরমপুরুষ ভগবানের স্বাংশ, তিনি বিষ্ণু; তিনি সেই গুণত্রয়ের সহিত কখনই যুক্ত হন না ॥ ১৮ ॥

বৈরাজ এব প্রায়ঃ স্যাৎ সর্গাদ্যর্থং চতুর্ম্মুখঃ।
কদাচিদ্ ভগবান্ বিষ্ণু-ব্রহ্মা সন্ সৃজতি স্বয়ম্ ॥২০॥

তথা চ পাদ্মে—
"ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
কচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥" ইতি ২১ ॥

বিষ্ণুর্যত্র মহাকল্পে স্রষ্টৃত্বঞ্চ প্রপদ্যতে।
তত্র ভুঙ্‌ক্তে তং প্রবিশ্য বৈরাজঃ সৌখ্যসম্পদম্॥
অতো জীবত্বমৈশ্যঞ্চ ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ ॥ ২২ ॥
ঈশত্বাপেক্ষয়া তস্য শাস্ত্রে প্রোক্তাবতারতা ॥
সমষ্টিত্বেন ভগবৎসন্নিকৃষ্টতয়োচ্যতে।
অস্যাবতারতা কৈশ্চিদাবেশত্বেন কৈশ্চন ॥২৩॥

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৯)—
"ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ইতি ২৪ ॥

গর্ভোদশায়িনোঽস্যাভূৎ জন্ম নাভিসরোরুহাৎ।
কদাচিৎ শ্রূয়তে নীরাৎ তেজোবাতাদিকাদপি ॥২৫॥

রুদ্র একাদশব্যূহস্তথাষ্টতনুরপ্যসৌ।
প্রায়ঃ প ননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্যতে ॥ ২৬ ॥
কচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব।
তৎ তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ ॥২৭॥

ব্রহ্মা

তন্মধ্যে ব্রহ্মা। —সূক্ষ্ম 'হিরণ্যগর্ভ' ও স্থূল 'বৈরাজ'-ভেদে ব্রহ্মা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করেন, সেই সূক্ষ্মরূপকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে। এবং যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, সেই স্থূলরূপের নাম 'বৈরাজ'॥ ১৯ ॥

বৈরাজরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি ও বেদপ্রচারার্থ প্রায়ই চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র, অষ্টবাহু হইয়া দেবগণের দৃশ্য এবং তাঁহাদের বরদাতা। কখনও বা (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মার মুক্তিতে) যে কল্পে ব্রহ্মার পদবী লাভের উপযুক্ত জীব না পাওয়া যায় সেই কল্পে ভগবান্ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ংই সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে তাহাই উক্ত হইয়াছে—"কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনাপ্রভাবে ব্রহ্মা হন। আর কোন কোন মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন॥" ২০-২১ ॥

যে মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তৎকালে বৈরাজ ব্রহ্মা তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকের সুখসম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব, দুইই সিদ্ধ হইল ॥ ২২ ॥

শাস্ত্রে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর আবির্ভাব অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মাকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন আচার্য্য সমষ্টিত্বদ্বারা ভগবৎসন্নিকৃষ্টতাহেতু ব্রহ্মার অবতারতা বলেন অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মাকে সক্ষম জানিয়া ভগবান্ স্বশক্তি দ্বারা 'ক্ষীর-নীর'-ন্যায়ে তাহাতে সম্পৃক্ত হইয়া অভিন্নবৎ প্রতীয়মান হন বলিয়া ব্রহ্মাকে অবতার বলেন। আবার কেহ কেহ ব্রহ্মাকে আবেশ-অবতার বলিয়া থাকেন। তাহাই ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৯ শ্লোকে) বলা হইয়াছে—"সূর্য্য যেমন স্বীয়-নামে প্রসিদ্ধ প্রস্তরখণ্ড-সমূহে অর্থাৎ সূর্য্যকান্তমণিসমূহে কিয়ৎপরিমাণে স্বীয় তেজ প্রকাশপূর্ব্বক নিজেই দহনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি এই প্রাকৃত সৃষ্টিব্যাপারে অংশে বা জীব-বিশেষে নিজেই ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥২৩-২৪ ॥

গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে এই (পূর্ব্বোক্ত জীব-কোটি) ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে। (ভগবদিচ্ছানুসারে) কোন কল্পে জল অর্থাৎ গর্ভোদক হইতে, আবার কোন কল্পে তত্রত্য তেজ বায়ু প্রভৃতি হইতেও ব্রহ্মার জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

শ্রীরুদ্র

শ্রীরুদ্র (অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত—এই) একাদশ ব্যূহযুক্ত এবং তাঁহার (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী—এই) অষ্টমূর্ত্তি।

হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণঃ প্রায় এব সঃ।
বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে ॥

যথা শ্রীদশমে (১০।৮৮।৩)—

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ॥" ইতি ২৮॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৫)—

"ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ২৯॥

বিধের্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি ॥৩০॥

সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ংপ্রভোঃ।
বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিতা ॥৩১॥

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ আদিশিবকথনে (৫।৮)—

"নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ" ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিষ্ণু, যথা শ্রীতৃতীয়ে (ভাঃ ৩।৮।১৬)—

"তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ং ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ॥" ইতি ৩৩ ॥

তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রেরই দশ বাহু ও পাঁচ মুখ এবং প্রত্যেক মুখে তিনটী নয়ন ॥ ২৬ ॥

বিধির ন্যায় অর্থাৎ কোন শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মাকে জীব-কোটির অন্তর্গত বলা হইয়াছে, তদ্রূপ রুদ্রকেও জীব-কোটির অন্তর্গত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুরাণে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায় 'শেষের' ন্যায় ইহারও মীমাংসা করিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

ভগবদবতার রুদ্র তত্ত্বতঃ নির্গুণ হইয়াও, তমোগুণের যোগে সর্ব্বসাধারণের নিকট বিকারিরূপে প্রতীত হন। যথা শ্রীদশমে (৮৮।৩ শ্লোকে শ্রীশুকোক্তি) শিব নিরন্তর শক্তি অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং গুণত্রয়কর্ত্তৃক সমাগ্‌রূপে বৃত হইয়া ত্রিগুণময়রূপে অবস্থিত॥ যথা ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৫ শ্লোকে) দুগ্ধ যেমন (অম্লাদি) বিকারবিশেষের যোগে দধি হইলেও সেই দধি স্বীয় উৎপাদন কারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক্ বস্তু নয়, তদ্রূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুরূপতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥" ২৮-২৯ ॥

কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নি রুদ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্বর্ত্তি শিবলোকে সর্ব্ব-কারণস্বরূপ ও তমোগুণসম্বন্ধরহিত যে সদাশিবনাম্নী শিব-মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। যথা ব্রহ্মসংহিতায় আদিশিবকথনে উক্ত হইয়াছে —সেই রমা দেবী অর্থাৎ ভগবৎসহ রমণকারিণী স্বপ্রকাশ-রূপা শক্তিই নিয়তি অর্থাৎ স্বরূপভূত ভগবচ্ছক্তি; তিনি ভগবৎপ্রিয়া ও ভগবদ্‌বশবর্ত্তিনী। সৃষ্টিকালে শ্রীকৃষ্ণাংশ সঙ্কর্ষণের স্বাংশজ্যোতিরূপ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নস্থানীয় জ্যোতীরূপ সনাতন যে অংশ, তিনিই ভগবান্ শম্ভু বলিয়া কথিত। সেইরূপ অপ্রকট-রূপা যোগমায়ার যিনি যোনিস্থানীয় বা ছায়ারূপ অংশ তিনিই অপরা অর্থাৎ মায়ানাম্নী শক্তি। সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে সেই গোবিন্দের অংশ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের সৃষ্টির জন্য মায়ার প্রতি দর্শনেচ্ছা জন্মে; তিনি সেই দর্শনরূপ ক্রিয়াদ্বারা প্রপঞ্চ ও জীবগণের সহিত মহৎ তত্ত্বরূপ বীজ বা বীর্য্য মায়াতে প্রদান করেন ॥৩১-৩২॥

শ্রীবিষ্ণু

শ্রীবিষ্ণু, যথা তৃতীয়ে—(শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন,—) "হে বিদুর! সেই লোকাত্মক পদ্মই জীবভোগ্য স্বর্গ নরকাদি অর্থসমূহের প্রকাশক। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সশক্তিক অন্তর্যামিরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। গর্ভোদক-শায়ীর অধিষ্ঠিত সেই পদ্ম হইতে স্বয়ং বেদময় ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। স্বয়ং আবির্ভূত হওয়ায় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'স্বয়ম্ভু' বলিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

যো বিষ্ণুঃ পঠ্যতে সোঽসৌ ক্ষীরাম্বুধিশয়ো মতঃ।
গর্ভোদশায়িনস্তস্য বিলাসত্বান্মুনীশ্বরৈঃ।
নারায়ণো বিরাড়ন্তর্যামী চায়ং নিগদ্যতে ॥ ৩৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদ্যুক্তা যাঃ পুর্য্যোঽজাণ্ডমধ্যতঃ।
সন্তি বিষ্ণুপ্রকাশানাং তাঃ কথ্যন্তে সমাসতঃ॥৩৫॥

যথা—

"রুদ্রোপরিষ্টাদপরঃ পঞ্চাযুতপ্রমাণতঃ।
অগম্যঃ সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণুলোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥৩৬॥

তস্যোপরিষ্টাদ্ব্রহ্মাণ্ডঃ কাঞ্চনোদ্দীপ্তিসংযুতঃ।
মেরোস্তু পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মধ্যে তু লবণোদধেঃ।
বিষ্ণুলোকো মহান্ প্রোক্তঃ সলিলান্তরসংস্থিতঃ ॥৩৭॥

তত্র স্বপিতি ঘর্ম্মান্তে দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
লক্ষ্মীসহায়ঃ সততং শেষপর্য্যঙ্কমাস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

মেরোশ্চ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবস্য চ।
ক্ষীরাম্বুমধ্যগা শুভ্রা দেবস্যান্যা তথা পুরী ॥ ৩৯ ॥

লক্ষ্মীসহায়স্তত্রাস্তে শেষাসনগতঃ প্রভুঃ।
তত্রাপি চতুরো মাসান্ সুপ্তস্তিষ্ঠতি বার্ষিকান্ ॥৪০॥

তস্মিন্নবাচি দিগ্‌ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবস্য তু।
যোজনানাং সহস্রাণি মণ্ডলঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
শ্বেতদ্বীপতয়া খ্যাতো দ্বীপঃ পরমশোভনঃ ॥৪১॥

নরাঃ সূর্য্যপ্রভাস্তত্র শীতাংশুসমদর্শনাঃ।
তেজসা দুর্নিরীক্ষ্যাশ্চ দেবানামপি যাদব ॥"৪২॥

ব্রহ্মাণ্ডে চ—

"শ্বেতো নাম মহানস্তি দ্বীপঃ ক্ষীরাব্ধিবেষ্টিতঃ।
লক্ষযোজনবিস্তারঃ সুরম্যঃ সর্ব্বকাঞ্চনঃ ॥ ৪৩ ॥
কুন্দেন্দুকুমুদপ্রখ্যৈর্লোলকল্লোলরাশিভিঃ।
ধৌতামলশিলোপেতঃ সমন্তাৎ ক্ষীরবারিধেঃ॥"
ইতি ৪৪ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণুপুরাণাদৌ মোক্ষধর্ম্মে চ কীর্ত্তিতম্।
ক্ষীরাব্ধেরুত্তরে তীরে শ্বেতদ্বীপো ভবেদিতি ॥৪৫॥
শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপং স্যাৎ পাদ্মসম্মতম্ ॥ ৪৬ ॥

যিনি 'বিষ্ণু' আখ্যায় কীর্ত্তিত হইলেন, তিনি ক্ষীরাব্ধি-শায়ী। গর্ভোদশায়ীর বিলাসত্ব নিবন্ধন তিনি (ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণু) 'নারায়ণ', 'বিরাট্' 'অন্তর্যামী' আখ্যায়ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুধামসমূহ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে বিষ্ণুপ্রকাশসমূহের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে সকল পুরীর উল্লেখ আছে, আমি সেই সকল পুরীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতেছি ॥ ৩৫ ॥

যথা—"রুদ্রলোকের উপরিভাগে সর্ব্বলোকের অগম্য পঞ্চাযুতযোজনপরিমিত একটী লোক 'বিষ্ণুলোক'-নামে খ্যাত, তাহারই উপরিভাগে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে লবণ-সমুদ্রের মধ্যভাগে জলমধ্যে কাঞ্চনদীপ্তিযুক্ত মহান্ 'বিষ্ণু-লোক' বর্ণিত; ব্রহ্মা এই বিষ্ণুলোক দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যাইয়া থাকেন, এই লোকে জনার্দ্দন বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষপর্য্যঙ্কে বর্ষার চারি মাস নিদ্রা যাইয়া থাকেন ॥ ৩৬-৩৮ ॥

মেরুর পূর্ব্বদিকে ক্ষীরোদদধির মধ্যে ক্ষীরাম্বুর মধ্য-বর্ত্তিনী শুভ্রবর্ণা অন্য একটী পুরী আছে। তাহাতে প্রভু (ভগবান্ বিষ্ণু) লক্ষ্মীর সহিত শেষাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। সেখানেও তিনি বর্ষার চারিমাস নিদ্রা-সুখ অনুভব করেন ॥ ৪০ ॥

তাঁহারই দক্ষিণদিকে ক্ষীরার্ণবের মধ্যে 'শ্বেতদ্বীপ'-নামে বিখ্যাত পঞ্চবিংশতিসহস্রযোজন-পরিমিত পরম সুন্দর একটী দ্বীপ আছে ॥ ৪১ ॥

হে যাদব, তথায় নরগণ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন; এমন কি, তেজঃদ্বারা তাঁহারা দেবগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—'শ্বেতদ্বীপ'-নামে একটী বৃহৎ সুরম্য কাঞ্চনপ্রভাবিশিষ্ট দ্বীপ আছে; তাহা ক্ষীরসমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। তাহার বিস্তার লক্ষযোজন। ক্ষীরসমুদ্রের কুন্দকুসুম, চন্দ্র ও কুমুদসদৃশ প্রবল তরঙ্গ-রাশিদ্বারা তাঁহার নির্ম্মল-শিলার সর্ব্বদিক্ বিধৌত ॥৪৩-৪৪॥

এতদ্ব্যতীত (মতান্তরে) বিষ্ণুপুরাণাদিতে এবং মোক্ষ-ধর্ম্মে বলা হইয়াছে যে, ক্ষীরাব্ধির উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ আছে। পদ্মপুরাণের মতে শুদ্ধ উদকসমুদ্রের উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ বিদ্যমান ॥ ৪৫-৪৬ ॥

বিষ্ণুঃ সত্ত্বং তনোতীতি শাস্ত্রে সত্ত্বতনুঃ স্মৃতঃ।
অবতারগণশ্চাস্য ভবেৎ সত্ত্বতনুস্তথা।
বহিরঙ্গমধিষ্ঠানমিতি বা তস্য তৎ তনুঃ ॥ ৪৭ ॥
অতো নির্গুণতা সম্যক্ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিধ্যতি ॥৪৮॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৮৮।৫)—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥" ইতি ৪৯
তেন সত্ত্বতনোরস্মাৎ শ্রেয়াংসি স্যুরিতীরিতম্ ॥৫০॥
ইত্যতো বিহিতা শাস্ত্রে তদ্ভক্তেরেব নিত্যতা ॥৫১॥

তথাহি পাদ্মে—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ" ॥৫২॥

অতএব তত্রৈব (পঃ পু, পাঃ খঃ ৯৩।২৬)—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥"৫৩॥

শ্রীপ্রথম স্কন্ধে (ভাঃ ১।২।২৬)—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥" ইতি ॥৫৪॥
অত্র স্বাংশা হরেরেব কলা-শব্দেন কীর্ত্তিতাঃ ॥৫৫॥
অতো বিধি-হরাদীনাং নিখিলানাং সুপর্ব্বণাম্।
শ্রীবিষ্ণোঃ স্বাংশবর্গেভ্যো ন্যূনতাভিপ্রকাশিতা ॥৫৬॥

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১।১৮।২১)—

"অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥"ইতি ৫৭॥

মহাবারাহে চ—

"মৎস্য কূর্ম্ম-বরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ।
ব্রহ্মাদ্যামসমাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্তু সমাসমা ॥"ইতি
অত্র প্রকৃতি-শব্দেন চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে।
অভিন্ন-ভিন্নরূপত্বাদস্যৈবোক্তা সমাসমা ॥ ৫৯ ॥

॥*॥ [ইতি পুরুষাবতার-গুণাবতার-নিরূপণম্] ॥ * ॥

সত্ত্বগুণকে বিস্তার বা বর্দ্ধন করেন বলিয়া শাস্ত্রে বিষ্ণুর নাম 'সত্ত্বতনু' উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতারগণকেও 'সত্ত্বতনু' বলা হইয়াছে। অথবা সেই সত্ত্বরূপতনু তাঁহার বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান বলিয়া, তাঁহাকে 'সত্ত্বতনু' বলা হইয়াছে। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রেই বিষ্ণুকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥৪৭-৪৮॥

দশমস্কন্ধে তাহাই উক্ত হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীহরি নির্গুণ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, প্রকৃতির অতীত, ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও জ্ঞানপ্রদ এবং সর্ব্বসাক্ষী; তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণতা লাভ হয়॥" সেই হেতু 'এই সত্ত্বতনু হইতে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃসমূহই লাভ হইয়া থাকে।' ইহা ভাগবতপদ্যে বলিয়াছেন। সেইজন্যই সমস্ত শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির নিত্যতা বিধান করা হইয়াছে ॥ ৪৯-৫১ ॥

পদ্মপুরাণেও তাহাই বলিয়াছেন—সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনই তাঁহাকে ভুলিবে না। শাস্ত্রে অন্য যে সকল বিধি ও নিষেধ আছে, সে সমুদায়ই উক্ত স্মরণ ও বিস্মরণ না হওয়া রূপ বিধি ও নিষেধের অধীন জানিবে ॥৫২

অতএব সেই পদ্মপুরাণেই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—চরাচর জগতের (জগৎস্থ জীবের) সম্যগ্রূপে মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সেই সেই পুরাণ ও আগমাদি শাস্ত্রসকল কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাগণকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন করুন, কিন্তু শাস্ত্রসকলের রূঢ়ি প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা প্রতিপাদ্য নিশ্চয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সেই সকল বৃত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে একমাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বারাধ্যরূপে নিশ্চিত হন ॥ ৫৩ ॥

প্রথম স্কন্ধে তাহাই বলিতেছেন,—"মুমুক্ষুগণ দেবতান্তরে দোষদৃষ্টিরহিত হইয়া ঘোরস্বভাব শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তস্বভাব নারায়ণের কলা (স্বাংশ)-গণকে ভজনা করিয়া থাকেন।" ইতি ॥ ৫৪ ॥

এই শ্লোকে 'কলা'শব্দদ্বারা বিষ্ণুর স্বাংশগণকেই অর্থাৎ মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারসকলকেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব বিষ্ণুর স্বাংশ মৎস্যাদি অবতারগণ হইতে ব্রহ্মা ও শিবাদি সমস্ত দেবতাগণের সর্ব্বতোভাবে ন্যূনতা প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৫৫-৫৬ ॥

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

লীলাবতার-নিরূপণম্

অথ লীলাবতারাশ্চ বিলিখ্যন্তে যথামতি।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যানুসারেণ প্রায়শস্ত্বমী ॥১॥

তত্র (১) শ্রীচতুঃসনঃ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।৬)—
"স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্॥" ইতি ॥২॥
চতুর্ভিরবতারোঽয়মেক এব সতাং মতঃ।
সন-শব্দাৎ চতুর্ষ্বেব 'চতুঃসন' ইতি স্মৃতঃ ॥৩॥
শুদ্ধজ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ প্রচারার্থমবাতরৎ।
পঞ্চষাব্দিকবালাভো গৌরঃ কমলযোনিতঃ ॥৪॥

(২) শ্রীনারদঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।৮)—
"তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ। *
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥" ইতি ॥৫॥

প্রবর্ত্তনায় লোকেঽস্মিন্ স্বভক্তেরেব সর্ব্বতঃ।
হরির্দেবর্ষিরূপেণ চন্দ্রশুভ্রো বিধেরভূৎ ॥৬॥
আবির্ভূয়াদিমে ব্রাহ্মে কল্প এব চতুঃসনঃ।
নারদশ্চানুবর্ত্তেতে কল্পেষু সকলেষ্বপি ॥৭॥

(৩) শ্রীবরাহঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।৭)
"দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ † শৌকরং বপুঃ॥" ৮॥

শ্রীদ্বিতীয়ে চ (ভাঃ ২।৭।১)—
"যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং
তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার॥" ইতি ॥৯॥

যথা, সেই প্রথম স্কন্ধেই—"ব্রহ্মার প্রদত্ত সেই অর্চ্চন-জল যাঁহার চরণ-নখ হইতে বিসৃষ্ট হইয়া গঙ্গারূপে শিবের সহিত সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ হইতে অন্য কে ভগবৎ পদবাচ্য হইতে পারেন?" ॥ ৫৭ ॥ ইতি।

মহাবরাহপুরাণেও দেখা যায়—"মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহ প্রভৃতি অভেদহেতু বিষ্ণুর সমান, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কিন্তু স্বভাবভেদবশতঃ অসমান, এবং প্রকৃতি (পরানামক স্বরূপ-শক্তি) কিন্তু সমান ও অসমান দুইই বলিয়া অভিহিত হন॥" ইতি। এই শ্লোকে 'প্রকৃতি' শব্দের দ্বারা চিচ্ছক্তিকেই বুঝাইতেছে, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ স্বীকারে অভিন্ন বলিয়া 'সমা', এবং বিষ্ণুরই শক্তিরূপে ভেদরূপ বিশেষ স্বীকারে ভিন্ন বলিয়া 'অসমা' কথিতা হন॥ ৫৮-৫৯ ॥

ইতি পুরুষাবতার ও গুণাবতার নিরূপণ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ লীলাবতার

অনন্তর যথামতি লীলাবতারগণের নাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম। তন্মধ্যে প্রায় অবতারই শ্রীমদ্ভাগবতসম্মত॥ ১॥

তন্মধ্যে (১) **শ্রীচতুঃসন**,—প্রথম স্কন্ধে—"সেই গর্ভোদশায়ী পুরুষই কৌমার অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমাররূপ এই চতুঃসনের সর্গ আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়া অস্খলিত ও অন্যের অসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন॥" ইতি। এই চারিজনই এক অবতার এবং চারিজনের নামের প্রথমেই 'সন' এই শব্দ বিদ্যমান থাকায়, এই অবতারকে 'চতুঃসন' নামে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তির প্রচারার্থ ব্রহ্মা হইতে এই 'চতুঃসন' অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের আকৃতি পাঁচ অথবা ছয় বর্ষীয় বালকের মত এবং বর্ণ গৌর ॥২-৪॥

(২) **শ্রীনারদ**,—সেই প্রথম স্কন্ধেই—"সেই পুরুষ ঋষি স্বর্গলাভপূর্ব্বক দেবর্ষিত্ব (শ্রীনারদত্ব) প্রাপ্ত হইয়া, যাহা হইতে কর্ম্মের বন্ধহারিত্ব হয়, তাদৃশ সাত্বততন্ত্র অর্থাৎ 'নারদ পঞ্চরাত্র' নামক আগম শাস্ত্র প্রণয়ন করেন॥" ইতি। এই জগতে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় ভক্তির প্রবর্ত্তনের নিমিত্তই শ্রীহরি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মা হইতে দেবর্ষি 'নারদ'রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই চতুঃসন ও নারদ প্রথম ব্রাহ্মকল্পেই আবির্ভূত হইয়া সকল কল্পেই অনুবর্ত্তন (অনুবৃত্তি করিয়া থাকেন॥ ৫-৭॥

---

* এই লীলাবতারবর্ণনে গৃহীত ভাগবতীয় শ্লোকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি সংখ্যাবাচক শব্দ শ্রীসূতোক্ত অবতারকথন-ক্রম, এই গ্রন্থে সেই ক্রম গৃহীত হয় নাই।

† 'যজ্ঞেশঃ' স্থলে টীকাকার মতে 'স দেবঃ' পাঠ।

দ্বিরাবিরাসীৎ কল্পেঽস্মিন্নাদ্যে স্বায়ম্ভুবান্তরে।
ঘ্রাণাদ্‌বিধের্ধরোদ্ধৃত্যৈ চাক্ষুষায়ে তু নীরতঃ ॥১০॥
হিরণ্যাক্ষং ধরোদ্ধারে নিহন্তুং দংষ্ট্রিপুঙ্গবঃ।
চতুষ্পাৎ শ্রীবরাহোঽসৌ নৃবরাহঃ ক্বচিন্মতঃ ॥১১॥
কদাচিজ্জলদশ্যামঃ কদাচিচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ।
যজ্ঞমূর্ত্তিঃ স্থবিষ্ঠোঽয়ং বর্ণদ্বয়যুতঃ স্মৃতঃ ॥১২॥
দক্ষাৎ প্রাচেতসাৎ সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে চাক্ষুষেঽন্তরে।
অতস্তত্রৈব জন্মাস্য হিরণ্যাক্ষস্য যুজ্যতে ॥১৩॥

তথাহি শ্রীচতুর্থে (ভাঃ ৪।৩০।৪৯)—

"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কালবিদ্রুতে।
যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥" ইতি ১৪॥

উত্তানপাদবংশ্যানাং তনয়স্য প্রচেতসাম্।
দক্ষস্যৈব দিতিঃ পুত্রী হিরণ্যাক্ষো দিতেঃ সুতঃ ॥১৫॥

কল্পারম্ভে তদা নাস্তি সুতোৎপত্তির্মনোরপি।
ক্বাসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ ক্ব দিতিঃ ক্ব দিতেঃ সুতঃ ॥১৬॥
অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং শ্রীবরাহস্য চেষ্টিতম্।
একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষত্তুঃ প্রশ্নানুরোধতঃ ॥১৭॥
মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব মুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি।
প্রলয়োঽসৌ বভূবেতি পুরাণে ক্বচিদীর্য্যতে ॥১৮॥
অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলয়েতি চ কুত্রচিৎ ॥১৯॥
সর্ব্বমন্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো নিশ্চিতং ভবেৎ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ত্বেতৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্ ॥২০॥

তথাহি—

"মন্বন্তরে পরিক্ষীণে দেবা মন্বন্তরেশ্বরাঃ।
মহর্লোকমথাসাদ্য তিষ্ঠন্তি গতকল্মষাঃ ॥২১॥

---

(৩) **শ্রীবরাহ,**—সেই প্রথম স্কন্ধেই—"এই বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্ত রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধারার্থে ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।" দ্বিতীয় স্কন্ধেও—"অনন্ত ভগবান্ ভূতলের উদ্ধারার্থ উদ্যত হইয়া যে সময়ে বরাহমূর্ত্তি প্রকটিত করেন, সেই সময়ে ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা পর্ব্বত সকলকে বিদীর্ণ করেন, সেইরূপ প্রলয়ার্ণবমধ্যে সমীপাগত আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দংষ্ট্রাদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন।" ইতি ॥ ৮-৯ ॥

এই ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেবের দুইবার আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে, এবং পরে ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ এবং হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিবার নিমিত্ত জল হইতে আবির্ভূত হন ॥ ১০ ॥

দংষ্ট্রিশ্রেষ্ঠ শ্রীবরাহদেব কদাচিৎ পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বধ নিমিত্ত চতুষ্পাদ এবং কদাচিৎ পদ্মপুরাণাদি মতে নৃবরাহমূর্ত্তি প্রকট করেন। এই যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি কদাচিৎ মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর, কদাচিৎ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। অতএব এই বৃহদাকার মূর্ত্তি বর্ণদ্বয়যুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবরাহ ও শ্বেতবরাহ বলিয়া কথিত হন। ॥১১-১২॥

চাক্ষুষমন্বন্তরে প্রাচেতাগণের পুত্র দক্ষ হইতে প্রজাসৃষ্টি হয়, ইহাই ষষ্ঠ স্কন্ধে শুনা যায়, অতএব সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম হওয়া উচিত ॥১৩॥

সেইরূপই শ্রীচতুর্থ স্কন্ধে—"কালবশতঃ দক্ষের পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে যিনি (দক্ষ) পুনর্ব্বার প্রচেতাগণের পুত্র হইয়া, ঈশ্বর প্রেরণায় অভিমত প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই দক্ষ প্রজাপতি।" ইতি ॥১৪॥

উত্তানপাদের বংশসম্ভূত প্রচেতাগণের পুত্রই দক্ষ, সেই দক্ষের কন্যা দিতি, এবং সেই দিতির পুত্রই হিরণ্যাক্ষ ॥১৫॥

যে সময়ে আদি বরাহের অবতার হয়, সেই কল্পারম্ভকালে স্বায়ম্ভুবমনুর সন্তান উৎপত্তিও হয় নাই, কোথায় সেই প্রচেতা পুত্র দক্ষ, কোথায় দিতি, এবং কোথায় বা দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ ॥ ১৬ ॥

অতএব মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নানুরোধে বরাহদেবের কালদ্বয়ের অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় লীলাদ্বয় একত্র করিয়াই বর্ণন করিয়াছেন ॥১৭॥

স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি অগস্ত্য মুনির শাপহেতু মন্বন্তরের মধ্যেই প্রলয় হইয়াছিল, এইরূপ কথা মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে ॥১৮॥

চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবদিচ্ছায় অকস্মাৎ এই আকস্মিক প্রলয় পদ্মনাভের কোন লীলাহেতু উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাও বিষ্ণুধর্ম্মাদিতে বর্ণিত আছে ॥১৯॥

সকল মন্বন্তরের অবসানেই প্রলয় হইয়া থাকে, ইহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে বলিয়াছেন ॥২০॥

তাহাই বলিতেছেন—"মন্বন্তর অতীত হইলে, মন্বন্তরের অধীশ্বর নির্দ্দোষ দেবগণ মহর্লোকে গমন করিয়া অবস্থিতি করেন ॥২১॥

মনুশ্চ সহ শক্রেণ দেবাশ্চ যদুনন্দন।
ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যন্তে পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥২২॥
ভূতলং সতলং বজ্র! তোয়রূপী মহেশ্বরঃ।
ঊর্ম্মিমালী মহাবেগঃ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥২৩॥
ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং তদা নশ্যতি যাদব।
ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ ॥২৪॥
নৌর্ভূত্বা তু তদা দেবী মহী যদুকুলোদ্বহ।
ধারয়ত্যথ বীজানি সর্ব্বাণ্যেবাবিশেষতঃ ॥২৫॥
ভবিষ্যশ্চ মনুস্তত্র ভবিষ্যা ঋষয়স্তথা।
তিষ্ঠন্তি রাজশার্দ্দূল সপ্ত তে প্রথিতা ভুবি ॥২৬॥
মৎস্যরূপধরো বিষ্ণুঃ শৃঙ্গী ভূত্বা জগৎপতিঃ।
আকর্ষতি তু তাং নাবং স্থানাৎ স্থানন্তু লীলয়া ॥২৭॥
হিমাদ্রিশিখরে নাবং বন্ধ্বা দেবো জগৎপতিঃ॥
মৎস্যস্তদৃশ্যো ভবতি তে চ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ ॥২৮॥

কৃততুল্যং ততঃ কালং যাবৎ প্রক্ষালনং স্মৃতম্।
আপঃ শমমথো যান্তি যথাপূর্ব্বং নরাধিপ।
ঋষয়শ্চ মনুশ্চৈব সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি তে তদা ॥"ইতি॥২৯॥
মনোরন্তে লয়ো নাস্তি মনবেঽদর্শি মায়য়া।
বিষ্ণুনেতি ব্রুবাণৈস্তু স্বামিভির্নৈষ মন্যতে ॥৩০॥

(৪) শ্রীমৎস্য ঃ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।১৫)—

"রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥"৩১॥

শ্রীদ্বিতীয়ে চ (ভাঃ ২।৭।১২)—

"মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ
ক্ষৌণীময়ো নিখিল-জীব-নিকায়-কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্ম-
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥"৩২॥

হে যদুনন্দন! তৎপর ইন্দ্রের সহিত মনু ও দেবতাগণ সম্মুখযুদ্ধে মৃত ব্যক্তিগণের দুঃখলভ্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ২২ ॥

হে বজ্র! তখন তরঙ্গমালা ও মহাবেগশালী জলরূপী ভগবান্ সপ্ত পাতালের সহিত পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করেন ॥ ২৩ ॥

হে যদুবংশীয় মহারাজ! সেই সময় ভূতলস্থ সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র বিখ্যাত হিমালয়াদি অষ্ট-কুলাচল (নববর্ষের অষ্টসীমাপর্ব্বত) বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ॥ ২৪ ॥

হে যদুকুলাবতংস! অনন্তর পৃথিবী দেবী তৎকালে নৌকারূপ পরিগ্রহ করিয়া অবশেষে সমস্ত বীজ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

হে রাজশ্রেষ্ঠ! ভাবী মনু এবং জগদ্বিখ্যাত সেই ভাবী সপ্তর্ষিগণ সেই নৌকায় অবস্থান করেন। সেই সময় জগৎপতি হরি এক শৃঙ্গী মৎস্যের রূপ ধারণপূর্ব্বক অবলীলা-ক্রমে সেই নৌকা একস্থান হইতে স্থানান্তরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬-২৭ ॥

অনন্তর জগৎপতি মৎস্যদেব হিমালয় পর্ব্বতের শিখর-দেশে সেই নৌকা বন্ধন করিয়া অন্তর্হিত হন। পূর্ব্বোক্ত মন্বাদি সকলেই সেই নৌকায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

হে মহারাজ! যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রলয়-জল অপসৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কাল সত্যযুগসদৃশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রলয় কালটি সত্যযুগের সমান। অনন্তর জল পূর্ব্বের ন্যায় শমতা প্রাপ্ত হয়। তখন ঋষিগণ এবং মনুও পূর্ব্বের ন্যায়ই সৃষ্টি ও পালনাদি কার্য্যের প্রবর্ত্তন করিতে থাকেন ॥" ইতি ॥ ২৯ ॥

মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় হয় না। 'চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে ভগবান্ মায়া দ্বারা স্বাপ্নিক বিষয় দর্শনের ন্যায় সত্যব্রত রাজাকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন।' এই কথা বলিয়া শ্রীধরস্বামী মন্বন্তরের অবসানে এই প্রলয় স্বীকার করেন না। (ইহা কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের সহিত বিরুদ্ধ হয়) ॥ ৩০ ॥

(৪) শ্রীমৎস্য

শ্রীপ্রথম স্কন্ধে—"সেই পুরুষ (ভগবান্) চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে সমুদ্রপ্লাবনে মৎস্যরূপে আবির্ভাবপূর্ব্বক পৃথ্বিময়ী নৌকাতে ভাবী বৈবস্বতমনু রাজা সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন ॥" ৩১ ॥

শ্রীদ্বিতীয় স্কন্ধেও ব্রহ্মার উক্তি—"যুগান্ত সময়ে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে, পৃথিবীর আশ্রয় এবং নিখিল জীবগণের নিবাসভূত ভগবান্ মৎস্যদেব, ভাবী বৈবস্বতমনু রাজা সত্যব্রত কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আমার মুখ হইতে স্খলিত বেদমার্গ গ্রহণ করিয়া ভয়ানক প্রলয়জলে বিহার করিয়াছিলেন ॥" ৩২ ॥

পাদ্মে চ—

"এবমুক্তো হৃষীকেশো ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ।
মৎস্যরূপং সমাস্থায় প্রবিবেশ মহোদধিম্॥"ইতি॥৩৩॥

মৎস্যোঽপি প্রাদুরভবদ্ দ্বিঃ কল্পেঽস্মিন্ বরাহবৎ।
আদ্যো স্বায়ম্ভুবীয়স্য দৈত্যং ঘ্নন্নাহরচ্ছ্রুতীঃ।
অন্তে তু চাক্ষুষীয়স্য কৃপাং সত্যব্রতেঽকরোৎ॥৩৪॥
অন্ত্যেন সার্দ্ধপদ্যেন প্রোক্তমাদ্যস্য চেষ্টিতম্।
পূর্ব্বসার্দ্ধেন চান্ত্যস্য মৎস্যো জ্ঞেয়ো বরাহবৎ॥৩৫॥
উপলক্ষণমেবৈতৎ অন্যমন্বন্তরস্য চ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাজ্ জ্ঞেয়াঃ প্রাদুর্ভাবাশ্চতুর্দ্দশ॥৩৬॥

(৫) শ্রীযজ্ঞঃ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।১২)—

"ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্॥"ইতি॥৩৭॥

ত্রয়াণামেব লোকানাং মহার্ত্তিহরণাদসৌ।
মাতামহেন মনুনা হরিরিত্যপি শব্দিতঃ॥৩৮॥

(৬) শ্রীনর-নারায়ণৌ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।৯)—

"তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ॥"ইতি॥৩৯
শাস্ত্রেঽস্যৌ হরিকৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ।
এভিরেকোঽবতারঃ স্যাৎ চতুর্ভিঃ সনকাদিবৎ॥৪০॥

(৭) শ্রীকপিলঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১০)—

"পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥"ইতি॥৪১
দেবহূত্যাং কর্দ্দমতঃ প্রাদুর্ভাবমসৌ গতঃ।
প্রোক্তঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিঞ্চিনা॥৪২॥

পদ্মপুরাণেও—"ব্রহ্মা 'আমার মুখ হইতে বেদসকল দৈত্য হরণ করিয়াছে, হে বেদপালক! রক্ষা কর' এই প্রকার বলিলে, পরমেশ্বর হৃষীকেশ মৎস্যরূপ ধারণপূর্ব্বক মহার্ণবমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।" ইতি॥ ৩৩॥

বরাহদেবের ন্যায় মৎস্যদেবও এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মকল্পে বারদ্বয় আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে হয়গ্রীবনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদসকল আহরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করেন॥ ৩৪॥

প্রমাণস্থানীয় তিনটী পদ্যের মধ্যে শেষদিকের দেড়টি পদ্য অর্থাৎ 'বিস্রংসিতান্' ইত্যাদি দ্বিতীয়ের শেষার্দ্ধ ও 'এবমুক্তঃ' ইত্যাদি পাদ্মপদ্যদ্বারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় মৎস্য অবতারের চরিত্র কথিত হইয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দেড়টি পদ্য অর্থাৎ 'রূপং সঃ' ইত্যাদি প্রথম পদ্য ও 'মৎস্যো যুগান্ত' ইত্যাদি দ্বিতীয় পদ্যের পূর্ব্বার্দ্ধদ্বারা চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় মৎস্য অবতারের চরিত্র উক্ত হইয়াছে। অতএব বরাহদেবের ন্যায় মৎস্যাবতারও দুইবার জানিবে॥ ৩৫॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে মৎস্যাবতারের কথা বলা হইল, ইহা অন্য মন্বন্তরের উপলক্ষণ বলিয়াই জানিতে হইবে। যেহেতু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রতি মন্বন্তরেই মৎস্যাবতারের কথা আছে। অতএব প্রতি-কল্পেই চতুর্দ্দশবার এই মৎস্যাবতার হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

(৫) শ্রীযজ্ঞ

"অনন্তর সেই পুরুষ রুচি হইতে আকূতির গর্ভে যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় পুত্র যমাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন।" ইতি। সেই যজ্ঞ ত্রিলোকীর মহার্ত্তি হরণ করিবার জন্য মাতামহ মনুকর্ত্তৃক 'হরি' এই নামেও অভিহিত হন॥ ৩৭-৩৮॥

(৬) শ্রীনর-নারায়ণ

"সেই পুরুষ ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ-ঋষিরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া, যাহাতে মনের উপশান্তি অর্থাৎ বিষয়োন্মুখতা বিনাশপূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হয়, তাদৃশ অন্যের দুঃসাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" ইতি। এই নর-নারায়ণের হরি ও কৃষ্ণ-নামে আরও দুই সহোদরের বিষয় শাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব সনকাদি চতুঃসনের ন্যায় এই চারিটিতে একটি অবতার॥ ৩৯-৪০॥

(৭) শ্রীকপিল

"সেই পুরুষ সিদ্ধেশ্বর কপিলরূপে আবির্ভূত হইয়া যাহাতে বিবেকপূর্ব্বক তত্ত্ববর্গের বিশেষ নির্ণয় আছে, সেই কাল-বিপ্লুত সাংখ্য, আসুরিনামক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন।" ইতি। এই কপিলদেব কর্দ্দম ঋষি হইতে দেবহূতিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কপিলবর্ণ অর্থাৎ নীলপীতমিশ্রবর্ণসংযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মা ইঁহাকে 'কপিল' নামে অভিহিত করেন॥ ৪১-৪২॥

পাদ্মে—

"কপিলো বাসুদেবাংশস্তত্ত্বং সাংখ্যং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ।
তথৈবাসুরয়েসর্ব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্ ॥৪৩॥
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্ ।।"৪৪।।

(৮) শ্রীদত্তঃ শ্রীদ্বিতীয়ে (ভাঃ ২।৭।৪)—

"অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো
দত্তো ময়াহমিতি যদ্ ভগবান্ স দত্তঃ।
যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-পবিত্রদেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদু-হৈহয়াদ্যাঃ ।।"৪৫।।

শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।১১)—

"ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্ ॥"ইতি৪৬
শ্রীব্রহ্মাণ্ডে তু কথিতমত্রিপত্ন্যানসূয়য়া।
প্রার্থিতো ভগবানত্রেরপত্যত্বমুপেয়িবান্ ।।৪৭।।

তথাহি—

"বরং দত্ত্বানসূয়ায়ৈ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজগন্ময়ঃ।
অত্রেঃ পুত্রোঽভবৎ তস্যাং স্বেচ্ছামানুষবিগ্রহঃ।
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতো যতিবেশবিভূষিতঃ ।।"৪৮।।

(৯) শ্রীহয়শীর্ষা শ্রীদ্বিতীয়ে (ভাঃ ২।৭।১১)—

"সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাখো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ ।।"ইতি।।৪৯।।
প্রাদুর্ভূয়ৈষ যজ্ঞাগ্নের্দানবৌ মধু-কৈটভৌ।
হত্বা প্রত্যানয়দ্ বেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ ।।৫০।।

(১০) শ্রীহংসঃ শ্রীদ্বিতীয়ে (ভাঃ ২।৭।১৯)—

"তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
ভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব ।।"ইতি।।৫১।।

পদ্মপুরাণে—"বাসুদেবের অবতার কপিলদেব ব্রহ্মাদি দেবতা, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ এবং আসুরি-নামক ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদার্থে উপবর্দ্ধিত সাঙ্খ্যতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। অন্য কপিল, সমস্ত বেদ-বিরুদ্ধ এবং কুতর্কজালে পরিপূর্ণ সাঙ্খ্য অন্য আসুরিকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪৩-৪৪ ॥

(৮) শ্রীদত্ত (দত্তাত্রেয়)

শ্রীদ্বিতীয়স্কন্ধে—"যে সময়ে অত্রি ঋষি পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করেন, তখন ভগবান্ তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, আমা কর্ত্তৃক আমি দত্ত হইলাম অর্থাৎ 'আমি তোমায় আমাকে দিলাম' এই হেতু ভগবান্ দত্ত বা দত্তাত্রেয় নামে অভিহিত হন। তাঁহার পাদ-পদ্মের রেণুদ্বারা পবিত্রদেহ হইয়া যদু এবং কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি ভোগ ও মোক্ষরূপ যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।" ৪৫ ॥

শ্রীপ্রথম স্কন্ধে—"অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রার্থনায় অত্রির পুত্র হইয়া ভগবান্ শ্রীদত্ত অলর্ক এবং প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।" ইতি ॥ ৪৬ ॥

শ্রীব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে কথিত হইয়াছে, অত্রির পত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ অত্রির পুত্র হইয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

তাহাই বলিতেছেন,—যিনি ভক্তের ইচ্ছাবশতঃ মনুষ্যলোকে শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন, যিনি সর্ব্ব জগতের নিদান, সেই ভগবান্ বিষ্ণু অনসূয়াকে বরদান করিয়া তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অত্রির পুত্র হইয়াছিলেন। সেই কালে তাঁহার নাম 'দত্তাত্রেয়' হয়। তিনি ব্রাহ্মণ বেশে বিভূষিত ॥ ৪৮ ॥

(৯) শ্রীহয়শীর্ষা

শ্রীদ্বিতীয়স্কন্ধে—"সেই সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ ভগবান্, আমার (ব্রহ্মার) যজ্ঞে হয়শীর্ষা মূর্ত্তি হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, তাঁহার শরীরে সমস্ত বেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞ সকল বিরাজমান। তিনি যজ্ঞে যজনীয় দেবতাগণের আত্মা। তিনি যখন শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নাসাপুট হইতে মনোরম বেদবাণীসকলের আবির্ভাব হইয়াছিল।"ইতি ॥৪৯॥

বাগীশ্বরীপতি এই হয়গ্রীব ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার বেদ সকলকে প্রত্যানয়ন করেন ॥ ৫০ ॥

(১০) শ্রীহংস

শ্রীদ্বিতীয় স্কন্ধে—"হে নারদ! উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান

শক্তোঽখিলবিবেকেঽহং ক্ষীরনীরবিভাগবৎ।
ইতি ব্যঞ্জন্নয়ং রাজহংসো ব্যক্তিং জলাদ্ গতঃ ॥৫২॥

(১১) শ্রীধ্রুবপ্রিয়ঃ তত্রৈব (ভাঃ ২।৭।৮)—

"বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো
বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি।
তস্মা অদাদ্ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো
দিব্যাঃ স্তবন্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাৎ ।।"ইতি।।৫৩।।

স্বায়ম্ভুবেঽবতারোক্তের্নাম্নশ্চাকথনাদিহ।
যজ্ঞাদীনাঞ্চ তত্রোক্ত্যা পারিশেষ্যপ্রমাণতঃ ॥
প্রসিদ্ধ্যা পৃশ্নিগর্ভেতি তদাখ্যাস্য নিগদ্যতে।
হন্তায়মদ্রিরিত্যাদৌ পদ্যে গোবর্দ্ধনাদ্রিবৎ ॥ ৫৪ ॥

তথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৩।৩২)—

"ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥"
"অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি স্মৃতঃ ॥"ইতি॥৫৫
অস্যাত্র চরিতানুক্ত্যা নামানুক্ত্যা চ তত্র বৈ।
পরস্পরমপেক্ষিত্বাদ্যুক্তা চৈকত্র সঙ্গতিঃ ॥ ৫৬ ॥
অত্রাগমনমাত্রেণ যদি স্যাদবতারতা।
অন্যত্রাপি প্রসজ্যেত যথেষ্টং তৎপ্রকল্পনা ॥ ৫৭ ॥

(১২) শ্রীঋষভঃ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।১৩)—

'অষ্টমে মেরুদেব্যাস্তু নার্ভেজাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥ ইতি ৫৮॥

ভক্তিযোগদ্বারা ভগবান্ নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া হংসরূপে তোমাদিগকে ভক্তিযোগ এবং ভগবদ্‌বিষয়ক ও জীবতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলেন। ভগবদ্ ভক্তগণ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন ।" ইতি ॥ ৫১ ॥

হংসের ক্ষীর ও নীর বিভাগের ন্যায় আমি নিখিল বস্তু সমূহের বিবেকে সমর্থ, ইহা জানাইবার নিমিত্তই জল হইতে এই রাজহংসরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

(১১) শ্রীধ্রুবপ্রিয়

সেই দ্বিতীয় স্কন্ধেই—"ধ্রুব বালক হইয়াও পিতা উত্তানপাদের সমীপে মাতার সপত্নী সুরুচির বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। তপস্যা ও স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ সেই ধ্রুবকে ধ্রুবগতি অর্থাৎ ধ্রুবলোক প্রদান করেন। উপরিস্থিত ভৃগ্বাদি মুনিগণ এবং অধঃস্থিত সপ্তর্ষি মণ্ডল ঐ ধ্রুবলোককে স্তুতি করিয়া থাকেন।" ইতি ॥ ৫৩ ॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধ্রুবপ্রিয়ের অবতার কথিত হইয়াছে, কিন্তু সে স্থানে কোন নামের উল্লেখ নাই। সেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সচরিত যজ্ঞাদি অবতারের কথাও বলা হইয়াছে। সেই সময়ে পৃশ্নিগর্ভ বলিয়া যাঁহার প্রসিদ্ধি আছে, পারিশেষ্য প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, সেই পৃশ্নিগর্ভই এই ধ্রুবপ্রিয়ের নাম, যেমন 'হন্তায়মদ্রিঃ' ইত্যাদি দশম স্কন্ধীয় পদ্যে 'অদ্রি' শব্দ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে ॥ ৫৪ ॥

সেইরূপ শ্রীদশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে বলিয়াছেন—"হে সতি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্ব্বজন্মে তুমিই পৃশ্নি হইয়াছিলে। সেই সময়ে এই বসুদেব 'সুতপা' নামে পরম পুণ্যশীল প্রজাপতি হইয়াছিলেন। তখন আমি তোমাদিগের পুত্ররূপে জন্মলাভ করি। সেই সময়ে আমার নাম 'পৃশ্নিগর্ভ' হয়।" ইতি ॥ ৫৫ ॥

এই স্থানে পৃশ্নিগর্ভের চরিতের উল্লেখ না থাকায় এবং দ্বিতীয়ে ধ্রুবের বরদাতার নামের উল্লেখ না থাকায়, নাম ও চরিত পরস্পর সাপেক্ষ হেতু 'পৃশ্নিগর্ভ'-নাম ও ধ্রুবের বরদান—এই দুয়ের একস্থানে সঙ্গতি হওয়াই যুক্তিযুক্ত ॥৫৬॥

যদি ধ্রুবের নিকটে আগমনমাত্রেই অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে রাম ও কৃষ্ণাদিও সময়ে সময়ে অনেক ভক্তের নিকট গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অবতার কল্পনার প্রসঙ্গ হয় ॥ ৫৭ ॥

(১২) শ্রীঋষভ

শ্রীপ্রথম স্কন্ধে—"সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃত ও ধীরগণ সেবিত পদবী বা পারমহংস্য আশ্রম প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত উরুক্রম হরি আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।" ইতি ॥ ৫৮ ॥

শুক্ল ভগবান্ পরমহংসদিগের ধর্ম্ম জানাইবার নিমিত্ত আবির্ভূত এবং সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠহেতু 'ঋষভ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

শুক্লঃ পরমহংসানাং ধর্ম্মং জ্ঞাপয়িতুং প্রভুঃ।
ব্যক্তো গুণৈর্বরিষ্ঠত্বাদ্‌বিখ্যাত ঋষভাখ্যয়া ॥ ৫৯ ॥

(১৩) শ্রীপৃথুঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৪)—

"ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমাং হোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥ইতি॥৬০
মথ্যমানান্মুনিগণৈরসব্যাদ্ বৈণবাহুতঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহারাজঃ শুদ্ধস্বর্ণরুচিঃ পৃথুঃ ॥ ৬১ ॥
আদ্যে ব্যক্তাঃ কুমারাদ্যাঃ পৃথ্বন্তাশ্চ ত্রয়োদশ।
কোলমৎস্যৌ পুণর্ব্যক্তিং চাক্ষুষায়ে তু জগ্মতুঃ ॥৬২॥

(১৪) অথ শ্রীনৃসিংহঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৮)—

"চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্‌দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্।
দদার করজৈরুরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা ॥ ইতি ॥ ৬৩॥
অস্য লক্ষ্মীনৃসিংহাদ্যা বিলাসা বহবঃ স্মৃতাঃ।
তত্র পদ্মপুরাণাদৌ নানাবর্ণবিচেষ্টিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ষষ্ঠেঽন্তরেঽব্ধিমথনান্নৃহরেঃ পূর্ব্বভাবিতা।
অতঃ প্রাগেষ কূর্ম্মাদের্ব্যক্তিং ষষ্ঠেঽন্তরে গতঃ ॥৬৫॥

(১৫) শ্রীকূর্ম্মঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৬)—

"সুরাসুরাণামুদবধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥"ইতি ॥৬৬॥
পাদ্মে প্রোক্তং দধে ক্ষৌণীময়মেবার্থিতঃ সুরৈঃ।
শাস্ত্রান্তরে তু ভুধারী কল্পাদৌ প্রকটোঽভবৎ ॥৬৭॥

শ্রীধন্বন্তরী-মোহিন্যৌ। তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৭)—

"ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া॥"ইতি॥৬৮

(১৬) তত্র শ্রীধন্বন্তরিঃ

ষষ্ঠে চ সপ্তমে চায়ং দ্বিরাবির্ভাবমাগতঃ ॥ ৬৯ ॥

---

(১৩) **পৃথু**

সেই প্রথম স্কন্ধেই—"ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া হরি রাজদেহ ধারণপূর্ব্বক এই পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ বস্তু দোহন করিয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! সেই হেতু এই অবতার অতীব রমণীয়॥" ইতি ॥ ৬০ ॥

মুনিগণকর্ত্তৃক মথ্যমান বেণের দক্ষিণ বাহু হইতে শুদ্ধ-সত্ত্বমূর্ত্তি এবং স্বর্ণকান্তি মহারাজ পৃথু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

চতুঃসন হইতে পৃথু পর্য্যন্ত এই ত্রয়োদশ অবতার স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হন। আর চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে বরাহ ও মৎস্যের পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাব হয় ॥ ৬২ ॥

(১৪) **শ্রীনৃসিংহ**

অনন্তর শ্রীনৃসিংহ—সেই প্রথম স্কন্ধেই—"ভগবান্ অত্যুগ্র নারসিংহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কটকারী (মাদুর নির্ম্মাতা) যেমন এরকাকে (তৃণ বিশেষকে) বিদারিত করে, তদ্রূপ হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে নিপাতিত করিয়া নখদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন॥" ইতি ॥ ৬৩ ॥

সেই পদ্মপুরাণাদিতে এই নৃসিংহের লক্ষ্মী ও নৃসিংহ প্রভৃতি বহুতর বিলাসমূর্ত্তির উল্লেখ আছে তাঁহাদিগের বর্ণ, আকৃতি ও চেষ্টা নানাবিধ ॥ ৬৪ ॥

ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বে নৃসিংহদেবের অবতার হয়, অতএব চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় কূর্ম্মাদি অবতারের পূর্ব্বেই নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইয়াছিল ॥ ৬৫ ॥

(১৫) **শ্রীকূর্ম্ম**

সেই প্রথম স্কন্ধেই—"যে সময়ে দেবাসুরে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, সেই সময়ে ভগবান্ অজিত (চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবতার) কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন॥" ইতি ॥ ৬৬ ॥

পদ্মপুরাণে কথিত আছে, এই মন্দরাচলধারী কূর্ম্মই দেবগণের প্রার্থনায় পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধারণ করেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে বর্ণিত আছে—কল্পের আদিতে পৃথিবী ধারণার্থ যে কূর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছেন, তিনিই মন্দরাচল ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রকট হন ॥ ৬৭ ॥

ধন্বন্তরি ও মোহিনী

সেই প্রথম স্কন্ধেই—"ধন্বন্তরি ও মোহিনীরূপে হরি অভিব্যক্ত হইয়া, ধন্বন্তরিরূপে সুধা আনয়নপূর্ব্বক এবং মোহিনীরূপে অসুরগণকে মোহিত করিয়া দেবগণকে সেই সুধা পান করাইয়াছিলন॥" ইতি ॥ ৬৮ ॥

তন্মধ্যে (১৬) **ধন্বন্তরি**

এই ধন্বন্তরি একবার ষষ্ঠ চাক্ষুষমন্বন্তরে আর একবার সপ্তম বৈবস্বতমন্বন্তরে, সর্ব্বসমেত দুইবার আবির্ভূত হন॥৬৯॥

ষষ্ঠেঽন্তরেঽব্ধিমথনাদ্ ধৃতামৃতকমণ্ডলুঃ।
উদ্গতো দ্বিভুজঃ শ্যামঃ আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ ॥
সপ্তমে চ তথারূপঃ কাশীরাজসুতোঽভবৎ ॥৭০॥

(১৭) শ্রীমোহিনী

দৈত্যানাং মোহনায়ার্সৌ প্রমোদায় চ ধূর্জ্জটেঃ।
অজিতো মোহিনীমূর্ত্ত্যা দ্বিরাবির্ভাবমাগতঃ ॥৭১॥
ইতি ষষ্ঠেঽত্র চত্বারো নৃসিংহাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৭২॥

(১৮) শ্রীবামনঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৯)—

"পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্॥"ইতি॥৭৩
বামনস্ত্বিরভিব্যক্তং কল্পেঽস্মিন্ প্রতিপেদিবান্।
তত্রাদৌ দানবেন্দ্রস্য বাস্কলেরধ্বরং যযৌ ॥
ততো বৈবস্বতীয়েঽস্মিন্ ধুন্ধোর্ম্মখমসৌ গতঃ।
অদিতৌ কশ্যপাজ্জাতঃ সপ্তমেঽস্য চতুর্যুগে।
প্রতিগ্রহকৃতে জাতাস্ত্রয় এব ত্রিবিক্রমাঃ ॥ ৭৪ ॥

(১৯) শ্রীভার্গবঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।২০)—

"অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥"ইতি॥
রেণুকা-জমদগ্নিভ্যাং গৌরো ব্যক্তিমসৌ গতঃ।
প্রাহুঃ সপ্তদশে কেচিদ্ দ্বাবিংশেঽন্যে চতুর্যুগে ॥৭৬॥

(২০) শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।২২)—

"নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃপরম্॥"ইতি॥৭৭
কৌশল্যায়াং দশরথান্নবদূর্ব্বাদলদ্যুতিঃ।
ত্রেতায়ামাবিরভবৎ চতুর্বিংশে চতুর্যুগে।
ভরতেন সুমিত্রায়া নন্দনাভ্যাঞ্চ সংযুতঃ ॥৭৮॥

প্রথমতঃ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্রমন্থন সময়ে-দ্বিভুজ ও শ্যামসুন্দররূপ ধারণপূর্ব্বক অমৃতকমণ্ডলুহস্তে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তন করেন। আবার বৈবস্বত মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত আকার প্রকটনপূর্ব্বক কাশীরাজের পুত্র হইয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

(১৭) শ্রীমোহিনী

দৈত্যগণের মোহনার্থ এবং মহাদেবের আনন্দোৎপাদনের নিমিত্ত ভগবান্ অজিত মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই বারদ্বয় আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

এই ষষ্ঠ মন্বন্তরে নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি ও মোহিনী—চারি অবতার কীর্ত্তিত হইলেন ॥ ৭২ ॥

(১৮) শ্রীবামন

সেই প্রথমস্কন্ধেই—"ভগবান্ বামনরূপ প্রকটপূর্ব্বক স্বর্গলোকের পুনর্গ্রহণমানসে বলিরাজের নিকট ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার যজ্ঞে গমন করেন॥" ইতি ॥ ৭৩ ॥

এই ব্রাহ্মকল্পে তিনবারই বামনদেবের আবির্ভাব হয়। প্রথমতঃ ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলি-নামক দৈত্যের যজ্ঞে এবং দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধু নামা অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। আর সর্ব্বশেষে এই বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে প্রাদুর্ভূত হন; ইনিই বলির যজ্ঞে গমন করেন। এই তিন বামনমূর্ত্তিই প্রতিগ্রহের নিমিত্ত ত্রিবিক্রমরূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

(১৯) শ্রীভার্গব (পরশুরাম)

সেই প্রথমস্কন্ধেই—"ক্ষত্রিয়গণকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী জানিয়া ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া, ক্রোধভরে একবিংশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন॥" ইতি॥ ৭৫ ॥

ইনি জমদগ্নি হইতে রেণুকার গর্ভে গৌরবর্ণ ধারণপূর্ব্বক অবির্ভূত হন। কেহ কেহ বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ চতুর্যুগে, অপরেরা দ্বাবিংশ চতুর্যুগে ইহার অবতার বলিয়া থাকেন ॥ ৭৬ ॥

(২০) শ্রীরাঘবেন্দ্র (রাম)

সেই প্রথমস্কন্ধেই—"ভগবান্ দেবকার্য্য সাধনার্থ রামরূপে নরদেবত্ব (রাজদেহ) প্রকটন করিয়া সমুদ্রবন্ধনাদিরূপ অসাধারণ প্রভাব দেখাইয়াছিলেন॥" ইতি ॥ ৭৭ ॥

রাঘবেন্দ্র নবদুর্ব্বাদলকান্তি ধারণপূর্ব্বক ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের সহিত বৈবস্বত মন্বন্তরীয় চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতাযুগেতে দশরথ হইতে কৌশল্যার গর্ভে অবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

অস্য শাস্ত্রে ত্রয়ো ব্যূহা লক্ষ্মণাদ্যা অমী স্মৃতাঃ।
ভরতোঽত্র ঘনশ্যামঃ সৌমিত্রী কনকপ্রভৌ ॥৭৯॥
পাদ্মে ভরত-শত্রুঘ্নৌ শঙ্খচক্রতয়োদিতৌ।
শ্রীলক্ষ্মণস্তু তত্রৈব শেষ ইত্যভিশব্দিতঃ ॥৮০॥

(২১) শ্রীব্যাসঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।২১)—

"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥"ইতি॥
'দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাম্' ইতি শৌরির্যদূচিবান্।
অতো বিষ্ণুপুরাণাদৌ বিশেষেণৈব বর্ণিতঃ ॥৮২॥

যথা (বিঃ পুঃ ৩।৪।৫ ; মঃ ভাঃ, শাঃ পঃ ৩৪৬।১১)

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্।
কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ ॥"ইতি।
শ্রূয়তেঽপান্তরতমা দ্বৈপায়ন্যমগাদিতি।
কিং সাযুজ্যং গতঃ সোঽত্র বিষ্ণ্বংশঃ সোঽপি বা ভবেৎ।
তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্ বদন্তি চ ॥৮৪॥

অথ শ্রীরাম-কৃষ্ণৌ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।২৩)—

"একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্যজন্মনী।
রাম-কৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ ভরম্ ॥" ইতি॥

(২২) শ্রীরামঃ

এষ মাতৃদ্বয়ে ব্যক্তো জনকাদ্ বসুদেবতঃ।
যো নব্যঘনসারাভো ঘনশ্যামাম্বরঃ সদা ॥৮৬॥
সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি।
পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সম্ভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্ ॥৮৭॥
শেষো দ্বিধা মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ।
তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ ভুভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ।
শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাভিমানবান্ ॥৮৮॥

(২৩) শ্রীকৃষ্ণঃ

এষ মাতরি দেবক্যাং পিতুরানকদুন্দুভেঃ।
প্রাদুর্ভূতো ঘনশ্যামো দ্বিভুজোঽপি চতুর্ভুজঃ ॥৮৯॥

স্কন্দপুরাণে রামগীতায় বলিয়াছেন—শ্রীরামের লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন এই তিন জনই তিনটি ব্যূহ অর্থাৎ শ্রীরাম বাসুদেব এবং লক্ষ্মণাদি তিনজন যথাক্রমে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ ব্যূহত্রয়। তন্মধ্যে ভরত নবমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গ ॥ ৭৯ ॥

পদ্মপুরাণে রামকে নারায়ণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে শঙ্খ ও চক্র আর লক্ষ্মণকে শেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

(২১) শ্রীব্যাস

সেই প্রথমস্কন্ধেই—"ব্রাহ্মণগণকে মন্দবুদ্ধি জানিয়া পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে ভগবান্ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদরূপ কল্পতরুর শাখা বিভাগ করিয়াছেন।"ইতি॥

শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন—'ব্যাসগণের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন।' অতএব বিষ্ণুপুরাণাদিতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়াই ব্যাসকে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৮২ ॥

যথা—"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণভিন্ন অপর এমন কে আছেন, যিনি মহাভারত রচনা করিতে সমর্থ হইবেন।" ইতি ॥ ৮৩ ॥

নারায়ণোপাখ্যানে দেখা যায়, অপান্তরতমা নামে কোন তপস্বী ব্রাহ্মণ দ্বৈপায়ন হইয়াছেন। তাহাতে মনে করি, অপান্তরতমা দ্বৈপায়নে সাযুজ্যলাভ করেন, অথবা তিনিই বা বিষ্ণুর অংশ হইতে পারেন। সেইজন্য কোন কোন মহাত্মা দ্বৈপায়নকে আবেশ অবতারও বলিয়া থাকেন ॥৮৪॥

অনন্তর শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীপ্রথমস্কন্ধে—"ভগবান্ বলরাম ও কৃষ্ণ এই মূর্ত্তিদ্বয়ে বৃষ্ণি বংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার অপহরণ করিয়াছিলেন।" ইতি ॥ ৮৫ ॥

তন্মধ্যে (২২) শ্রীরাম (শ্রীবলরাম)

এই বলরাম জনক বসুদেব হইতে মাতৃদ্বয়ে অর্থাৎ দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে আবির্ভূত হন। ইহার অঙ্গকান্তি নূতন কর্পূরসদৃশ এবং বসন সর্ব্বদা নীলবর্ণ ॥ ৮৬ ॥

গোলোকে যিনি সঙ্কর্ষণ নামে দ্বিতীয়ব্যূহ, তিনিই ভূধারী শেষের সহিত মিলিত হইয়া বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

ভূধারী ও ভগবানের শয্যারূপভেদে 'শেষ' দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ভূধারী 'শেষ' সঙ্কর্ষণের আবেশ অবতার বলিয়া তাঁহাকেও সঙ্কর্ষণ বলা হয়। যিনি শয্যারূপ 'শেষ' তিনি

(২৪) শ্রীবুদ্ধঃ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।২৪)—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥"ইতি।
৯০ ॥

অসৌ ব্যক্তঃ কলেরব্দসহস্রদ্বিতয়ে গতে।
মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণাস্য দ্বিভুজা চিকুরোজ্ঝিতা ॥৯১॥

যদা সূতঃ কথামাহ তদা বুদ্ধস্য ভাবিতা।
অধুনা বৃত্ত এবায়ং ধর্ম্মারণ্যে যদুদ্গতঃ ॥৯২॥

(২৫) শ্রীকল্কী তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।২৫)—

"অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥"ইতি॥
পূর্ব্বং মনুর্দশরথো বসুদেবোঽপ্যসাবভূৎ।
ভাবী বিষ্ণুযশাশ্চায়মিতি পাদ্মে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৯৪॥
ঐশ্বর্য্যং কল্কিনস্তস্য ব্রহ্মাণ্ডে সুষ্ঠু বর্ণিতম্।
কৈশ্চিৎ কলৌ কলৌ বুদ্ধঃ স্যাৎ কল্কী চেত্যুদীর্য্যতে ॥
অষ্টৌ বৈবস্বতীয়েঽমী কথিতা বামনাদয়ঃ ॥৯৬॥
কল্পাবতারা ইত্যেতে কথিতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
প্রতিকল্পং যতঃ প্রায়ঃ সকৃৎ প্রাদুর্ভবন্ত্যমী ॥৯৭॥

ইতি লীলাবতারনিরূপণম্

আপনাকে ভগবানের দাস এবং সখা বলিয়া অভিমান করেন ॥ ৮৮ ॥

(২৩) শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব হইতে মাতা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হন। ইনি নবমেঘের ন্যায় শ্যাম কলেবর এবং দ্বিভুজ হইয়াও কখন কখন চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন ॥ ৮৯ ॥

(২৪) শ্রীবুদ্ধ

সেই প্রথমস্কন্ধেই—"কলিযুগের প্রবৃত্তি সম্যক্ আরম্ভ হইলে, অসুরগণের মোহনার্থ ভগবান্ গয়াপ্রদেশের ধর্ম্মারণ্যগ্রামে 'বুদ্ধ' নাম ধারণপূর্ব্বক অজিনের পুত্র হইয়া আবির্ভূত হইবেন ॥" ইতি ॥ ৯০ ॥

কলিযুগের দুই সহস্র বৎসর গত হইলে বুদ্ধদেবের অবতার হয়। এই অবতারের মূর্ত্তি পাটল অর্থাৎ শ্বেত ও রক্ত মিশ্রিত বর্ণ, দ্বিভুজ ও মুণ্ডিত মস্তক ॥ ৯১ ॥

যে সময়ে সূত নৈমিষারণ্যে ভাগবত কথা কীর্ত্তন করেন, তখন বুদ্ধের অবতার হয় নাই। সম্প্রতি ধর্ম্মারণ্যগ্রামে তাঁহার অবতার হইয়া গিয়াছে ॥ ৯২ ॥

(২৫) শ্রীকল্কী*

সেই প্রথমস্কন্ধেই—"কলিযুগের অবসান সময়ে যখন নৃপতিগণ দস্যুপ্রায় হইবে, তখনই জগৎপতি শ্রীহরি, বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ হইতে 'কল্কি' নাম ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইবেন ॥" ইতি ॥ ৯৩ ॥

যে বসুদেব পূর্ব্বে মনু এবং দশরথ হইয়াছিলেন, তিনিই বিষ্ণুযশা হইয়া আবির্ভূত হইবেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত আছে ॥ ৯৪ ॥

এই কল্কির ঐশ্বর্য্য পরম্পরা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। কোন কোন মহাত্মা প্রতি কলিতেই বুদ্ধ এবং কল্কীর অবতার বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

বৈবস্বত মন্বন্তরে বামন অবধি কল্কি পর্য্যন্ত এই অষ্ট সংখ্যক অবতার কথিত হইলেন। প্রতিকল্পেই প্রায় এই সকল অবতার যেহেতু প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত এই পঞ্চবিংশতি অবতার 'কল্পাবতার' বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্মার একদিনের নাম এক কল্প ॥ ৯৬-৯৭ ॥

ইতি লীলাবতারনিরূপণ।

---

* এই অবতারের নাম 'ইন্' ভাগান্তরূপে ও হ্রস্ব ইকারান্তরূপে উভয় মতেই পাঠ। অর্থাৎ 'কল্কী', 'কল্কি' পাঠ দেখা যায়।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

মন্বন্তরাবতার-যুগাবতার-প্রাভবৈভবাবতার-তৎস্থাননিরূপণম্

অথ মন্বন্তরাবতারাঃ

মন্বন্তরাবতারোঽসৌ প্রায়ঃ শক্রারিহত্যয়া।
তৎসহায়ো মুকুন্দস্য প্রাদুর্ভাবঃ সুরেষু যঃ ॥১॥
যুক্তে কল্পাবতারত্বে যজ্ঞাদীনামপি স্ফুটম্।
মন্বন্তরাবতারত্বং তত্তৎপর্য্যন্তপালনাৎ ॥২॥
মন্বন্তরেষ্বমী স্বায়ম্ভুবীয়াদিষ্বনুক্রমাৎ।
অবতারাস্তু যজ্ঞাদ্যা বৃহদ্ভান্বন্তিমা মতাঃ ॥৩॥

প্রথমে স্বায়ম্ভুবীয়ে (১) **যজ্ঞঃ**

যজ্ঞস্তু পূর্ব্বমেবোক্তস্তেনাত্র ন বিলিখ্যতে ॥৪॥

দ্বিতীয়ে স্বারোচিষীয়ে (২) **বিভুঃ**

যথা অষ্টমস্কন্ধে (ভাঃ ৮।১।২১-২২)—

"ঋষেস্তু বেদশিরসস্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ।
তস্যাং জাতস্ততো দেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ ॥৫॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ।
অন্বশিক্ষন্ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥"ইতি ॥৬

তৃতীয়ে ঔত্তমীয়ে (৩) **সত্যসেনঃ** (ভা ৮।১।২৫-২৬)—

"ধর্ম্মস্য সূনৃতায়াস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ ॥৭॥
সোঽনৃতব্রত-দুঃশীলান্ অসতো যক্ষ-রাক্ষসান্।
ভূতদ্রুহো ভূতগণানবধীৎ সত্যজিৎসখঃ ॥"ইতি॥৮॥

চতুর্থে তামসীয়ে (৪) **হরিঃ** (ভাঃ ৮।১।৩০)—

"তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ।
হরিরিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ ॥"
ইতি ॥ ৯ ॥

স্মর্য্যতেঽসৌ সদা প্রাতঃ সদাচারপরায়ণৈঃ।
সর্ব্বানিষ্টবিনাশায় হরির্দন্তীন্দ্রমোচণঃ ॥ ১০ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মন্বন্তরাবতার

অনন্তর মন্বন্তরাবতার—সচরাচর সেই সেই মন্বন্তরীয় ইন্দ্রের শক্র বিনাশ নিমিত্ত দেবগণের মধ্যে ভগবান্ মুকুন্দের যে ইন্দ্রসাহায্যকর আবির্ভাব, তাহাই 'মন্বন্তরাবতার' ॥ ১ ॥

যজ্ঞাদি অবতারের কল্পাবতার মধ্যে নিবেশ হওয়া উচিৎ হইলেও, সেই সেই মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত পালন করা হেতু তাঁহাদিগকে মন্বন্তরাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥

স্বায়ম্ভুবীয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যথাক্রমে 'যজ্ঞ' হইতে 'বৃহদ্ভানু' পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ অবতার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩ ॥

প্রথম স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে (১) **যজ্ঞ**

'যজ্ঞের কথা পূর্ব্বেই লীলাবতার মধ্যে উক্ত হইয়াছে, সে জন্য তাঁহার বিষয় এখানে আর লিখিলাম না ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয় স্বারোচিষীয় মন্বন্তরে (২) **বিভু**

যথা অষ্টমস্কন্ধে-"বেদশিরা-নামক ঋষির তুষিতা নাম্নী পত্নী ছিলেন, সেই বেদশিরানামক পিতা হইতে তুষিতা নাম্নী জননীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ 'বিভু'-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অষ্টাশীতি সহস্রসংখ্যক মুনিগণ নিয়ম ধারণপূর্ব্বক সেই কৌমার ব্রহ্মচারী ভগবান্ বিভুর নিকট ব্রহ্মচর্য্যব্রত শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥" ইতি ॥ ৫-৬ ॥

তৃতীয় ঔত্তমীয় মন্বন্তরে (৩) **সত্যসেন**

"ভগবান্ পুরুষোত্তম ধর্ম্ম হইতে তাঁহার পত্নী সুনৃতার গর্ভে সত্যব্রত নামক-ভ্রাতৃগণের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়া 'সত্যসেন' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রের সখা হইয়া মিথ্যাপরায়ণ, দুঃশীল ও নিরঙ্কুশ যক্ষ, রাক্ষস এবং প্রাণীর পীড়াকারী ভূতগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন॥"

চতুর্থ তামসীয় মন্বন্তরে (৪) **হরি**

"সেই তামসমন্বন্তরে ভগবান্ হরি মেধানামক পিতা হইতে হরিণী নাম্নী মাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া 'হরি' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি কুম্ভীরমুখ হইতে গজেন্দ্রকে মোচন করেন॥" ইতি॥ ৯ ॥

সদাচার পরায়ণ সাধুগণ সর্ব্ববিধ অনিষ্ট বিনাশের নিমিত্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই গজেন্দ্র-বিমোচন হরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

পঞ্চমে রৈবতীয়ে (৫) **বৈকুণ্ঠঃ**। (ভাঃ ৮।৫।৪-৫)—

"পত্নী-বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥১১॥
বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ।
রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥"
ইতি ॥ ১২ ॥

মহাবৈকুণ্ঠলোকস্য ব্যাপকস্যাব্যয়াত্মনঃ।
প্রকটীকরণং সত্যোপরি কল্পনমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়ে (৬) **অজিতঃ**। (ভাঃ ৮।৫।৯-১০)—

"তত্রাপি দেবঃ সম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ।
অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতীপতিঃ ॥ ১৪ ॥
পয়োধিং যেন নির্ম্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা।
ভ্রমমাণোঽম্ভসি ধৃতঃ কূর্ম্মরূপেণ মন্দরঃ ॥"
ইতি ॥ ১৫ ॥

সপ্তমে বৈবস্বতীয়ে (৭) **বামনঃ**।

বৈবস্বতান্তরে ব্যক্তঃ পুরৈবোক্তঃ স বামনঃ।
ভবিষ্যাঃ সপ্ত কথ্যন্তে তে সাবর্ণ্যন্তরাদিষু ॥ ১৬ ॥

অষ্টমে সাবর্ণীয়ে (৮) **সার্ব্বভৌমঃ**। (ভাঃ ৮।১৩।১৭)—

"দেবগুহ্যাৎ সরস্বত্যাং সার্ব্বভৌম ইতি প্রভুঃ।
স্থানং পুরন্দরাদ্ধৃত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ ॥"
ইতি ॥ ১৭ ॥

নবমে দক্ষসাবর্ণীয়ে (৯) **ঋষভঃ**। (ভাঃ ৮।১৩।২০)—

"আয়ুষ্মতোঽম্বুধারায়ামৃষভো ভগবৎকলা।
ভবিতা যেন সংরাদ্ধাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতেঽদ্ভুতঃ॥"
ইতি ॥ ১৮ ॥

দশমে ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে (১০) **বিষ্বক্সেনঃ**। (ভাঃ ৮।১৩।২৩)

"বিষ্বক্সেনো বিসূচ্যান্তু শন্তোঃ সখ্যং করিষ্যতি;
জাতঃ স্বাংশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বজিতো বিভুঃ ॥"
ইতি ॥ ১৯ ॥

পঞ্চম রৈবতীয় মন্বন্তরে (৫) **বৈকুণ্ঠ**

"শুভ্রনামা পিতা হইতে বিকুণ্ঠা নাম্নী মাতার গর্ভে বৈকুণ্ঠনামা শ্রেষ্ঠ দেবগণের সহিত স্বীয় অংশে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ নিজেও 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই বৈকুণ্ঠ লক্ষ্মীদেবীকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার প্রীতি সাধনার্থ লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক কল্পনা করিয়াছিলেন॥" ইতি॥

নিজের সামর্থ্যদ্বারা সর্ব্বব্যাপক, অব্যয়াত্মা (নিত্য) মহাবৈকুণ্ঠলোকের, সত্যলোকের উপরিভাগে প্রকাশ করাকেই এস্থলে 'কল্পনা' বলা হইয়াছে॥ ১৩॥

ষষ্ঠ চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে (৬) **অজিত**

"সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরেও ভগবান্ জগদীশ্বর বৈরাজ নামা পিতা হইতে সম্ভূতি নাম্নী মাতার গর্ভে স্বাংশরূপে আবির্ভূত হইয়া 'অজিত' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই অজিতই সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবগণের জন্য অমৃতাহরণ এবং কূর্ম্মরূপে জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভ্রাম্যমাণ মন্দর পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন॥" ইতি॥ ১৪-১৫॥

সপ্তম বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে (৭) **বামন**

বৈবস্বত মন্বন্তরাবতার 'বামন'; পূর্ব্বে লীলাবতার প্রকরণে তাঁহার উৎপত্তি ও লীলাদি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সেজন্য এখানে আর বলা হইল না। এখন সাবর্ণি প্রভৃতি ভাবী সপ্ত মন্বন্তরের সপ্ত অবতারের বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে॥১৬॥

অষ্টমসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (৮) **সার্ব্বভৌম**

"হরি দেবগুহ্যনামা পিতা হইতে সরস্বতীনাম্নী মাতার গর্ভে 'সার্ব্বভৌম'নামে প্রাদুর্ভূত হইয়া, পুরন্দরনামা ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য আহরণপূর্ব্বক বলিরাজকে অর্পণ করিবেন॥" ইতি॥ ১৭॥

নবম দক্ষসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (৯) **ঋষভ**

"আয়ুষ্মান্ নামক পিতা হইতে অম্বুধারা নাম্নী মাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ 'ঋষভ' নামে অভিহিত হইবেন। তাঁহার উপার্জ্জিত ত্রিলোকী অদ্ভুত নামা ইন্দ্র ভোগ করিবেন॥" ইতি॥ ১৮॥

দশম ব্রহ্মসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১০) **বিষ্বক্সেন**

"ভগবান্ বিশ্বজিৎ নামা পিতা হইতে বিষূচী-নাম্নী মাতার গর্ভে স্বাংশরূপে অবতরণপূর্ব্বক 'বিষ্বক্সেন'-নামে

একাদশে ধর্ম্মসাবর্ণীয়ে (১১) **ধর্ম্মসেতুঃ**। (ভাঃ ৮।১৩।২৬)

"আর্য্যকস্য সুতস্তত্র ধর্ম্মসেতুরিতি স্মৃতঃ।
বৈধৃতায়াং হরেরংশস্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি॥"
ইতি॥ ২০॥

দ্বাদশে রুদ্রসাবর্ণীয়ে (১২) **সুধামা**। (ভাঃ ৮।১৩।২৯)

"সুধামাখ্যো হরেরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ।
অন্তরং সত্যসহসঃ সূনৃতায়াঃ সুতো বিভুঃ॥" ২১॥

ত্রয়োদশে দেবসাবর্ণীয়ে (১৩) **যোগেশ্বরঃ**। (ভাঃ ৮।১৩।৩২)

"দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্ত্তা দিবস্পতেঃ।
যোগেশ্বরো হরেরংশো বৃহত্যাং সম্ভবিষ্যতি॥"
ইতি॥ ২২॥

চতুর্দ্দশে ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে (১৪) **বৃহদ্ভানুঃ**। (ভাঃ ৮।১৩।৩৫)

"সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তথা হরিঃ।
বিনতায়াং মহারাজ! ক্রিয়াতন্তূন্ বিতায়িতা॥"
ইতি॥ ২৩॥

যজ্ঞ-বামনয়োস্তত্র পুনরুক্ততয়া দ্বয়োঃ।
মন্বন্তরাবতারাস্তু সংখ্যায়াং দ্বাদশোদিতাঃ॥ ২৪॥

॥ * ॥ ইতি মন্বন্তরাবতারঃ॥ * ॥

অথ যুগাবতারাঃ—

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥২৫
উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ।
মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ॥ ২৬॥*

অভিহিত হইয়া শম্ভুনামা ইন্দ্রের সহিত সখ্য বিধান করিবেন॥" ইতি॥ ১৯॥

একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১১) **ধর্ম্মসেতু**

"হরি আর্য্যক নামা পিতা হইতে বৈধৃতা নাম্নী মাতার গর্ভে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া 'ধর্ম্মসেতু'-নামে খ্যাতিলাভ-পূর্ব্বক লোকত্রয় পালন করিবেন॥" ইতি॥ ২০॥

দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১২) **সুধামা**

"হরি সত্যসহা নামক পিতা হইতে সুনৃতা নাম্নী মাতার গর্ভে অংশরূপে আবির্ভূত ও 'সুধামা' নামে অভিহিত হইয়া সেই রুদ্র সাবর্ণি মন্বন্তর পালন করিবেন॥"ইতি॥২১॥

ত্রয়োদশ দেবসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১৩) **যোগেশ্বর**

"হরি দেবহোত্রনামা পিতা হইতে বৃহতী নাম্নী জননীর গর্ভে অংশরূপে অবতরণপূর্ব্বক 'যোগেশ্বর'-নামে বিখ্যাত হইয়া দেবরাজের কার্য্যসাধন করিবেন॥"ইতি॥২২॥

চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১৪) **বৃহদ্ভানু**

"হে মহারাজ! হরি সত্রায়ণ নামা পিতা হইতে বিনতা নাম্নী মাতার গর্ভে প্রাদুর্ভূত ও 'বৃহদ্ভানু'-নামে বিশ্রুত হইয়া কর্ম্মসন্ততি বিস্তার করিবেন॥" ইতি॥ ২৩॥

লীলাবতার (কল্পাবতার) প্রকরণে (৫) যজ্ঞ এবং (১৮) বামনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এস্থানে পুনর্ব্বার উভয়ের গণনায় পুনরুক্তি হয়, অতএব মন্বন্তরাবতার সংখ্যায় এই দুইজনকে বাদ দিয়া দ্বাদশজনই অভিহিত হইলেন। অর্থাৎ কল্পাবতারের পঞ্চবিংশ সংখ্যার সহিত দ্বাদশ সংখ্যারই যোগ হইবে॥ ২৪॥

ইতি মন্বন্তরাবতার নিরূপণ॥

অনন্তর যুগাবতার

বর্ণ এবং নামদ্বারা হরি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরযুগে শ্যাম এবং কলিযুগে কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সেই সেই মন্বন্তরাবতারই উপাসনা বিশেষের নিমিত্ত সেই সেই মন্বন্তরের সত্যাদি যুগে যথাক্রমে শুক্লাদিরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন॥ ২৫-২৬॥ *

---

* এস্থানে সাধারণ যুগাবতারের কথাই বলা হইল। যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন, তৎকালে যেমন সেই যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন, সেইরূপ যে কলিতে স্বকান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতরণ করেন, তৎকালে সেই যুগের অবতার কৃষ্ণবর্ণ 'কৃষ্ণ' শ্রীচৈতন্যদেবেতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অন্যথায় "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য···শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" (ভাঃ ১০।৮।১৩) এই গর্গবাক্যে কলির অবতারের পীতবর্ণ এবং "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।২৭) এবং "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২) এই করভাজনোক্ত বাক্যে ভাগবতমতে এবং "সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গঃ···সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তঃ" ইত্যাদি মহাভারতে বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে কোন কোন কলির অবতারের পীতবর্ণ নির্দ্দেশের অসঙ্গতি হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব্যতীত এই সকল বিশেষণযুক্ত কোন অবতার নাই। সেজন্য

কল্প-মন্বন্তর-যুগ-প্রাদুর্ভাববিধায়িনঃ।
অবতারা ইমে ত্বেকচত্বারিংশদুদীরিতাঃ ॥ ২৭ ॥
বৃত্তা ব্রাহ্মাদয়ঃ কল্পাঃ পাদ্মান্তাস্তে সহস্রশঃ।
বর্ত্তমানস্তু কল্পোঽয়ং শ্বেতবারাহ উচ্যতে ॥২৮॥
ব্রাহ্মকল্প প্রথমজে ব্যক্তাঃ স্বায়ম্ভুবান্তরে।
কুমার-নারদাদ্যাশ্চ চাক্ষুষীয়াদিষূত্তরে ॥ ২৯ ॥
প্রায়ঃ স্বায়ম্ভুবাদ্যাখ্যাঃ কল্পে কল্পে ভবন্ত্যমী।
মনবস্তেঽবতারাশ্চ তথা যজ্ঞাদিনামকাঃ ॥ ৩০ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবজ্রপ্রশ্নঃ—

"য এতে ভবতা প্রোক্তা মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
নিত্যং ব্রহ্মদিনে প্রাপ্তে এত এব ক্রমাদ্দ্বিজ।
ভবন্ত্যতান্যে ধর্ম্মজ্ঞ এতং মে ছিন্ধি সংশয়ম্ ॥" ৩১ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়োত্তরম্—

"এত এব মহারাজ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
কল্পে কল্পে ত্বয়া জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩২ ॥
একরূপাস্ত্বয়া প্রোক্তা জ্ঞাতব্যাঃ সর্ব্ব এব হি।
কেচিৎ কিঞ্চিদ্‌বিভিন্নাশ্চ মায়য়া পরমেশিতুঃ ॥"
ইতি ॥ ৩৩ ॥

অবতারাশ্চতুর্দ্ধা স্যুরাবেশাঃ প্রাভবা অপি।
অথৈব বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থাশ্চ তত্র তে ॥ ৩৪ ॥
তত্রাবেশাবতারাস্তু জ্ঞেয়াঃ পূর্ব্বোক্তরীতিতঃ।
যথা কুমার-দেবর্ষি-বেণাঙ্গপ্রভবাদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

যথা পাদ্মে—

"আবিষ্টোঽভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরির্বিভুঃ ॥"৩৬॥

যথা তত্রৈব—

"আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শঙ্খী চক্রী চতুর্ভুজঃ।"
ইতি ॥ ৩৭ ॥

কল্পাবতার পঁচিশ, মন্বন্তরাবতার বার এবং যুগাবতার চারি সমুদায়ে একচল্লিশ অবতার কথিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

ব্রাহ্ম অবধি পাদ্ম পর্য্যন্ত কল্প, সহস্র সহস্রবার অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি বর্ত্তমান এই কল্পের নাম 'শ্বেতবরাহ' কল্প ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্ম (শ্বেতবরাহ) কল্পের প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে চতুঃসন ও নারদাদি পৃথু পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ অবতারের এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরাদিতে নৃসিংহাদির অভিব্যক্তি হইয়াছে।

প্রতিকল্পে প্রায়ই মনুগণের স্বায়ম্ভুবাদি-নামে এবং মন্বন্তরাবতারগণের যজ্ঞাদি নামে অভিব্যক্তি হয়।২৯-৩০॥

তাহাই শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবজ্রের প্রশ্ন "হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনি যে চতুর্দ্দশ মনুর নাম কীর্ত্তন করিলেন, ইহারাই কি প্রতিকল্পে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা অন্য কোন মহাত্মগণ মনু হইয়া থাকেন? আমার এই সংশয় ছেদন করুন॥" ৩১ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উত্তর—"হে মহারাজ! এই চতুর্দ্দশ মনুই প্রতিকল্পে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে তুমি কোন সংশয় করিবে না। তুমি সকল কল্পকেই একরূপ বলিয়া জানিবে। তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কখন বা কেহ কেহ কোন অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকেন॥" ইতি ॥ ৩২-৩৩ ॥

এই অবতারগণকে আবার প্রকারান্তরে বিভাগ করিতেছেন—আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবস্থ-ভেদে এই সকল অবতার চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রীতি-অনুসারে (২পৃষ্ঠার আবেশ-লক্ষণানুসারে) আবেশের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। যেমন চতুঃসন, নারদ এবং বেণের দেহ-জাত পৃথু প্রভৃতি ॥ ৩৪-৩৫ ॥

যথা পদ্মপুরাণে—"ভগবান্ হরি, কুমার এবং নারদে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।" পুনশ্চ সেই পদ্মপুরাণেই—"শঙ্খ-চক্রধারী চতুর্ভুজ হরি, পৃথুরাজে আবিষ্ট হইয়াছিলেন॥" ইতি ॥ ৩৬-৩৭ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদও 'ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।' (ভাঃ ৭।৯।৩৮) এই অবতার কোন কলিতে প্রচ্ছন্নরূপে আবির্ভূত হন বলিয়া ভগবান্ 'ত্রিযুগ' নামে প্রসিদ্ধ, বলিয়াছেন। সুতরাং "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ" এই হরিবংশবচন এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি বচন সাধারণ কলিপর এবং ভাগবতাদির বচন বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলিযুগপর জানিতে হইবে। তাহাতে কোন শাস্ত্রবাক্যেরই অসঙ্গতি হয় না।

আবিষ্টো ভার্গবে চাভূদিতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্ ।।৩৮।।

তথাহি—

"এতৎ তে কথিতং দেবি! জামদগ্ন্যস্য ধীমতঃ।
শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোঃ ।।"
ইতি ।। ৩৯ ।।

আবেশত্বং কল্কিনোঽপি বিষ্ণুধর্ম্মে বিলোক্যতে ॥৪০॥

যথা—

"প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষ্বিব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ।। ৪১ ।।
কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্।
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ।। ৪২ ।।
পূর্ব্বোৎপন্নেষু ভূতেষু তেষু তেষু কলৌ প্রভুঃ।
কৃত্বা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মনঃ ।।"
ইতি ।। ৪৩ ।।

অতোঽমীষ্ববতারত্বং পরং স্যাদৌপচারিকম্ ।। ৪৪ ।।

অথ প্রাভব-বৈভবাঃ।

হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থেভ্য ঊনকাঃ।
শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাৎ তে তত্তদাখ্যকাঃ ।।৪৫।।

প্রাভবাশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্রচক্ষুষা।
একে নাতিচিরব্যক্তা নাতিবিস্তৃতকীর্ত্তয়ঃ।
তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ ।।৪৬।।

অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যুর্মুনি চেষ্টিতাঃ।
ধন্বন্তর্যৃষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে ।। ৪৭ ।।

অথ স্যুর্বৈভবাবস্থাস্তে চ কূর্ম্মো ঋষাধিপঃ।
নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহ-হয়াননৌ ।। ৪৮ ॥

পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
ইত্যমী বৈভবাবস্থা একবিংশতিরীরিতাঃ ।। ৪৯ ।।
তত্র ক্রোড়-হয়গ্রীবৌ নবব্যূহান্তরোদিতৌ।
মন্বন্তরাবতারেষু চত্বারঃ প্রবরাস্তথা ।। ৫০ ।।

সেই পদ্মপুরাণেই বলিয়াছেন,—"হরি পরশুরামে আবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥" ৩৮ ॥

তাহাই বলিতেছেন—"হে দেবি! ভগবান্ হরির শক্ত্যাবেশাবতার মহাত্মা জমদগ্নিতনয় পরশুরামের চরিত্র তোমাকে বলিলাম ॥" ইতি ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কল্কীদেবেরও আবেশাবতারত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

যথা—"ভগবান্ হরি, প্রত্যক্ষরূপে কলিযুগে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হন না, কিন্তু সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরযুগে প্রত্যক্ষরূপে দেখা দিয়া থাকেন, সেজন্য তিনি শাস্ত্রে 'ত্রিযুগ'-নামে অভিহিত হইয়াছেন। কলিযুগের অবসানে ভগবান্ বাসুদেব, 'কল্কী'-নামক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণে প্রবেশ করিয়া জগৎ পালন করেন। হরি কলিযুগে পূর্ব্বোৎপন্ন সেই সেই মহত্তম প্রাণিবর্গে প্রবেশপূর্ব্বক আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।" ইতি ॥ ৪১-৪৩ ॥

অতএব কুমার (চতুঃসন), নারদ, পৃথু, পরশুরাম এবং কল্কীকে যে অবতার বলা হইয়াছে তাহা ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর প্রাভব ও বৈভবাবতার

যাঁহাদিগের রূপ হরির তুল্য, কিন্তু যাঁহারা পরাবস্থ হইতে ন্যূন, তাঁহাদিগকে 'প্রাভব' ও 'বৈভব' বলে। শক্তিপ্রকাশের তারতম্য অনুসারেই ইহারা যথাক্রমে 'প্রাভব' ও 'বৈভব' নামে অভিহিত হন ॥ ৪৫ ॥

শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা দ্বিবিধ 'প্রাভব' দেখা যায়। তন্মধ্যে একপ্রকার 'প্রাভব' অল্পকালমাত্র অভিব্যক্ত থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের কীর্ত্তিও লোকে বহুলরূপে বিস্তৃত হয় না। যেমন মোহিনী, হংস এবং শুক্লাদি যুগাবতার। অন্যবিধ অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী 'প্রাভব'গণ শাস্ত্রপ্রণয়নকর্ত্তা এবং প্রায় সকলের চেষ্টাই মুনিগণের ন্যায়। যেমন ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল ॥ ৪৬-৪৭ ॥

কূর্ম্ম, মৎস্য, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, প্রলম্বনিহন্তা বলরাম এবং যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার এই একবিংশতি অবতারকে 'বৈভবাবস্থ' বলে ॥ ৪৮-৪৯ ॥

এই একবিংশতির মধ্যে নবব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা) মধ্যে কথিত যে বরাহ ও হয়গ্রীব, মন্বন্তরাবতারের

তে তু শ্রীহরি-বৈকুণ্ঠৌ তথৈবাজিত-বামনৌ।
ষড়মী বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থোপমা মতাঃ॥ ৫১॥
কেষাঞ্চিদেষাং স্থানানি লিখ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ।
যত্র যত্র বিরাজন্তে যানি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদীনাং বাক্যং তত্র প্রমাণ্যতে॥৫২॥

তথাহি

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ।
মহাতলেতি বিখ্যাতো রক্তভৌমশ্চ পঞ্চমঃ॥
সরোবরং ভবেৎ তত্র যোজনানাং দশাযুতম্।
স্বয়ঞ্চ তত্র বসতি কূর্ম্মরূপধরো হরিঃ॥ ৫৩॥
তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ।
তত্রাস্তে সরসী দিব্যা যোজনানাং শতত্রয়ম্॥
তস্যাং স বসতে দেবো মৎস্যরূপধরো হরিঃ॥ ৫৪॥
নারায়ণো নরসখো বসতে বদরীপদে॥ ৫৫॥
নৃবরাহস্য বসতির্মহর্লোকে প্রকীর্ত্তিতা।
যোজানানাং প্রমাণেন অযুতানাং শতত্রয়ম্॥৫৬॥
অযুতানি চ পঞ্চাশৎ শেষস্থানং মনোহরম্॥ ৫৭॥
স এব লোকো বারাহঃ কথিতস্তু স্বয়ংপ্রভঃ॥
লোকোঽয়মণ্ডসংলগ্নঃ সর্ব্বাধস্তান্মনোহরঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ শ্বেতরূপধরোঽবসৎ॥ ৫৮॥
তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ।
পীতভৌমশ্চতুর্থস্তু গভস্তিতলসংজ্ঞকঃ॥
তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবো হয়শিরোধরঃ।
শশাঙ্কশতসঙ্কাশঃ শাতকুম্ভবিভূষণঃ॥ ৫৯॥
পৃশ্নিগর্ভস্য বসতির্ব্রহ্মণো ভুবনোপরি॥ ৬০॥
বাসস্তত্র প্রলম্বারের্যত্রৈবাঘরিপোর্ভবেৎ॥ ৬১॥
এতস্যৈবাংশভূতোঽয়ং পাতালে বসতি স্বয়ম্।
নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালাবিভূষিতঃ॥
ধারয়ন্ শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাং ফণাবলীম্।
লাঙ্গলী মুষলী খড়্গী নীলাম্বরবিভূষিতঃ॥ ৬২॥

মধ্যে প্রধানরূপে কথিত যে হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত এবং বামন, এই ছয় অবতার বৈভবাবস্থ হইলেও পরাবস্থ সদৃশ॥ ৫০-৫১॥

তাঁহাদের স্থান-নিরূপণ—ইঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় অবতারের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে যে স্থানে যে যে ধাম বিরাজমান, সেই সেই স্থান শাস্ত্রানুসারে লিখিত হইতেছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির বাক্যদ্বারা তাহা প্রমাণিত করিব॥৫২॥

তাহাই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেখাইতেছেন—সেই তলাতলের উপরিভাগে মহাতল। ইহার পরিমাণ তলাতলসদৃশ এবং ভূমি রক্তবর্ণ; তাহা সপ্ত পাতালের পঞ্চম স্থানীয়। এই মহাতলে লক্ষযোজনবিস্তৃত একটী উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। সেই সরোবরে কূর্ম্মরূপী সাক্ষাৎ হরি বাস করিতেছেন॥ ৫৩॥

ইহার উপরিভাগে রসাতল। রসাতলের পরিমাণও মহাতল তুল্য। সেই রসাতলে তিনশতযোজনপরিমিত একটী অপূর্ব্ব সরোবর আছে। তাহাতে মৎস্যরূপী শ্রীহরি বিরাজমান॥ ৫৪॥

নর-নারায়ণ বদরিকাশ্রমে বাস করিয়া থাকেন। নৃবরাহের বসতি স্থান মহর্লোক। তাঁহার বসতি স্থানের পরিমাণ ত্রিশলক্ষযোজন। শেষের বসতিস্থান পঞ্চলক্ষযোজন-পরিমিত॥ ৫৫-৫৭॥

চতুষ্পাদ বরাহের বসতিস্থান শেষস্থানসদৃশ ও স্বয়ংপ্রভ। সকলের নিম্নপ্রদেশে ব্রহ্মাণ্ডসংলগ্ন অতিমনোহর যে লোক আছে, ভগবান্ শ্বেতবরাহ সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন॥

তাহার উপরিভাগে 'গভস্তিতল'-নামক অপর একটী চতুর্থসংখ্যক লোক আছে। ইহার পরিমাণও শ্বেত বরাহ লোকসদৃশই এবং তাহার ভূমি পীতবর্ণ। এই স্থানে ভগবান্ হয়গ্রীব বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার দেহকান্তি শত শত চন্দ্রসদৃশ এবং বিভূষণ স্বর্ণময়॥ ৫৯॥

ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে পৃশ্নিগর্ভের বাসস্থান। যে গোকুলাদির মধ্যে অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন, প্রলম্বারি বলদেবও সেই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন। আর এই বলদেবেরই অংশভূত সঙ্কর্ষণ (শেষ) পাতালে বাস করিতেছেন। ইনি তালধ্বজ এবং বাগ্মী অর্থাৎ নিত্য সনকাদিকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়া থাকেন। তাঁহার কণ্ঠ বনমালায় বিভূষিত। ইনি মস্তকে রত্নপরম্পরায় উজ্জ্বলীকৃত বিচিত্র ফণাবলী ধারণ করিয়াছেন; ইনি হল, মুষল ও খড়্গধারী এবং পরিধেয় নীলাম্বরে বিভূষিত॥ ৬০-৬২॥

ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ হরের্লোকো বিরাজতে ॥৬৩

স্বর্লোকে বসতির্বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
তথা বৈকুণ্ঠলোকে চ স্বয়মাবিষ্কৃতো হি যঃ ॥৬৪॥

অজিতস্য নিবাসস্তু ধ্রুবলোকে সমস্থিতঃ।
ভুবর্লোকে তু বসতির্বামনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥
ত্রিবিক্রমস্য বসতিস্তপোলোকে প্রকীর্ত্তিতা।
তথাস্য ব্রহ্মলোকস্থো দিব্যো নারায়ণাশ্রমঃ ॥
ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ নিবাসোঽনেন নির্ম্মিতঃ ॥"

হরিবংশে সুরেন্দ্রেণ কথিতো যঃ সুরর্ষয়ে ॥ ৬৭ ॥

তথাহি হরিবংশে (১২৭।৩৭)—

"ইদং ভঙ্ক্ত্বা মদীয়ন্তু ভগবন্ বিষ্ণুনা কৃতম্।
উপর্য্যুপরিলোকানামধিকং ভুবনং মুনে ॥"ইতি ॥৬৮

সর্ব্বেষামবতারাণাং পরব্যোম্নি চকাসতি।
নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে ॥৬৯॥

তথাহি পাদ্মে—

"বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ।
অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্য-কূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ ॥"
ইতি ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি অবতার-তৎস্থাননিরূপণম্ ॥ * ॥

হরির লোক ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে বিরাজমান। মহাত্মা বিকুণ্ঠানন্দনের বসতিস্থান স্বর্গলোকে বিরাজিত, এবং স্বয়ং যাহাকে প্রকটন করিয়াছেন, সেই বৈকুণ্ঠলোকও তাঁহার বসতি স্থান ॥ ৬৩-৬৪ ॥

ভগবান্ অজিতের বসতিস্থান ধ্রুবলোক। মহাত্মা বামনের বসতিস্থান ভুবর্লোক। ত্রিবিক্রমের বসতিস্থান তপোলোক, ব্রহ্মলোকস্থিত দিব্য নারায়ণাশ্রম এবং ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে স্বনির্ম্মিতলোক। হরিবংশে দেবরাজ নারদকে এই লোকের কথা বলিয়াছেন ॥ ৬৫-৬৭ ॥

তাহাই হরিবংশে বলিতেছেন—"হে ভগবন্! ভগবান্ বিষ্ণু পাদপ্রহারদ্বারা আমার এই স্বর্গলোককে ভগ্ন করিয়া, স্বর্গের উপরিতন লোকসকলে অপূর্ব্ব লোকসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥" ইতি ॥ ৬৮ ॥

শাস্ত্রে দেখা যায়, পরব্যোমধামে সকল অবতারেরই পরমাশ্চর্য্য বসতিস্থানসকল শোভমান রহিয়াছে ॥ ৬৯ ॥

তাহাই পদ্মপুরাণে দেখা যায়—"সনাতন বৈকুণ্ঠ ভুবনে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি পরমোজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি অবতারসকল সর্ব্বদা বিরাজমান ॥" ইতি ॥ ৭০ ॥

ইতি অবতার ও অবতারগণের স্থাননিরূপণ ॥

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ

পরাবস্থানিরূপণম্

অথ কৃষ্ণো নরভ্রাতুরবতার ইতি ক্বচিৎ।
উপেন্দ্রস্যেতি চ ক্বাপি ভাত্যসৌ নাতিকোবিদাম্ ॥১

যথা স্কান্দে—

"ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাভিধৌ।
চন্দ্রবংশমনু প্রাপ্য জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনাবুভৌ ॥"২॥

শ্রীচতুর্থে চ (ভাঃ ৪।১।৪৯)—

"তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদু-কুরূদ্বহৌ ॥"৩ ॥

এতদুপোদ্বলকং শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৬৯।১৬)—

"সংপূজ্য দেবঋষিবর্য্যমৃষিঃ পুরাণো
নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।
বাণ্যাভিভাষ্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং
প্রাহ প্রভো ভগবতে করবাম হে কিম্ ॥"
ইতি ॥ ৪ ॥

উপেন্দ্রাবতারত্বঞ্চ যথা হরিবংশে শক্রবচনে (হঃ বং ১২৭।৩৪)—

"ঐন্দ্রং বৈষ্ণবমস্যৈব মুনে ভাগমহং দদৌ।
যবীয়াংসমহং প্রেম্না কৃষ্ণং পশ্যামি নারদ ॥"
ইতি ৫ ॥

তদেতদুভয়ত্বং ন ভবেৎ কৃষ্ণে বিরোধতঃ।
অংশত্বং হি তয়োরুক্তং পরাবস্থত্বমস্য তু ॥ ৬ ॥
নরভ্রাতুরিহাংশত্বম্ এতে চাংশেতি বক্ষ্যতে।
উপেন্দ্রস্য তথাত্বঞ্চ হরিবংশেঽপি দৃশ্যতে ॥ ৭ ॥

তথাহি দেবর্ষিবচনম্ (হঃ বং ১২৮।২১-২৩)—

"অদিত্যা তপসা বিষ্ণুর্মহাত্মারাধিতঃ পুরা।
বরেণ চ্ছন্দিতা তেন পরিতুষ্টেন চাদিতিঃ।
তয়োক্তস্ত্বাদৃশং পুত্রমিচ্ছামীতি সুরোত্তম ॥৮॥
তেনোক্তং ভুবনে নাস্তি মৎসমঃ পুরুষোঽপরঃ।
অংশেন তু ভবিষ্যামি পুত্রঃ খল্বহমেব তে ॥"
ইতি ॥ ৯ ॥

পঞ্চমপরিচ্ছেদ—পরাবস্থানিরূপণ

অনন্তর যাঁহারা শাস্ত্রার্থ সম্পূর্ণভাবে বিচার না করিয়া আপাতপ্রতীত অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ—কোন স্থানে নরভ্রাতা নারায়ণের এবং কোন স্থানে উপেন্দ্রের অবতার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

যথা স্কন্দপুরাণে—"হরির যে অংশদ্বয় নারায়ণ ও নর-নামে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥" ২ ॥

শ্রীচতুর্থস্কন্ধেও কথিত আছে—"ভগবান্ ক্ষীরাব্ধিপতি হরির নারায়ণ ও নর-নামক অংশদ্বয় পৃথিবীর ভারহরণার্থ ভূর্লোকে আগমন পূর্ব্বক যদু ও কুরুবংশে কৃষ্ণদ্বয় অর্থাৎ বাসুদেব ও অর্জ্জুনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥" ৩ ॥

এই মতের পোষক শ্রীদশমস্কন্ধের পদ্য—"পুরাণ-ঋষি নরভ্রাতা নারায়ণ শাস্ত্রোক্ত-বিধি-অনুসারে দেবর্ষি নারদকে পূজা এবং অমৃতসদৃশ মধুরবাক্যদ্বারা সন্তাষণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"হে প্রভো! আমি আপনার সন্তোষের নিমিত্ত কি করিব?" ইতি ॥ ৪ ॥

উপেন্দ্রের অবতারবিষয়েও হরিবংশে ইন্দ্রের বচন, যথা—"হে নারদ মুনে! আমি পূর্ব্বে যে যজ্ঞভাগ বিষ্ণুকে অর্পণ করিতাম, সেই যজ্ঞভাগ এই কৃষ্ণকেই দান করিয়াছি। স্নেহবশতঃ আমি শ্রীকৃষ্ণকে কনিষ্ঠভ্রাতা বামন বলিয়াই জানি ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নরভ্রাতা নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অবতার, এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যেহেতু নারায়ণ ও উপেন্দ্র অংশরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। "এতে চাংশকলাঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা বদরীপতি নারায়ণকে অংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর হরিবংশে উপেন্দ্রকে স্পষ্টই অংশাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৬-৭ ॥

সে মতে ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি—"পূর্ব্বকালে অদিতি তপস্যাদ্বারা পরমাত্মা বিষ্ণুকে আরাধনা করেন। ভগবান্ অদিতির আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর-

অথ কৃষ্ণে পরাবস্থভাবোঽগ্রে বক্ষ্যতে স্ফুটম্।
পরাবস্থশ্চ সম্পূর্ণাবস্থঃ শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ॥
তস্মাদংশত্বমেবাস্য বিরুদ্ধং স্ফুটমীক্ষতে॥ ১০॥
অর্থগত্যন্তরং তেষাং বচনানাঞ্চ দৃশ্যতে॥ ১১॥

তত্র ধর্ম্মপুত্রাবিত্যাদৌ কারিকা।—

নরনারায়ণৌ প্রাপ্যেত্যাত্মসাৎকৃত্য তৌ স্বয়ম্।
কৃষ্ণার্জ্জুনৌ চন্দ্রবংশমনু প্রকটতাং গতৌ॥ ১২॥

তাবিমাবিত্যাদৌ কারিকা।—

কর্ত্তারৌ তৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাবিহ।
দ্বাপরান্তে কর্ম্মভূতৌ আয়াতৌ কৃষ্ণ-ফাল্গুনৌ॥১৩

সংপূজ্যেত্যাদৌ কারিকাঃ।—

সর্ব্বাদাবুপদেষ্টৃত্বাদ্ যঃ পুরাণর্ষিরুচ্যতে।
নারাণাং পুরুষাণাং যত্ত্রয়াণামাশ্রয়ঃ স তু॥
নরেষু মর্ত্ত্যলোকেষু সহচারী ভবন্ স্বয়ম্।
তদ্ধর্ম্মমনুকৃত্যাত্র পূজয়ামাস তং মুনিম্॥
নারায়ণাখ্যেনাংশেন কৃষ্ণো যদ্যপি তদ্গুরুঃ।
নারদং পূজয়ামাস তথাপি ক্ষত্রলীলয়া॥ ১৪॥

ঐন্দ্রমিত্যাদৌ কারিকা।—

ইন্দ্রস্তু নাতিকৌবিদ্যান্মৎসরাচ্চোক্তবানিদম্।
তস্মাৎ কৃষ্ণস্য নো তত্তদ্রূপত্বং ঘটতে ক্বচিৎ॥১৫॥

অথ পরাবস্থাঃ। যথা পাদ্মে—

"নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্।
পরাবস্থাস্তু তে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ॥" ইতি॥১৬॥

তত্র শ্রীনৃসিংহঃ।—

"প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্॥"১৭॥
"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥"১৮
[ভাঃ ১।১।১, ১০।৮৭।১ স্বাঃ টীঃ]

প্রদানে উদ্যত হইলে তিনি (অদিতি) বলিয়াছিলেন,—"হে সুরোত্তম! আমি তোমার ন্যায় পুত্র ইচ্ছা করি।" তখন বিষ্ণু বলিলেন,—"লোকে আমার তুল্য অপর কোন পুরুষ নাই, অতএব আমিই অংশরূপে তোমার পুত্র হইব।" ইতি॥৮-৯॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থভাব অগ্রে সুস্পষ্টরূপে পরিকীর্ত্তিত হইবে। শাস্ত্রে সম্পূর্ণাবস্থকে 'পরাবস্থ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থাপন্ন, সেই হেতু তাঁহাকে বদরীপতি নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অংশ বলিয়া স্থাপন করা অত্যন্ত অসঙ্গত। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত বচন-পরম্পরার অর্থের বিভিন্ন গতি অর্থাৎ পরাবস্থপরতা দৃষ্ট হয়॥ ১০-১১॥

তন্মধ্যে 'ধর্ম্মপুত্রৌ' ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা—সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন—নর ও নারায়ণকে পাইয়া, আত্মসাৎ করিয়া চন্দ্রবংশে প্রকটতাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১২॥

'তাবিমৌ' ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা—কর্ত্তৃভূত হরির অংশ নারায়ণ ও নর এই দ্বাপরযুগের অবসানে কর্ম্মভূত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ নারায়ণ ও নর দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন॥ ১৩॥

'সংপূজ্য' ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা—কল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করায় যিনি পুরাণ ঋষি বলিয়া খ্যাত; নার অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ত্রিবিধ পুরুষের আশ্রয় হওয়ায় যিনি নারায়ণ বলিয়া উক্ত; আর নরের অর্থাৎ মর্ত্ত্য লোকের সহচর হওয়াতে যিনি নরসখা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যধর্ম্মের অনুকরণ করিয়া নারদকে পূজা করিয়াছিলেন। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ নারায়ণরূপে নারদের গুরু, তথাপি তিনি ক্ষত্র-লীলার অনুসরণ করিয়া নারদের পূজা করিয়াছিলেন॥ ১৪॥

'ঐন্দ্রম্' ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা—ইন্দ্র অজ্ঞতা ও মাৎসর্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণ বদরীপতি নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অবতার, একথা কোনরূপেই সম্ভাবিত হইতে পারে না॥১৫॥

অনন্তর **পরাবস্থ**—

যথা পাদ্মে—"নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ষাড়্গুণ্য বিদ্যমান আছে। যেমন প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের উৎপত্তি হইলেও সকল প্রদীপই সমানধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাম ও নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইলেও, এই তিনজনই ষাড়্গুণ্যের পরাবস্থাপন্ন।" ইতি॥

তন্মধ্যে **শ্রীনৃসিংহ**—"যিনি প্রহ্লাদের হৃদয়ে আনন্দঘনরূপে বিরাজমান এবং ভক্তবৃন্দের অবিদ্যার বিদারক,

"গম্ভীরগর্জ্জিতারম্ভ-স্তম্ভিতাম্ভোজসম্ভবঃ।
সংরম্ভঃ স্তম্ভপুত্রস্য মুনিনোজ্জৃম্ভিতো নৃপে॥" ১৯॥

যথা শ্রীসপ্তমে (ভাঃ ৭।৮।৩২-৩৩)—

"শটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্
গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ।
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভু-
র্নির্হ্রাদভীতা দিগিভা জহুর্দিশঃ॥ ২০॥
দ্যৌস্তচ্ছটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কুলা
প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাভিপীড়িতা।
শৈলাঃ সমুৎপেতুরমুষ্য রংহসা
তত্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে॥" ইতি॥ ২১॥

"উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিগ্রহঃ॥" ২২॥

[ভাঃ ৭।৯।১ স্বাঃ টীঃ]

অস্য শ্রীদিব্যসিংহস্য পরমানন্দ-তুন্দিলঃ।
শ্রীমন্নৃসিংহতাপন্যাং মহিমা প্রকটীকৃতঃ॥ ২৩॥
নৃসিংহস্য ভবেদ্বাসো জনলোকে মহাত্মনঃ।
সর্ব্বোপরিষ্টাচ্চ তথা বিষ্ণুলোকে প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৪॥

শ্রীরাঘবেন্দ্র।—

পূর্ব্বতোঽপ্যেষ নিঃশেষমাধুর্য্যামৃতচন্দ্রমাঃ।
ভাতি সদ্গুণসঙ্ঘেন তুঙ্গঃ শ্রীরঘুপুঙ্গবঃ॥ ২৫॥

পাদ্মে—

"বন্দামহে মহেশানং হরকোদণ্ড-খণ্ডনম্।
জানকী-হৃদয়ানন্দ-চন্দনং রঘুনন্দনম্॥" ২৬॥
অস্য জন্মোৎসবং ব্রূতে শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকা॥ ২৭॥
'উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসুযুতে মেষং গতে পূষণি।

যাঁহার অঙ্গকান্তি শারদীয়চন্দ্রসদৃশ, সেই নৃসিংহাস্য হরিকে বন্দনা করি।" "যাঁহার তুণ্ডাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করিতেছেন, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে লক্ষ্মী অবস্থিতা এবং হৃদয়ে অত্যুর্জ্জিত সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি দেদীপ্যমান্, আমি সেই নৃসিংহদেবকে ভজনা করি॥ ১৭-১৮॥

যাঁহার গম্ভীর গর্জনোদ্যম বিধাতাকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল, দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে সেই স্তম্ভপুত্র নৃসিংহদেবের ক্রোধ বর্ণন করিয়াছিলেন॥ ১৯॥

যথা শ্রীসপ্তমস্কন্ধে—"সেই নৃসিংহদেবের শটাদ্বারা আহত হইয়া মেঘসকল বিশীর্ণ, নেত্রজ্যোতির দ্বারা গ্রহগণ হতপ্রভ এবং নিশ্বাসবায়ুদ্বারা জলধিসমূহ বিক্ষোভিত হইয়াছিল। আর আক্রোশ শব্দ শ্রবণ করিয়া দিগ্‌গজগণ ভয়ে স্ব স্ব স্থান অর্থাৎ দিক্‌সকল পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার শটার আঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিমানাবলী আকাশমার্গকে সঙ্কুলিত করিয়াছিল, পাদনিপীড়িত হইয়া পৃথিবী স্বস্থানভ্রষ্টা, বেগদ্বারা ভূধরগণ উৎপতিত এবং অঙ্গজ্যোতির দ্বারা আকাশ ও দিক্‌সকল নিস্তেজ হইয়াছিল॥" ইতি।২০-২১॥

"সিংহ যেমন অন্যের নিকট উগ্রমূর্ত্তি হইয়াও স্বীয় সন্তানগণের নিকট সর্ব্বদাই অনুগ্র, তদ্রূপ এই নৃসিংহদেব অন্যের নিকট উগ্র হইয়াও স্বীয় ভক্তের নিকট সর্ব্বদাই অনুগ্ররূপে বর্ত্তমান॥" ২২॥

এই নৃসিংহদেবের পরম আনন্দময় মহিমা নৃসিংহতাপনী গ্রন্থে সুব্যক্ত রহিয়াছে। জনলোক এবং সর্ব্বোপরি বিরাজমান বিষ্ণুলোক অর্থাৎ পরব্যোম এই মহাত্মা নৃসিংহদেবের আবাসস্থান॥ ২৩-২৪॥

শ্রীরাঘবেন্দ্র (রাম)—অশেষমাধুর্য্য এবং সদ্গুণরাশির বহুলরূপে অভিব্যক্তি হওয়ায়, নৃসিংহদেব হইতে শ্রীরামচন্দ্রে ষাড়্‌গুণ্য-পূর্ত্তির আধিক্য রহিয়াছে॥ ২৫॥

পাদ্মে—"যিনি মৃত্যুঞ্জয়ের শরাসন ভঞ্জন করিয়াছিলেন এবং যিনি জানকীর হৃদয়ের আনন্দপ্রদ চন্দনস্বরূপ, সেই সর্ব্বেশ্বর রঘুনন্দনকে বন্দনা করি॥" ২৬॥

রামার্চ্চনচন্দ্রিকা-গ্রন্থে এই রঘুনাথের জন্মোৎসব বর্ণিত আছে॥ ২৭॥

যথা—যেকালে সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই পঞ্চ গ্রহ স্ব স্ব উচ্চ স্থানে অর্থাৎ মেষ, মকর, কর্কট, মীন এবং তুলার দশমাদি অংশে যথাক্রমে অবস্থিত, বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিগত এবং সূর্য্য মেষরাশিগত হইয়াছিলেন, সেই কালে যাঁহার বৈভব লোকাতীত, সেই অনির্ব্বচনীয় কোন মুখ্যতেজ, রাক্ষসকুলরূপ কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করিবার জন্য, অতি পবিত্র অযোধ্যারূপ অরণি হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥" ২৮॥

নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-
রাবির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ॥"২৮॥

একাদশে (ভাঃ ১১।৫।৩৪)—

"ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥" ২৯॥

শ্রীনবমে (ভাঃ ৯।১১।২০-২১)—

"নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত-
লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ।
রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ
কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ॥ ৩০॥
যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোঽধুনাপি
গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্।
তন্নাকপাল-বসুপাল-কিরীটজুষ্ট-
পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে॥" ইতি॥ ৩১॥

অত্র কারিকা।—

আত্তা প্রকটিতা লীলাতনুর্লীলাময়ী তনুঃ।
যেন তস্যেতি সাম্যেতি স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ো মতঃ॥
ধামস্বরূপং বিজ্ঞেয়মধিকেন সমেন চ।
বিমুক্তং ধাম যস্যেতি মাহাত্ম্যং সর্ব্বতোঽধিকম্।
যস্যাধিকঃ সমশ্চাত্র ক্বাপি নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥ ৩২॥
নাকপালা মহেন্দ্রাদ্যা বসুপা বসুধাধিপাঃ॥ ৩৩॥
বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম-লক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী॥ ৩৪॥
পাদ্মে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ।
শেষশ্চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চ ক্রমাৎ স্যুর্লক্ষ্মণাদয়ঃ॥ ৩৫॥
মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেঽস্য বসতিঃ স্মৃতা।
মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্ত্তিতা॥ ৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। বিল্বমঙ্গলে—

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥" ৩৭॥

একাদশ স্কন্ধে—"হে ধর্ম্মিষ্ঠ নিমিরাজ! যে চরণ পিতা দশরথের আজ্ঞায় অন্যের সুদুস্ত্যজ, দেবগণেরও অভীপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, এবং প্রেয়সী সীতাদেবীর অভীষ্ট কনকমৃগের অনুগমন করিয়াছিলেন, হে পুরুষোত্তম! তোমার সেই চরণারবিন্দ বন্দনা করি॥" ২৯॥

শ্রীনবমস্কন্ধে—"যিনি ব্রহ্মাদিদেবগণের প্রার্থনায় লীলাময়ী তনু প্রপঞ্চগোচর করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার অধিক ও সমান নাই, সেই রঘুপতির অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসকুলের সংহার এবং সমুদ্রে সেতুবন্ধন কীর্ত্তি-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আর শত্রুবিনাশের নিমিত্ত বানরগণ কি সেই রঘুপতির সহায় হইতে পারে? তবে এ সকল তাঁহার কেবল বিনোদন (লীলা) মাত্র॥ ৩০॥

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ পুণ্যশ্লোক রাজগণের সভায় অদ্যাপি যাঁহার দিগন্তব্যাপী এবং পাপবিনাশক যশোরাশি গান করিয়া থাকেন, আর ত্রিদিবপতি ও বসুধাধিপতিগণের কিরীটসমূহ যাঁহার চরণারবিন্দযুগলের পরিচর্য্যা করে, আমি সেই রঘুপতির শরণ লইলাম॥" ইতি॥ ৩১॥

এই দুই শ্লোকের কারিকা—তন্মধ্যে 'আত্তলীলাতনোঃ' ইহার ব্যাখ্যা—আত্ত—প্রকটিত, লীলাতনু—লীলাময়বিগ্রহ, অর্থাৎ যিনি লীলাময়ী তনুকে প্রকটিত করিয়াছেন। 'অধিকসাম্যবিমুক্ত-ধাম্নঃ' ইহার ব্যাখ্যা—সাম্য—সম (সমশব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়দ্বারা সাম্যপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে), ধাম-স্বরূপ। যাঁহার ধাম অধিক ও সম-রহিত, অর্থাৎ কোথাও যাঁহার অধিক ও সমান কিছু নাই। ইহাদ্বারা যাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্বাধিক, ইহাই নিশ্চয় হইল। 'নাকপাল' ইত্যাদি ব্যাখ্যা,—নাকপাল—ইন্দ্রাদিদেবতা, বসুপাল—পৃথিবীর অধিপতি রাজগণ॥ ৩২-৩৩॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে রামকে নারায়ণ এবং লক্ষ্মণাদিকে যথাক্রমে শেষ, চক্র এবং শঙ্খ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই রাঘবেন্দ্রের বসতি-স্থান মধ্যদেশস্থিত অযোধ্যাপুরী এবং মহাবৈকুণ্ঠলোক॥ ৩৪-৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণ—বিল্বমঙ্গলে—"পদ্মনাভের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বিবিধ অবতার থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণভিন্ন এমন কেই বা আছেন,

পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পীযূষাপূর্ব্ববারিধিঃ।
দেবকীনন্দনস্ত্বেষ পুরঃ পরিচরিষ্যতে ॥ ৩৮ ॥
যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুষ্টয়ে।
ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এব চ ॥ ৩৯ ॥
ননু সিংহাস্য-রামাভ্যাং সাম্যমস্যাগতং স্ফুটম্।
ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়প্রক্রিয়াত্র বিলোক্যতে ॥ ৪০ ॥

তত্র মৈত্রেয়প্রশ্নঃ, চতুর্থেঽংশে (বিঃ পুঃ ৪।১৫।১-১০)—

"হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা।
অবাপ নিহতো ভোগান্ অপ্রাপ্যান্ অমরৈরপি ॥৪১
নালভৎ তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ।
সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ ॥"৪২॥

শ্রীপরাশরোত্তরং—

"দৈত্যেশ্বরস্য বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতিবিনাশ-
কারিণা অপূর্ব্বতনুগ্রহণং কুর্ব্বতা নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্
তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যেতৎ ন মনস্যভূৎ।
নিরতিশয়-পুণ্যজাত-সমুদ্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজো-
দ্রেকপ্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোঽবাপ্ত-
বধহৈতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিক্য-
ধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ ॥ ৪৩ ॥

নাতস্তস্মিন্ননাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্য-
নালম্বনীকৃতে মনসস্তল্লয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্ত-
চেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ। নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্বিপক্ষতোঽন্তঃকরণে মানুষ-
বুদ্ধিরেব কেবলম্ অস্যাভূৎ। পুনরপ্যচ্যুতবিনিপাতন-
মাত্রফলম্ অখিল ভূমণ্ডলশ্লাঘ্যং চেদিরাজকুলে জন্ম
অব্যাহতঞ্চৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চাবাপ ॥ ৪৫ ॥

তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্।
ততশ্চ তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুত-

যিনি লতা পর্য্যন্তকেও প্রেম দান করিয়া থাকেন॥" ৩৭ ॥

পরমৈশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যামৃতের অলৌকিক সমুদ্র এই দেবকীনন্দনের পরিচয় অগ্রে প্রদান করিব। ব্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও গোলোক—এই চারি স্থানে তাঁহার বাস, ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে॥ ৩৮-৩৯ ॥

যদি বল পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বারা রাম ও নৃসিংহের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমতা হইয়া উঠিল, এই আশঙ্কা নিরাসার্থ এইস্থানে বিষ্ণুপুরাণের প্রক্রিয়া দেখাইতেছি॥ ৪০ ॥

সেই বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ অংশে মৈত্রেয়প্রশ্ন—"হিরণ্যকশি-পুর এবং রাবণের দেহ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, যে দৈত্য দেবগণেরও দুর্ল্লভ ভোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তি-লাভ করিতে পারে নাই, সেই দৈত্য আবার শিশুপালের দেহে কি করিয়া শাশ্বত শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিল?" ॥ ৪১-৪২ ॥

শ্রীপরাশরের উত্তর—"অখিল লোকের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা ভগবান্ দৈত্যেশ্বরের বধার্থ অলৌকিক শরীর গ্রহণপূর্ব্বক নৃসিংহমূর্ত্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হিরণ্যকশিপুর নৃসিংহদেবে 'ইনি বিষ্ণু' এই বুদ্ধি না হইয়া কোন পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে হইয়াছিল। রজোগুণের প্রাবল্যবশতঃ মৃত্যুসময়ে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কেবল তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্তিফলে রাবণদেহে ত্রৈলোক্য-সুদুর্ল্লভ নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

এই নিমিত্ত সেই অনাদিনিধন পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে মনোবৃত্তির বিষয় না করিতে পারায়, তাহার মন সেই নৃসিংহরূপী ভগবানে বিলীন হইতে পারে নাই। রাবণদেহে কামাসক্তচিত্ততাহেতু জানকীতে আসক্ত হইয়া, দাশরথি-রূপে প্রকট শ্রীভগবানের রূপ দর্শনমাত্রই করিয়াছিল। মরণ সময়ে শ্রীরামে বিষ্ণু-বুদ্ধি না হইয়া তাহার অন্তঃকরণে কেবল মনুষ্য বুদ্ধিই উদিত হইয়াছিল। পুনরায় (দ্বিতীয়বার) শ্রীরামের হস্তে নিধনমাত্রের ফলে শিশুপালদেহে অখিল-ভূমণ্ডলের শ্লাঘনীয় চেদিরাজ-বংশে জন্ম এবং অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল ॥ ৪৪-৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণে বাসুদেবাদি সমস্ত ভগবন্নামের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেজন্য শিশুপাল সেই সকল সকারণ নাম-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল। বহুজন্ম পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে বিদ্বেষ করায় তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং অনবরত বৈরানুবন্ধহেতু নিন্দন ও তর্জ্জনাদিতে সেই সকল ভগবন্নামের উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল-বৈরিতার প্রভাবে অটন, ভোজন, স্নান, উপ-

নাম্নামনবরতানেকজন্মসম্বন্ধি-তদ্দ্বিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তো বিনিন্দনসন্তর্জ্জনাদিষূচ্চারণমকরোৎ। তচ্চ রূপমুৎফুল্ল-পদ্মদলামলাক্ষমত্যুজ্জ্বল পীতবস্ত্রধার্য্যমল-কিরীট-কেয়ূর-কটকোপ-শোভিতমুদার-পীবর-চতুর্ব্বাহু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরমতিপ্ররূঢ়বৈরানুভাবাদটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষ্বশেষা-বস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্যাত্ম চেতসঃ ॥ ৪৬ ॥

ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্ আত্মবিনাশায় ভগবদস্ত-চক্রাংশুমালোজ্জ্বলম্ অক্ষয়তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মভূতম্ অপগতদ্বেষাদিদোষ ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ ॥ ৪৭ ॥

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতস্তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘসঞ্চয়ো ভগবতা তেনান্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ ॥ ৪৮ ॥

এতচ্চ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদি-দুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ভক্তিমতাম্ ॥ ৪৯ ॥ ইতি।

নোক্তং পরাশরেণাত্র স্থিতৌ তৌ পার্ষদাবিতি।
কিন্তূদ্ভয়োস্তয়োরাসীজ্জন্ম ত্রয়মি তীরিতম্ ॥ ৫০ ॥

অতঃ সর্ব্বেষু কল্পেষু ন তৌ পার্ষদজৌ মতৌ।
অন্যথা ন তয়োঃ পাতঃ প্রতিকল্পং সমঞ্জসঃ ॥ ৫১ ॥

পরাশরেণ যদ্গদ্যং মৈত্রেয়ায়োত্তরীকৃতম্।
শ্লোকীকৃত্য তদেবেদং সংক্ষেপেণ বিলিখ্যতে ॥ ৫২ ॥

নৃসিংহরূপং হরিণা যদাবিষ্কৃতমদ্ভুতম্।
হিরণ্যকশিপোরস্মিন্ বিষ্ণুবুদ্ধির্ন নিশ্চিতা ॥ ৫৩ ॥

কিন্ত্বেষ পুণ্যসম্পন্নঃ কোঽপীতি কৃতনিশ্চয়ঃ।
রজ-উদ্রিক্ততা-নুন্ন-মতিস্তদ্ভাবযোগতঃ ॥ ৫৪ ॥

ততোঽবাপ্ত বিনাশৈকহেতুকাম্ অখিলোত্তমাম্।
অবাপ ভোগসম্পত্তিং রাবণত্বে সুদুর্ল্লভাম্ ॥ ৫৫ ॥

বেশন ও শয়নাদি ভিন্ন ভিন্ন সকল অবস্থাতেই প্রফুল্ল পদ্মপত্রসদৃশ অমললোচনযুগলে রমণীয়, অতিশয় উজ্জ্বল পীতবসনবিশিষ্ট, দীপ্যমান কিরীট, কেয়ূর ও বলয়দ্বারা সুশোভিত, সুবলিত ও আয়ত চতুর্ভুজ-ভূষিত, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মদ্বারা অলঙ্কৃত সেই ভগবদ্রূপ কিছুতেই শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং সেই রূপের ধ্যান করিতে করিতে অন্ত সময়ে দ্বেষাদিজনিত অপরাধ বিনষ্ট করিয়া নিজবিনাশের জন্য ভগবৎপ্রক্ষিপ্ত সুদর্শনচক্রের কিরণমালায় উজ্জ্বলীকৃত অক্ষয় তেজোরূপ পরব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

ভগবৎস্মরণপ্রভাবে যাহার সমস্ত কর্ম্মবন্ধনরূপ পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই শিশুপাল তৎক্ষণাৎ ভগবৎপ্রেরিত সুদর্শনদ্বারা নিহত হইয়া তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাতেই মিলিত হইয়াছিল অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়াছিল। হে মৈত্রেয়! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সকল প্রশ্নের এই প্রত্যুত্তর দিলাম। বৈরানুবন্ধেও এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া যখন সুরাসুরের দুর্ল্লভ ফল লাভ হয়, তখন ভক্তিমানেরা যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবেন তাহাতে আর সংশয় কি?" ইতি ॥ ৪৮-৪৯ ॥

সেই দুই দৈত্য পূর্ব্বে ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয় ছিলেন, পরাশর এই কথা না বলিয়া তাহাদিগের তিনবার জন্ম হইয়াছিল, এইমাত্রই বলিলেন। অতএব সেই ভগবৎপার্ষদদ্বয়ই যে সকল কল্পে অসুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, ইহা পরাশরের অভিপ্রেত নহে। তাহা না হইলে প্রতিকল্পেই ভগবৎপার্ষদের পতন হয়, এরূপ কথা বড়ই অসঙ্গত ॥

পরাশর যে গদ্যের দ্বারা মৈত্রেয় ঋষির প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে শ্লোকদ্বারা তাহারই সংক্ষিপ্তবিবরণ লিখিতেছি। ভগবান্ যে অলৌকিক নৃসিংহরূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি হয় নাই, কিন্তু কোন পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়াছিল। বর্দ্ধিত রজোগুণের প্রভাবে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, 'ইহা একটী তেজস্বী প্রাণী' এইরূপ ভাবনাবশতঃ অন্তসময়ে সেই রূপের চিন্তা করিতে পারে নাই। সুতরাং সেই রজোভাবের সংসর্গে কেবল নৃসিংহহস্তে মরণজনিত সর্ব্বোত্তম এবং সুদুর্লভ ভোগসম্পত্তি রাবণদেহে-লাভ করিয়াছিল ॥ ৫২-৫৫ ॥

বিষ্ণুত্বানিশ্চয়ান্নাতিদ্বেষান্নাবেশসন্ততিঃ।
তাং বিনা চ ভবেদ্ দ্বেষো নরকায়ৈব বেণবৎ ॥ ৫৬ ॥
কিন্ত্বস্য সম্পৎসম্প্রাপ্তিস্তৎকরেণ মৃতেঃ পরম্।
এবমাহৈবশব্দেন তৎসাদ্‌গুণ্যমনুস্মরন্ ॥ ৫৭ ॥
আবেশাভাবতো দোষানাশাচ্ছুদ্ধমপশ্যতঃ।
প্রকটেঽপি পরব্রহ্মরূপে তত্রাস্য নো লয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
রাবণত্বে মহাকাম-পরাধীনীকৃতাত্মনঃ।
তদ্বন্মনুষ্যধীরস্য শ্রীরামেঽভূন্মৃতাবপি ॥ ৫৯ ॥
অতোঽসৌ চেদিরাজত্বে পুনরাপোত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥
তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামেব নাম্নাং রমাপতেঃ।
কারণানি প্রবৃত্তেস্তু নিমিত্তান্যভবং স্তদা ॥ ৬১ ॥
তেন নিশ্চিত্য তং বিষ্ণুং স্বস্য দ্বির্মরণং যতঃ।
অতিদ্বেষান্মহাবেশাৎ তানি নামানি সর্ব্বশঃ।
জজল্প সততং শশ্বন্নিন্দা-সন্তর্জ্জনাদিষু ॥ ৬২ ॥

রূপঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরেবেতি নিশ্চয়াৎ।
নামবৎ তচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চৈব সংস্মরন্ ॥
দগ্ধ-তদ্দ্বেষজাঘৌঘঃ ক্ষিপ্তে চক্রে চ তদ্রুচা।
অপেতদৈত্যভাবোঽন্তে তথা সংস্কৃতদৃষ্টিকঃ ॥
তদা তুজ্জ্বলমদ্রাক্ষীৎ পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥ ৬৩ ॥
তদৈব চক্রঘাতেন দৈত্যদেহে বিনাশিতে।
তদেব ব্রহ্ম পরমমনুলীনত্বমাযযৌ ॥ ৬৪ ॥
ইত্যুক্ত্বাপ্যত্র বক্যাদের্মোক্ষমপ্যর্ভলীলয়া।
অমোক্ষং কালনেম্যাদেরন্যত্রাপীশচেষ্টয়া।
মুনিঃ স্মৃত্বা পুনঃ প্রাখ্যৎ 'অয়ং হি ভগবান্'
ইতি ॥ ৬৫ ॥
হি প্রসিদ্ধময়ং কৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মেব যৎ।
প্রীণতাং দ্বিষতাং চাতশ্চেতাংস্যাকর্ষতি দ্রুতম্।
তস্মাৎ কীর্ত্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্যং চিত্রমত্র ন ॥৬৬॥

বিষ্ণু বলিয়া অনিশ্চয়ে এবং অতিশয় বিদ্বেষের অভাবে তাহাতে অবিচ্ছেদ আবেশ হইতে পারে নাই। বেণরাজ প্রভৃতির ন্যায় আবেশরহিত দ্বেষ কেবল নরকেরই কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু রাবণদেহে তাদৃশ সম্পত্তিলাভ যে কেবল নৃসিংহদেবের হস্তে মরণের ফল, ভগবানের অসাধারণ গুণপরম্পরা স্মরণ করিয়া, ইহাই গদ্যস্থ 'এব'-শব্দদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

অত্যন্ত আবেশ না হইলে নিন্দাদিজনিত দোষরাশির শান্তি হইতে পারে না। দোষক্ষয় না হইলে ভগবানের শুদ্ধ স্বরূপ অনুভবের বিষয় হয় না। অতএব পরব্রহ্ম ভগবান্ নৃসিংহদেব সম্মুখে প্রকট থাকিতেও হিরণ্যকশিপু তাঁহাতে সাযুজ্যলাভ করিতে পারে নাই। রাবণ হইয়াও তাহার চিত্ত মহাকামার্ত্ত হওয়ায়, মরণ সময়েও শ্রীরামে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় তাহার মনুষ্যবুদ্ধি ছিল ॥ ৫৮-৫৯ ॥

এই নিমিত্ত সেই দৈত্য শিশুপাল হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বোত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ করে। রমাপতি বিষ্ণুতে বাসুদেবাদি-নাম-প্রবৃত্তির যে সকল কারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণেও সেই সকল নামের কারণ বা প্রবৃত্তির হেতু বিদ্যমান ছিল। সেই নাম সকলের যোগহেতু সে তৎকালে 'আমার পূর্ব্বজন্মদ্বয়ে হন্তা এই শ্রীকৃষ্ণ' ইহাই নিশ্চয় করিয়া সাতিশয় দ্বেষজনিত আবেশবশতঃ নিরন্তর নিন্দা ও তর্জ্জনাদিতে সেই সকল নাম কীর্ত্তন করিত ॥ ৬০-৬২ ॥

আর তাদৃশ চতুর্ভুজাদি রূপ দর্শনেও বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় নামের ন্যায় পরম আবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই সেই রূপও সে চিন্তা করিত। তাহাতে দ্বেষজনিত পাপরাশি ভস্মীভূত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত সেই সুদর্শন-চক্রের প্রভাবে তাহার দৈত্যভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। সুতরাং তখন সে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া অত্যুজ্জ্বল নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে, এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুদর্শনদ্বারা দৈত্যদেহ নিপাতিত হইলে পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৩-৬৪ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষজনিত অত্যাবেশবশতঃ শিশুপাল তাঁহাতে সাযুজ্যলাভ করিয়াছিল, এই কথা বলিয়াও—এই শ্রীকৃষ্ণে বাল্যলীলাচ্ছলে পূতনাদির মোক্ষ এবং অবতারান্তরে ঐশিকী চেষ্টাতেও কালনেমি প্রভৃতির মোক্ষাভাব আলোচনা করিয়া পরাশর পুনর্ব্বার 'অয়ং হি ভগবান্' ইত্যাদি গদ্য কীর্ত্তন করিলেন ॥ ৬৫ ॥

গদ্যস্থ 'হি' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি। যেহেতু এই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ

ইতি বিজ্ঞায় গদ্যানাং হার্দ্দং সৌহার্দ্দতঃ স্ফুটম্।
তস্মাৎ স এব কৈমুত্যাদ্ভজনীয়তয়েষ্যতে ॥ ৬৭ ॥
অথাখিলানাং নাম্নাঞ্চ প্রবৃত্তৌ কারণং শৃণু ॥৬৮॥
লক্ষ্মীশনামান্যেবাত্র প্রবৃত্তেহেতুসাম্যতঃ।
তথৈব হেতুভেদাচ্চ বর্ত্তন্তে যদুপুঙ্গবে ॥ ৬৯ ॥
দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শার্ঙ্গী গরুড়বাহনঃ।
পীতাম্বরশ্চক্রপাণিঃ শ্রীবৎসাঙ্কশ্চতুর্ভুজঃ॥
ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তেহেতুসাম্যতঃ ॥ ৭০ ॥
বসুদেবস্য পুত্রত্বাৎ বাসুদেবো নিগদ্যতে।
মধুবংশে যতো জাতঃ কথ্যতে মাধবস্ততঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রীহরিবংশেঽপি (৬৩।৩৬)—

"স চ তেনৈব নাম্নাত্র কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ।
গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে ॥"৭২॥

তত্রৈব (১৫৮।৩০-৩২)—

"অধোঽনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা।
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রী শকুনীবেশধারিণী ॥
পূতনানাম সা ঘোরা মহাকায়া মহাবলা।
বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে ॥ ৭৩ ॥
দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ।
পুনর্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ ॥"ইতি৭৪॥
এষোঽধঃ শকটস্যাক্ষে পুনর্জাত ইবেত্যতঃ।
অধোক্ষজ ইতি প্রাহুরিতি টীকা কৃতোদিতম্ ॥৭৫॥

তত্রৈব (৭৫।৪২ —

অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ।
গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং গাস্যন্তি
ভুবি শাশ্বতম্ ॥" ৭৬ ॥

বিদ্বেষকারীর চিত্তও শীঘ্র আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই হেতু 'দ্বেষাদিতেও কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিলে যে উত্তম গতি প্রদান করেন' ইত্যাদি মাহাত্ম্য তাঁহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ নিরপেক্ষভাবে গদ্যের অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে অবগত হইয়া সেই অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণই কৈমুত্যন্যায়ে ভজনীয়রূপে ঈপ্সিত হইতেছেন ॥ ৬৬ ৬৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের 'দৈত্যারি' প্রভৃতি নামাবলীর প্রবৃত্তির হেতু শ্রবণ কর। যে সকল নাম যে কারণে নারায়ণে প্রবৃত্ত, তন্মধ্যে কতিপয় নাম সেই কারণে এবং কতিপয় নাম অন্য কারণে শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দৈত্যারি, পুণ্ডরীকাক্ষ, শার্ঙ্গী, গরুড়বাহন, পীতাম্বর, চক্রপাণি, শ্রীবৎসাঙ্ক এবং চতুর্ভুজ প্রভৃতি নামসকল তুল্যকারণে নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৮-৭০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র বলিয়া 'বাসুদেব' এবং মধুবংশে জাত বলিয়া 'মাধব'-নামে অভিহিত হন। শ্রীহরিবংশেও "যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদরে দাম বন্ধন করায় সেই নামেই ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'দামোদর' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥" ৭১-৭২ ॥

সেই হরিবংশেই —"শকটের নিম্নবর্ত্তী লঘুপর্য্যঙ্কে শায়িত শ্রীকৃষ্ণ সেই শকটের অধোভাগে শয়ন করিয়াই, যে ধাত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বিষাক্তস্তন অর্পণ করিতেছিল, সেই মহাকায়া ও মহাবলা, নীচাশয়া ও ভয়ঙ্করী, শকুনীরূপা রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তখন ব্রজবাসীসকলে মৃতা রাক্ষসীকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই শ্রীকৃষ্ণ আবার জন্মগ্রহণ করিলেন' এই নিমিত্ত তিনি 'অধোক্ষজ'-নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥" ইতি ॥ ৭৩-৭৪ ॥

'এই শ্রীকৃষ্ণ আবার যেন শকটের অধঃস্থিত অক্ষে জন্মগ্রহণ করিলেন, এই হেতু তাঁহাকে অধোক্ষজ বলে', টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

সেই হরিবংশেই ইন্দ্রের উক্তি—"আমি দেবগণের ইন্দ্র, আর তুমি গোগণের ইন্দ্র হইলে; এই নিমিত্ত ভূমণ্ডলে সকল লোক তোমাকে 'গোবিন্দ' বলিয়া চিরকাল কীর্ত্তন করিবে। সেই হরিবংশেই (ইন্দ্রের উক্তি)—"হে কৃষ্ণ! গোগণ যেমন তোমাকে আমার উপরিভাগে ইন্দ্ররূপে স্থাপিত করিলেন, তেমনই স্বর্গে দেবগণ তোমাকে 'উপেন্দ্র' বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন ॥" ৬ ৭৭ ॥

তত্রৈব (৭৫।৪৬)—

"মমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ।
উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতাঃ॥"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৫।১৬।২৩)—

"যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন।
তস্মাৎ কেশবনাম্না ত্বং লোকে জ্ঞেয়ো
ভবিষ্যসি॥" ইতি ৭৮॥

ইত্যাদিন্যত্র নামানি প্রবৃত্তেহেঁতুভেদতঃ।
এষাং প্রবৃত্তেহেঁতুত্বমন্যদেব রমাপতৌ॥ ৭৯॥
কিঞ্চাসুরাণাং দ্বিষতাং কৃষ্ণমপ্রাপ্য নান্যতঃ।
কুতোঽপি মুক্তিরিত্যাখ্যাদেবকারদ্বয়েন সঃ॥৮০॥

তথাহি শ্রীগীতায় (১৬।১৯-২০)

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥৮১॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
॥ ৮২ ॥ ইতি

মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ।
তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি
হি স্ফুটম্॥ ৮৩॥
তস্মাৎ ত্রয়াণামেবায়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যত্র বিস্ময়ঃ।
কো বা স্যাৎ ন তথা যস্মাৎ স্বভাবোঽন্যত্র
দৃশ্যতে॥ ৮৪॥
অতো মন্বক্ষরমনোঃ কল্পে স্বায়ম্ভুবাগমে।
পূজ্যন্তেঽস্যাবৃতিত্বেন রাম-সিংহাননাদয়ঃ॥ ৮৫॥
নন্বিদং শ্রূয়তে শাস্ত্রে মহাবারাহবাক্যতঃ।
"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হ্রানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
পরমানন্দ-সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥

কিঞ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

"মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ॥" ইতি
তস্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্বয়া॥৮৬

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"হে জনার্দ্দন! দুরাত্মা কেশিদানবকে বধ করায় তুমি লোকে 'কেশব'-নামে অভিহিত হইবে॥" ইতি॥ ৭৮॥

ইত্যাদি নামসকল হেতু-ভেদে এই শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু নারায়ণে এই সকল নামের প্রবৃত্তির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত আছে॥ ৭৯॥

বিদ্বেষ্টা অসুরগণ কৃষ্ণকে না পাইয়া (অর্থাৎ কৃষ্ণভিন্ন অন্য কোন অবতার হইতে) মুক্তিলাভ করিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ (গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে) 'এব'-কার দুইটীতে এই কথাই বলিয়াছেন॥ ৮০॥

যথা গীতায় শ্লোকদ্বয়ে ভগবদুক্তি—"আমি সেই সাধু-বিদ্বেষী, নিষ্ঠুর, অশুভস্বরূপ নরাধমদিগকে এই সংসার মধ্যেই আসুরী যোনিসমূহে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়, (সুতরাং) আমাকে না পাইয়াই তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট গতি লাভ করে॥ ৮১ ৮২॥

আমার শত্রুগণ যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত অধম-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই অর্থই (গীতার উক্ত শ্লোকদ্বয়ে) সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে॥৮৩॥

অতএব (নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ) এই তিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রেষ্ঠ, ইহার কি-ই বা বিস্ময় হইতে পারে? কারণ তাদৃশ (হতারিগতিদায়কত্ব) স্বভাব অন্যাবতারে পরিদৃষ্ট হয় না॥ ৮৪॥

সুতরাং স্বায়ম্ভুবাগমে-চতুর্দ্দশাক্ষর-মন্ত্রের বিধানস্থলে রাম নৃসিংহাদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণ রূপে পূজিত হইয়াছেন॥ ৮৫॥

এই স্থানে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইতে পারে যে, মহাবরাহ-পুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়—"সেই পরমাত্মা হরির সর্ব্ববিধ দেহই নিত্য এবং সর্ব্ববিধ দেহই জগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে; ঐসকল কলেবর হানোপাদান শূন্য, সুতরাং কখনই মায়ার ক্রিয়া নহে। সকল কলেবরই প্রগাঢ় পরমানন্দ, একমাত্র চিন্ময়রসস্বরূপ, সর্ব্বগুণান্বিত এবং সমস্ত দোষ-শূন্য।" ইতি।

অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ।
তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ ॥৮৭॥
অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশপ্রকাশিতা।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিতা ॥ ৮৮ ॥
শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ ॥ ৮৯ ॥
শক্তের্ব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্ ॥ ৯০ ॥
শক্তিঃ সমাপি পুর্য্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ।
শীতাদ্যার্ত্তিক্ষয়েনাগ্নিপুঞ্জাদেব সুখং ভবেৎ ॥ ৯১ ॥
এবমেব গুণাদীনামাবিষ্কারানুসারতঃ।
ভবধ্বংসেন সৌখ্যং স্যাৎ ভক্তাদীনাং যথাযথম্ ॥৯২॥

কিঞ্চ—

একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা।
তস্মিন্নেকত্র নায়ুক্তমচিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ ।। ৯৩ ।।

তত্রৈকত্বেঽপি পৃথক্ প্রকাশিতা, যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০.৬৯।২)

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥" ৯৪ ॥ ইতি

পৃথক্ত্বেঽপ্যেকরূপতাপত্তিঃ, যথা পাদ্মে—

"স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ।
একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো
হরিরাদিকৃৎ ।।" ৯৫ ।। ইতি ।।

একস্যৈব অংশাংশিত্বং বিরুদ্ধশক্তিত্বঞ্চ।
যথা শ্রীদশমে (১০।৪০।৭)—

যজন্তি ত্বন্ময়াস্তাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ।। ৯৬ ।।
ইতি।

কৌর্ম্মে চ—

অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ।
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে ।।৯৭।।

আবার নারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন—"বৈদূর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীলপীতাদিরূপ ধারণ করে, সেইরূপ ভগবান্ অচ্যুত ও উপাসনাভেদে স্ব-স্বরূপকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।" ইতি। অতএব সেই সকল অবতারগণের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ? ৮৬ ॥

উপরিউক্ত আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, সর্ব্বেশ্বরতাহেতু সকল দেবতা পরিপূর্ণ হইলেও, সেই সকল অবতারে সমস্ত শক্তির সম্যক্ প্রকাশ হয় নাই ॥৮৭॥

যে অবতারে সর্ব্বদা শক্তির অল্প পরিমাণে প্রকাশ হয় তাঁহাকে 'অংশ' এবং যাঁহাতে স্বেচ্ছাক্রমেই নানা প্রকার শক্তির প্রকাশ হয়, তাঁহাকে 'পূর্ণ' অর্থাৎ 'অংশী' বলে ॥ ৮৮ ॥

ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা এবং তেজঃ প্রভৃতি গুণকে 'শক্তি' বলে ॥ ৮৯ ॥

শক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিই তারতম্যের কারণ ॥ ৯০ ॥

গ্রামনগরাদি-দাহে দীপ এবং অগ্নিপুঞ্জের শক্তি সমান হইলেও অগ্নিপুঞ্জ হইতেই শীতাদির আর্ত্তিনাশ জনিত সুখাতিশয় হইয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

এইরূপেই গুণাদির আবিষ্কারানুসারে, ভক্তাদির সংসার-নাশজনিত যথাযোগ্য সুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥৯২॥

আরও—অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির প্রভাবে, সেই একই পুরুষোত্তমে একত্ব ও পৃথক্ত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব ইহার কিছুই অসম্ভবিত হয় না ॥ ৯৩ ॥

তন্মধ্যে একত্ব-সত্ত্বেও পৃথক্ প্রকাশিত, যথা শ্রীদশমে (নারদের উক্তি)—"বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শ-সহস্র রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছেন।" ৯৪ ॥ ইতি ॥

পৃথক্ত্বেও একরূপতাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে—"সেই নির্গুণ, নির্দ্দোষ, আদিকর্ত্তা, পুরুষোত্তম, দেব হরি, বহুরূপ হইয়া পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন।" ৯৫ ॥ ইতি ॥

একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—"তুমি বহু মূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি, অতএব সাধকগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া, তোমার পূজা করিয়া থাকেন।" ৯৬ ॥ ইতি।

আর কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন—"যিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তাক্তলোচন। এই সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত ॥ ৯৭ ॥

"তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন।
গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ॥ইতি॥"

শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে চ মিথো বিরুদ্ধাচিন্ত্যশক্তিত্বং যথা গদ্যেষু—

(ভাঃ ৬।৯।৩৪ ৩৭)

"দুরববোধ ইবায়ং তব বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাত্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মানেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসি॥ ৯৯॥

অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃত-কুশলাকুশলং ফলমুপাদদাতি? অহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্তে ইতি? বাব ন বিদামঃ॥ ১০০॥

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিগণিতগুণগণেঽনবগাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাস-কুতর্কশাস্ত্রকলিতান্তঃকরণাশয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে। উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ সমবিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জ্বখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্॥" ১০১॥

বিনা শরীরচেষ্টত্বং বিনা ভূম্যাদিসংশ্রয়ম্।
বিনা সহায়াংস্তে কর্ম্মাবিক্রিয়স্য সুদুর্গমম্॥ ১০২॥
উক্তো গুণবিসর্গেণ দেবাসুররণাদিকঃ।
তস্মিন্ পতিত আসক্তঃ পারতন্ত্র্যন্তু তদ্ভবেৎ।
যদাশ্রিতেষু দেবেষু পারবশ্যং কৃপাকৃতম্॥ ১০৩॥

"তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষের আহরণ হইতেই পারে না। অথচ ঐসকল গুণ কিন্তু পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে সংগৃহীত হইবে॥" ইতি॥ ৯৮॥

শ্রীষষ্ঠস্কন্ধীয় পদ্যেও পরস্পর বিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হইয়াছে; যথা—"হে ভগবন্! তোমার বিহার-যোগ বা ক্রীড়াসম্বন্ধ দুর্ব্বোধের ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য-কারণ-ভাব তোমাতে দেখা যায় না; যেহেতু তুমি আশ্রয় শূন্য, শরীর-চেষ্টারহিত ও স্বয়ং অগুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, স্ব-স্বরূপদ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর, অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই॥ ৯৯॥

হে প্রভো! তুমি কি প্রাকৃত-ব্যক্তি দেবদত্তের ন্যায় এই সংসারে সুরাসুরযুদ্ধরূপ গুণবিসর্গমধ্যে পতিত হইয়া পরাধীনতাবশতঃ আত্মীয়কৃত সুখদুঃখাদি-ফল নিজের বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাক? অথবা আত্মারাম এবং উপশমশীলরূপে থাকিয়াই অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তি-প্রভাবে উদাসীন অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর? ইহা আমরা অবগত নহি॥ ১০০॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, যাঁহার গুণপরম্পরা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসনকর্ত্তা, যাঁহার মহিমা কাহারও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না এবং বস্তু-স্বরূপাংসস্পর্শী বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্কজালে আচ্ছাদিত শাস্ত্রের দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাদিগণের বিবাদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে অক্ষম, সেই অচিন্ত্যশক্তিশালী তোমাতে উক্ত উভয়ই অবিরুদ্ধ। সমস্ত মায়িক সংসারাতীত কেবল (বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানময়) তোমাতে তোমার ইচ্ছা শক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অথবা সগুণ ও নির্গুণ, এই দুইটি যে তোমার দুইটি পৃথক্ স্বরূপ, তাহা নহে; ভাবনাভেদে তোমার একই স্বরূপের দুইরূপ প্রতীতি মাত্র। তবে যাহাদিগের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে প্রকাশ হয়, সেই প্রকার যাহাদিগের বুদ্ধি, সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আভাসিত করিয়া থাক।" ইতি॥ ১০১॥

এই স্থানে কারিকা—

শরীরের চেষ্টা, ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ড-চক্রাদি সহায় ব্যতীত, বিকাররহিত তোমার কর্ম্ম অতীব দুর্গম॥ ১০২॥

গুণবিসর্গ-শব্দদ্বারা দেবাসুরের সংগ্রামাদি কথিত হইয়াছে। তাহাতে, পতিত—আসক্ত, ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা কহে, যেহেতু আশ্রিত দেববৃন্দের নিকট তোমার পারবশ্য কৃপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার সতন্ত্রতার ক্ষতি হয় না)॥ ১০৩॥

তেন স্বকৃতমাত্মীয়কৃতং শুভ-শুভেতরৎ।
সুখ-দুঃখাদিরূপং কিং ফলং স্বীকুরুতে ভবান্॥ ১০৪
আত্মারামতয়া কিংবা তত্রোদাস্তেতরামিতি।
ন বিদ্মঃ কিন্তু নৈবেদং বিরুদ্ধমুভয়ং ত্বয়ি॥ ১০৫॥
তত্র হেতুর্ভগবতীত্যাদি প্রোক্তং পদদ্বয়ম্।
তথৈবেশ্বর-ইত্যাদিপদানাং পঞ্চকং মতম্॥ ১০৬॥
ভগবত্ত্বেন সার্ব্বজ্ঞং সদ্‌গুণত্বং তথান্যতঃ।
ব্রহ্মাত্বং কেবলত্বেন লভ্যতে তত্র চ স্ফুটম্॥ ১০৭॥
যদ্যপি ব্রহ্মতাহেতোঃ সর্ব্বত্র স্যাৎ তটস্থতা।
তথাপ্যাদিগুণদ্বয্যা ভবেদ্‌ভক্তানুকূলতা॥ ১০৮॥
নন্বেকস্য স্বরূপস্য দ্বৈরূপ্যং কথমেকদা।
তত্রাহ অর্ব্বাচীনেতি তাদৃশানাং হি বাদিনাম্।
বিবাদস্যানবসরে তস্য তাবদগোচরে॥ ১০৯॥
অতোঽচিন্ত্যাত্মশক্তিং তাং মধ্যেকৃত্যাত্র দুর্ঘটঃ।
কো ন্বর্থঃ স্যাদ্‌বিরুদ্ধোঽপি তথৈবাস্যা হ্যচিন্ত্যতা॥
সা চ নানাবিরুদ্ধানাং কার্য্যাণামাশ্রয়ান্মতা॥১১০॥
'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি চ ব্রহ্মসূত্রকৃৎ।
"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"
ইতি স্কান্দবচস্তচ্চ মণ্যাদিষ্বপি দৃশ্যতে॥ ১১১॥
তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিধ্যেৎ পরমেশতা।
যতশ্চানবগাহ্যত্বেনাস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে॥ ১১২॥
অজ্ঞানমিন্দ্রজালং বা বীক্ষ্যতে যত্রকুত্রচিৎ।
অতো ন পারমৈশ্বর্য্যং তেন তস্য প্রসিধ্যতি॥ ১১৩॥
তচ্চ তস্য ন হীত্যাহ স্ফুটঞ্চোপরতেত্যদঃ।
তথা ভগবতীত্যাদিপদানাং ষট্‌তয়স্য চ।
ভবেৎ প্রয়োগতাৎপর্য্যমত্র নিষ্ফলমেব হি॥ ১১৪॥
তস্মান্ন শাস্ত্র-যুক্তিভ্যামুভয়ং তদ্‌বিরুধ্যতে॥
তথাপ্যুচ্চাবচধিয়ামনেবংতত্ত্ববেদিনাম্।
মতানুসারতো ভাসি রজ্জুবৎ ত্বং তথা তথা॥ ১১৫॥

অতএব তুমি স্বকৃত—আত্মীয়কৃত অর্থাৎ আপন দেবগণের দ্বারা অর্জ্জিত সুখ-দুঃখাদিরূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর?॥ ১০৪॥

অথবা আত্মারামতাহেতু তাহাতে একেবারে উদাসীন থাক, ইহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু (পরস্পর বিরুদ্ধগুণশালী) তোমাতে এই উভয়ই অসম্ভব নহে॥১০৪-১০৫॥

'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি বিশেষণপঞ্চক তাহাতে হেতু। তন্মধ্যে 'ভগবৎ'-শব্দের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা সদ্‌গুণশালিতা এবং 'কেবল'-শব্দদ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে॥ ১০৬-১০৭॥

ব্রহ্মস্বরূপযুক্ত সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, 'ভগবতি' ইত্যাদি গুণদ্বয়দ্বারা পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা আছে॥

যদি বল, একই স্বরূপের যুগপৎ দ্বিরূপতা কি প্রকারে সম্ভবপর? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অর্ব্বাচীন' ইত্যাদি অর্থাৎ যাহারা বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর—অগোচর॥ ১০৯॥

অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও, তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ যেরূপ অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপই অচিন্ত্য। নানাপ্রকার বিরুদ্ধকার্য্যসমূহের আশ্রয় দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি চিন্তার অগম্য॥ ১১০॥

ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"অচিন্ত্য বিষয় একমাত্র শব্দপ্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।" স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"অচিন্ত্য বিষয়ে কোন তর্কের যোজনা করা হইবে না।" প্রাকৃত মণি-মহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্য প্রভাব দৃষ্ট হয়॥

তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না। এই অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবেই ভগবানের মহিমা অনবগাহ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ১১২॥

অজ্ঞানতা এবং ইন্দ্রজাল-বিদ্যা প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, অতএব অজ্ঞানতা ও ইন্দ্রজালাদিদ্বারা পরমেশ্বরের পরম ঐশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না॥ ১১৩॥

যেহেতু 'উপর' ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব ঈশ্বরে অজ্ঞানতা ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে, 'ভগবতি' ইত্যাদি ছয় প্রকার বিশেষণ ব্যবহারের সার্থকতা নিতান্ত অফলপ্রসূ হইয়া উঠে॥ ১১৪॥

সুতরাং অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশক শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা, বিশ্ব-

ননু ভোঃ কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম স্যাদ্ ভগবান্ পুনঃ।
নানাধর্ম্মেতি তত্রাপি স্বরূপদ্বয়মীক্ষ্যতে ॥
ইতি প্রাহ স্বরূপেতি তৎস্বরূপস্য নৈব হি।
কদাপি দ্বৈতমেকস্য ধর্ম্মদ্বয়মিদং ধ্রুবম্ ॥ ১১৬ ॥
ততো বিরোধস্তচ্ছক্তিবিলাসানাং যদীক্ষ্যতে।
তদেবাচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যং ভূষণং ন তু দূষণম্ ॥ ১১৭ ॥
ইয়মেব বিরোধোক্তিস্তৃতীয়েঽপি চ দৃশ্যতে ॥

"কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্নরতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥"
(ভাঃ ৩।৯।১৬) ইতি ॥ ১১৮ ॥

তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাৎ বিদ্যাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা।
ন স্যাদেবেত্যচিন্ত্যৈব শক্তির্লীলাসু কারণম্ ॥
যথা যথা চ তস্যেচ্ছা সা ব্যনক্তি তথা তথা ॥ ১১৯ ॥
এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতার্থো নিরূপ্যতে ॥
ননু যঃ প্রকৃতিস্বামী যোঽন্তর্য্যামী চ পূরুষঃ।
তাভ্যামধিকতা নাস্য কংসারেরুপপদ্যতে ॥ ১২০ ॥

তথাহি শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ৩।১।১-৫)—

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১২১ ॥
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥১২২॥
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্ ॥ ১২৩ ॥

পালকত্ব এবং সে বিষয়ে ঔদাসীন্য, এই দুই বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞতানিবন্ধন সর্পাদি চিন্তায় নিমগ্ন, তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ যাহাদিগের মতি নানাভাবে বিক্ষিপ্ত, সুতরাং যাহারা প্রকৃততত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তুমিও তাহাদিগের মতানুযায়ী সেই সেই ভাবে ভাবিত হইয়া থাক ॥ ১১৫ ॥

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়—"ওহে, কেবল জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানা-ধর্ম্মাশ্রয় বস্তুকে ভগবান্ বলায়, তাঁহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে", এই উক্তি নিরাসের জন্য বলা হইয়াছে,—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ'। এতদ্দ্বারা কখনই তাঁহার স্বরূপের দ্বিত্ব বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে ॥ ১১৬ ॥

সুতরাং তাঁহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ-প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে; ইহা তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে ॥ ১১৭ ॥

তৃতীয়স্কন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে। যথা—"চেষ্টাশূন্যের কর্ম্মসমূহ, অজের জন্ম, কালস্বরূপের শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মারামের ষোড়শসহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।" ইতি ॥ ১১৮ ॥

ভগবানের সেই সকল লীলা বাস্তব না হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি কখনই ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিই লীলার হেতু। তাঁহার যেমন যেমন ইচ্ছা উদিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেই রূপেই লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১১৯ ॥

এই প্রকার প্রাসঙ্গিক বিষয় বর্ণন করিয়া, এক্ষণে প্রকৃত বিষয় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপতা) নিরূপণ করা হইতেছে। যদি প্রশ্ন হয়, যিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ী, আর যিনি অন্তর্যামী পুরুষ গর্ভোদশায়ী, তাঁহাদের অপেক্ষা কংসারি শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রতিপন্ন হইতেছে না ॥

শ্রীপ্রথম স্কন্ধে—"আদৌ ভগবান্ মহদাদি-তত্ত্বদ্বারা বিশ্ব-সৃষ্টির মানসে ষোড়শকলাবিশিষ্ট (কারণার্ণবশায়ী) 'পুরুষ'-রূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১২১ ॥

ভগবান্ গর্ভোদকে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা বিস্তার করিলে তাঁহার সেই দ্বিতীয় পুরুষ-রূপের অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি-সরোবরোদ্ভূত পদ্ম হইতে প্রজাপতিনাথ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১২২ ॥

কারণোদশায়ী শ্রীহরি হইতে পাতালাদি শ্রীচরণাদি সন্নিবেশক্রমে লোকবিস্তারকারী বিরাট্‌রূপ প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে, সেই ভগবান্ শ্রীহরির রজস্তমোহীন সত্ত্বরূপ সুতরাং নিরতিশয় অপ্রাকৃত শুদ্ধরূপ ॥ ১২৩ ॥

পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা
সহস্রপাদোরু-ভুজাননাদ্ভুতম্ ।
সহস্রমূর্দ্ধ-শ্রবণাক্ষি-নাসিকং
সহস্রমৌল্যম্বর-কুণ্ডলোল্লসৎ ॥ ১২৪ ॥
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেব-তির্য্যঙ্-নরাদয়ঃ ॥"
ইতি ॥ ১২৫ ॥

অত্র কারিকাঃ ।—

আদৌ সর্ব্বাবতারাগ্রে ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
মহত্তত্ত্বাদিভিঃ কৃত্বা ভুবনানাং সিসৃক্ষয়া ॥
পৌরুষং পুরুষাকারমথবা পুরুষাভিধম্ ।
রূপমানন্দ-চিন্মূর্ত্তিং জগৃহে প্রাদুরাচরৎ ॥ ১২৬ ॥
অর্থঃ সম্ভূতশব্দস্য সম্যক্সত্যমিতীরিতঃ ।
সম্ভূতং যুক্তমিতি বা ভুবনানাং সিসৃক্ষয়া ।
ষোড়শৈব কলা যস্মিংস্তৎ ষোড়শকলং মতম্ ॥১২৭॥

তাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রোক্তা বৈষ্ণবৈঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ ।
শক্তিত্বেন চ তা ভক্তিবিবেকাদিষু সম্মতাঃ ॥ ১২৮ ॥
"শ্রীর্ভূঃ কীর্ত্তিরিলা লীলা কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্ ।
বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ ॥"
ইতি ॥ ১২৯ ॥

তদিদং পৌরুষং রূপং ত্রিবিধং পূর্ব্বমীরিতম্ ।
তত্র প্রোচ্য মহৎস্রষ্টৃ রূপমণ্ডস্থমুচ্যতে ॥ ১৩০ ॥
যস্যাজাণ্ডপ্রবেশেন শয়ানস্য তদম্ভসি ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদিতি সুব্যক্তমেব হি ॥ ১৩১ ॥
যস্য নাভিহ্রদাজস্যাবয়বাঃ কর্ণিকাদয়ঃ ।
সংস্থানান্যত্র বিন্যাসবিশেষাস্তৈস্তু কল্পিতঃ ।
লোকানাং সর্ব্বজগতাং বিস্তারো বিততিঃ কিল ॥১৩২
স শেতে যেন রূপেণ তচ্ছুদ্ধং সত্ত্বমুর্জ্জিতম্ ॥ ১৩৩ ॥
পশ্যন্তীত্যাদিপদ্যেন তদেবেদং বিশিষ্যতে ।
এতদ্রূপংস্তু নানাবতারাণামুদয়াস্পদম্ ।। ১৩৪ ।।

যোগিগণ অশেষ বিজ্ঞানচক্ষুদ্বারা পরম-চমৎকার অসংখ্য হস্তপদমুখযুক্ত অসংখ্য শিরঃ-কর্ণ-চক্ষু-নাসাযুক্ত, অসংখ্য মস্তক-মুকুট-কুণ্ডল-পরিশোভিত ভগবান্ শ্রীহরির এই পৌরুষরূপ দেখেন ॥ ১২৪ ॥

উল্লিখিত কারণোদশায়ী রূপই লীলাবসানে নানাবতারের প্রবেশস্থলী অক্ষয় এবং উদ্গমস্থান। তাঁহার অংশ ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাংশ মারীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবনরতির্য্যক প্রাণিসকল সৃষ্টি করেন ॥ ইতি ১২৫ ॥

এই সকল শ্লোকের কারিকা—

আদৌ—সর্ব্বাবতারের অগ্রে, ভগবান্—পুরুষোত্তম, মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া, পৌরুষ—পুরুষাকার অথবা পুরুষ-সংজ্ঞ, রূপ - আনন্দ চিন্মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন—প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ১২৬ ॥

সম্ভূত-শব্দের অর্থে সম্যক্ সত্য নির্দ্ধারিত, অথবা সম্ভূত ভুবনসমূহের সৃষ্টির ইচ্ছাযুক্ত। যাঁহাতে ষোড়শকলা বিদ্যমান, তিনি 'ষোড়শকল' বলিয়া উক্ত ॥ ১২৭ ॥

বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রদৃষ্টে সেই ষোড়শ-কলাকে 'শক্তি' বলিয়া অভিহিত করেন এবং ইহা 'ভক্তিবিবেকাদি শাস্ত্রেরও অভিমত ॥ ১২৮ ॥

"শ্রী, ভূ, কীর্ত্তি, ইলা, লীলা, কান্তি ও বিদ্যা—এই সাত এবং বিমলাদি (বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহ) নয় মোট মুখ্যা ষোড়শ শক্তি।" ইতি ॥ ১২৯ ॥

পূর্ব্বে এই পৌরুষ রূপ ত্রিবিধরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে মহৎস্রষ্টৃ রূপকে অণ্ডস্থ অর্থাৎ গর্ভোদশায়ি-রূপ বলা হইয়াছে ॥ ১৩০ ॥

যিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভোদকে শয়ান হইলে, যাঁহার নাভিহ্রদস্থ পদ্মে ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন, এই উক্তিতে সুস্পষ্টই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ পুরুষরূপের কথা বলা হইয়াছে ॥ ১৩১ ॥

যাঁহার নাভিহ্রদস্থ পদ্মের অবয়ব—কর্ণিকাদি, সংস্থান—বিন্যাসবিশেষ, তদ্দ্বারা, লোকের—সমস্ত ভুবনের, বিস্তার—বিততি, কল্পিত হইয়াছে ॥ ১৩২ ॥

তিনি যে রূপ প্রকট করিয়া শয়ন করেন, তাহা শুদ্ধসত্ত্ব এবং উর্জ্জিত ॥ ১৩৩ ॥

'পশ্যন্তি' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা সেই রূপকেই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এইরূপ নানাবিধ অবতারের উদ্গম-স্থান ॥ ১৩৪ ॥

যথৈকাদশে (ভাঃ ১১।৪।৩)—

"ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান-
মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥" ১৩৫ ॥

অত্র সার্দ্ধকারিকা।—

নারায়ণোঽত্র পরমব্যোমেশানঃ স আত্মনা।
পুংস্বরূপেণ স্বসৃষ্টৈস্তৈর্ভূতৈঃ সৃষ্ট্বা বিরাট্তনুম্।
বিষ্টঃ স্বাংশেন তেনৈব সম্প্রাপ্তঃ পুরুষাভিধাম্॥১৩৬
প্রস্তুতে তু কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য নিগদ্যতে।
সোঽস্য গর্ভোদশয্যস্য বিলাসো যশ্চতুর্ভুজঃ।
শেতে প্রবিশ্য লোকাব্জং বিষ্ণ্বাখ্যঃ ক্ষীরবারিধৌ॥
অয়ঞ্চ স্থাবরান্তানাং সুরাদীনাং শরীরিণাম্।
হৃদ্যন্তর্য্যামিতাং প্রাপ্তো নানারূপ ইব স্থিতঃ॥১৩৮॥

যথা একাদশ স্কন্ধে—"আদিদেব পরব্যোমনাথ, যৎকালে প্রথম-পুরুষরূপে—সৃষ্ট পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রবেশ করেন, তৎকালে 'পুরুষ'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥" ১৩৫ ॥

এই শ্লোকের সার্দ্ধকারিকা—

এই শ্লোকে নারায়ণ—পরব্যোমনাথ, আত্মাদ্বারা—পুরুষরূপদ্বারা—প্রথম পুরুষরূপ দ্বারা, সৃষ্ট পঞ্চভূতের সহায়ে, বিরাট্ তনুর সৃষ্টি করিয়া, স্বাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয়-পুরুষরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া 'পুরুষ' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৩৬ ॥

যদি বল, ইহা দ্বারা প্রস্তুত অর্থাৎ 'সেই দুই পুরুষ অপেক্ষা কৃষ্ণের আধিক্য নাই, এই প্রস্তাবিত বিষয়ের কি উপযোগিতা হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, —গর্ভোদশায়ীর বিলাস যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, তিনি লোকপদ্মে প্রবেশপূর্ব্বক 'বিষ্ণু', এই নামে অভিহিত হইয়া ক্ষীরাব্ধিতে শয়ন করিতেছেন॥ ১৩৭ ॥

এই বিষ্ণুই দেবাদি স্থাবরপর্য্যন্ত প্রাণিবর্গের হৃদয়ে অন্তর্য্যামী হইয়া নানারূপের ন্যায় অবস্থিত আছেন॥ ১৩৮ ॥

'তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্' ইতি বিষ্ণোর্যদুচ্যতে।
রূপং সাত্বত-তন্ত্রে তদ্বিলাসোঽস্যৈব সম্মতঃ॥১৩৯॥
অতঃ ক্ষীরাম্বুধেস্তীরে কৃতোপস্থানকঃ সুরৈঃ।
এষ এবাবতীর্ণোঽভূৎ কৃষ্ণাখ্য ইতি যুজ্যতে॥১৪০।
অথাত্র পূর্ব্বপক্ষে বঃ সিদ্ধান্তঃ প্রতিপদ্যতে।
যথা শ্রীদশমে তেষু সুরেষ্বেবাশরীরগীঃ॥১৪১॥
"বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥"ইতি।১৫২॥

অত্র কারিকাঃ।—

পুরুষস্য পরত্বেন সাক্ষাচ্চ ভগবানিতি।
এতস্যৈব মহৎস্রষ্টা সোঽংশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ॥১৪৩॥
অত্র শ্রীস্বামিপাদানামপি সম্মতিরীক্ষ্যতে।
যৎ অংশভাগেনেত্যস্য ব্যাখ্যাং কুর্ব্বদ্ভিরেব তৈঃ।
অংশেন ভাগো মায়ায়া যেনেত্যংশোঽস্য পুরুষঃ।
ভাগো ভজনমিত্যেবং পূর্ণতাস্য স্ফুটীকৃতা॥১৪৪॥

সাত্বততন্ত্রে 'তৃতীয়-পুরুষ সর্ব্বভূতস্থ' বলিয়া বিষ্ণুর যে রূপের উল্লেখ আছে, তাহা এই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর বিলাস মূর্ত্তি॥ ১৩৯ ॥

অতএব দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া যে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন, তিনিই অবতীর্ণ হইয়া 'কৃষ্ণ' এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত॥১৪০॥

অনন্তর শ্রীদশম স্কন্ধে সেই দেবগণের প্রতি যেরূপ আকাশবাণী হইয়াছিল, তদনুসারে তোমাদিগের এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতেছি॥ ১৪১ ॥

যথা—"পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ বসুদেবগৃহে প্রাদুর্ভূত হইবেন; তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনার্থ দেবস্ত্রীসকল জন্মগ্রহণ করুন॥" ইতি॥ ১৪২ ॥

এই শ্লোকের কারিকা—

পর-শব্দটী পুরুষের এবং সাক্ষাৎ-শব্দটী ভগবানের বিশেষণ হওয়ায়, মহৎস্রষ্টা পুরুষ যে এই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ইহা স্থিরীকৃত হইল॥ ১৪৩॥

এই সিদ্ধান্তে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদেরও সম্মতি দেখা যায়। যেহেতু "অংশভাগেন" এই পদের ব্যাখ্যায় তিনি

কিঞ্চ তত্রৈব দেবক্যা কৃতে স্তোত্রে নিরূপিতম্ ॥ ১৪৫ ॥

যথা (ভাঃ ১০।৮৫।৩১)—

"যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তি-লয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥"ইতি। ১৪৬ ॥

অত্র কারিকা।—

যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্য স্যাদংশঃ প্রকৃতিস্তু সা।
তস্যা অংশা গুণাস্তেষাং ভাগেনাস্যোদ্ভবাদয়ঃ ॥১৪৭॥

কিঞ্চ তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥"ইতি॥১৪৮॥

অত্র কারিকাঃ।—

জগত্ত্রয়েতি পদ্যেন শ্রীনারায়ণতাং বদন্
কৃষ্ণস্যাথ স্বয়ং দৃষ্ট্বা পরমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্।
পর্য্যাপ্ত্যাজাণ্ডনিযুতং স্বয়ং ভীতিভরাকুলঃ
নারায়ণস্ত্বং নেত্যাহ সাপরাধ ইবাত্মভূঃ ॥১৪৯॥
হে অধীশেত্যজাণ্ডৌঘস্থিতান্তর্য্যামিপূরুষাঃ।
ঈশাস্তেভ্যোঽধিকোঽধীশো হি যতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সমষ্টীনাং সবৈকুণ্ঠজীবানাং ত্বং প্রকাশকঃ।
তেষামখিললোকানাং সাক্ষী দ্রষ্টাপ্যসি স্বয়ম্ ॥১৫০॥
অতো যো নরভূ-নীরায়নাত্মারায়ণঃ স্মৃতঃ।
স তেঽঙ্গমংশঃ পূর্ণস্য চিন্মায়াশক্তিবৈভবৈঃ।
চাতুষ্পাদিকমৈশ্বর্য্যং তব তস্য তু পাদিকম্ ॥১৫১॥
'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনে'তি তে বচঃ।
তচ্চাংশত্বং ভবেৎ সত্যং বিরাড়্বন্ন তু মায়িকম্ ॥১৫২॥

বলিয়াছেন যে, যৎকর্ত্তৃক অংশদ্বারা মায়ার ভাগ হইয়াছে। ভাগ—ভজন। এই ব্যাখ্যাদ্বারা পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ইহা নিশ্চয় করিয়া, সুষ্ঠুভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ১৪৪ ॥

আরও বলি, সেই দশমস্কন্ধেই দেবকীকৃত স্তবে নিরূপিত হইয়াছে, যথা—"যে তোমার অংশের অংশ ও তদংশভাগ দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, হে বিশ্বাত্মন্! অদ্য আমি সেই তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম।" ইতি ॥ ১৪৫-১৪৬ ॥

এই শ্লোকের করিকা—

যাঁহার অংশ পুরুষ, তদংশ প্রকৃতি, তদংশ গুণসমূহ, তাহার ভাগ অর্থাৎ পরমাণ্বাদি দ্বারা, এই বিশ্বের উদ্ভবাদি হইয়া থাকে। আরও সেই দশমস্কন্ধেই—"হে প্রভো! তুমি নারায়ণ নও। হে অধীশ! যেহেতু তুমি সকল প্রকার প্রাণীর আত্মা এবং নিখিল লোকের সাক্ষী, অতএব নর-ভূ অর্থাৎ পরমাত্মোৎপন্ন-জল অর্থাৎ কারণার্ণব ও গর্ভোদককে আশ্রয় করিয়া যিনি নারায়ণ-নামা, তিনি তোমার অংশ; সেই পুরুষের নারায়ণত্ব পরমার্থসত্য; মায়িক অর্থাৎ অনিত্য নহে।" ইতি ॥ ১৪৭-১৪৮ ॥

এই শ্লোকের কারিকা—

"জগত্ত্রয়ান্তোদধি সংপ্লবোদে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোক-দ্বারা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া, অনন্তর যাহাতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যাপ্ত, সেই প্রকার অদ্ভুত পরম ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, অপরাধীর ন্যায় কহিলেন, তুমি নারায়ণ নহ ॥ ১৪৯ ॥

হে অধীশ! ঈশগণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরাশিস্থিত অন্তর্যামি পুরুষগণ অপেক্ষাও তুমি শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি অধীশ। হি—যেহেতু, সর্ব্বদেহীর—বৈকুণ্ঠস্থ জীবের সহিত সমষ্টির, তুমি প্রকাশক; সেই অখিললোকের স্বয়ং সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টাও তুমি। অতএব নর-ভূ জলকে আশ্রয় করিয়া যিনি নারায়ণ-নামে অভিহিত, তিনি তোমার অঙ্গ—অংশ। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তি-বৈভবে পরিপূর্ণ তোমার ঐশ্বর্য্য চতুষ্পাদ; পুরুষ নারায়ণের মায়াশক্তি-বৈভবরূপ ঐশ্বর্য্য এক পাদ ॥ ১৫০-১৫১ ॥

তুমি গীতাতে বলিয়াছ, 'আমি একাংশের দ্বারা এই সকলকে ধারণ করিয়া আছি', তোমার এই অংশত্ব সত্য, বিরাট্‌রূপের ন্যায় মায়িক নহে ॥ ১৫২ ।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৮)—

"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"ইতি॥

অতঃ পুরুষ এবাস্য কৃষ্ণস্যাংশো ভবেদ্‌যদি।
তদ্বিলাসস্তু নিতরাং ভবেৎ ক্ষীরাব্ধিনায়কঃ ॥১৫৪॥
নন্বু দ্বিতীয়স্কন্ধে তু যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে।
কিং বিধাত্রা স হি সিত-কৃষ্ণকেশতয়োদিতঃ ॥১৫৫॥

তথাহি (ভাঃ ২।৭।২৬)—

"ভূমেঃ সুরেতর-বরূথ-বিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥"ইতি॥১৫৬॥

মৈবং ভোঃ শ্রূয়তামস্য পদ্যস্যার্থো বিধীয়তে।
কলয়া শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধিনা সিতাঃ॥
বদ্ধাঃ কৃষ্ণা অতিশ্যামাঃ কেশা যেনেতি বিগ্রহঃ।
স এবেত্যস্য বৈদগ্ধীবিশেষোৎকর্ষ ঈরিতঃ ॥১৫৭॥
কিংবা যঃ কলয়াংশেন স্যাৎ সিতশ্যামকেশকঃ।
স এবাত্রাবতীর্ণোঽভূৎ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥১৫৮॥

কিঞ্চ—

মার্কণ্ডেয়েন বজ্রায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্ফুটম্।
লয়াব্ধিস্থোঽনিরুদ্ধোঽয়ং পিতা তে ইতি কীর্ত্তিতম্॥

তত্র বজ্রপ্রশ্নঃ—

"কস্ত্বসৌ বালরূপেণ কল্পান্তেষু পুনঃ পুনঃ।
দৃষ্টো যো ন ত্বয়া জ্ঞাতস্তত্র কৌতূহলং মম ॥"১৬০॥

মার্কণ্ডেয়োত্তরম্—

"ভূয়োভূয়স্তসৌ দৃষ্টো ময়া দেবো জগৎপতিঃ।
কল্পক্ষয়ে ন বিজ্ঞাতঃ স ময়া মোহিতেন বৈ ॥১৬১॥
কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু তন্তু দেবং পিতামহাৎ।
অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং তে জগৎপতিম্ ॥"ইতি॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়—"যাঁহার এক-নিশ্বাসকাল অবলম্বন করিয়া, লোমকূপসমুদ্ভূত জগদণ্ডনাথ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নিজ নিজ অধিকারে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি॥" ইতি॥ ১৫৩॥

সুতরাং পুরুষ যদি এই কৃষ্ণের অংশ হইলেন, তবে সেই পুরুষের বিলাস ক্ষীরাব্ধিনায়ক অতএব কৃষ্ণের অংশ॥ ১৫৪॥

যদি বলা হয়, যিনি যদুকুলে অবতীর্ণ, দ্বিতীয় স্কন্ধে বিধাতা তাঁহাকে কি জন্য 'সিতকৃষ্ণকেশ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন? যথা—"যাঁহার পদবী লোকগোচর হয় না, দৈত্যসেনাদ্বারা নিপীড়িতা পৃথিবীর ক্লেশ বিনাশের জন্য, সেই 'সিতকৃষ্ণকেশ' অংশরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া অসাধারণ মহিমা-সম্ভূত কার্য্য করিবেন॥ ১৫৫-১৫৬॥

এই সন্দেহ পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন,—ওহে! তুমি এপ্রকার বলিতে পারনা; এই শ্লোকের অর্থ করিতেছি, শ্রবণ কর। 'কলা' দ্বারা—শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধান দ্বারা সিত—বদ্ধ হইয়াছে, কৃষ্ণ—অতিশ্যাম কেশ, যৎকর্তৃক তিনি, এইরূপ সমাস। ইহাদ্বারা তাঁহার বৈদগ্ধী বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল॥ ১৫৭॥

অথবা যিনি, কলাদ্বারা—অংশদ্বারা সিতকৃষ্ণকেশ, অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ-কেশকলাপে সুশোভিত ক্ষীরাব্ধিপতি যাঁহার অংশে আবির্ভূত সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ১৫৮॥

আরও বলি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, প্রলয় সমুদ্রস্থিত এই পুরুষ তোমার পিতা অনিরুদ্ধ॥ ১৫৯॥

সেই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্রের প্রশ্ন—"আপনি কল্পান্তে পুনঃ পুনঃ বালকরূপে যাঁহাকে দর্শন করিলেন, অথচ চিনিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি কে? ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার অতীব কৌতূহল হইতেছে॥" ১৬০॥

মার্কণ্ডেয়ের উত্তর—"আমি পুনঃ পুনঃ এই জগৎপতি দেবকে দেখিয়াছি, কিন্তু বারংবার দর্শনেও, প্রলয় সময়ে তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জানিতে পারি নাই।

অত্র কারিকা—

অন্যথা মুনিবর্য্যেঽয়মবদিষ্যদিদং তদা।
তং শ্রীকৃষ্ণং বিজানামি প্রপিতামহমেব তে ॥১৬৩॥
অতঃ কেশাবতারত্বভ্রমোঽপ্যারাৎ পরাহতঃ ॥১৬৪॥
নন্বস্তু পুরুষাদিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং তস্যাঘবিদ্বিষঃ।
কিন্তু শ্রীবাসুদেবোঽত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিষেবিতঃ।
ত্রিপাৎ-পাদবিভূত্যোশ্চ নানারূপ ইব স্থিতঃ ॥
উন্মীলদ্বালমার্ত্তণ্ডপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ।
ক্বচিন্নবঘনশ্যামঃ ক্বচিজ্জাম্বুনদপ্রভঃ ॥
মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ।
পরমাত্মা বল-জ্ঞান-বীর্য্য-তেজোভিরন্বিতঃ ॥১৬৫॥
মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং যদ্ব্যূহানাং চতুষ্টয়ম্।
তস্যাদ্যোঽয়ং তথোপাস্যশ্চিত্তে তদধিদৈবতম্।
তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে ॥১৬৬॥

নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ঈষ্যতে।
যস্তু সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ।
জীবশ্চ স্যাৎ সর্ব্বজীবপ্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ ॥১৬৭॥
পূর্ণশারদশুভ্রাংশুপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ।
উপাস্যোঽয়মহঙ্কারে শেষন্যস্তনিজাংশকঃ ॥
স্মরারাতেরধর্ম্মস্য সর্পান্তকসুরদ্বিষাম্।
অন্তর্য্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহারকারকঃ ॥১৬৮॥
ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুতঃ।
যঃ প্রদ্যুম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে ॥
স্তবত্যা চ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে।
শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যঃ ক্বচিন্নীলঘনচ্ছবিঃ ॥
নিদানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্তনিজাংশকঃ।
বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্য চ।
অন্তর্য্যামিত্বমাপন্নঃ সর্গং সম্যক্ করোত্যসৌ ॥১৬৯

প্রলয়ান্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে জানিলাম, সেই জগৎপতি, তোমার পিতা অনিরুদ্ধ।" ইতি। ১৬১-১৬২ ॥

ইহার কারিকা—

অন্যথা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার হইলে, মুনিবর বলিতেন যে, তিনি তোমার প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণ। (কারণ বজ্রের পিতা অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পিতা প্রদ্যুম্ন, আর প্রদ্যুম্নের পিতা শ্রীকৃষ্ণ। তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন বজ্রের প্রপিতামহ।) অতএব কেশাবতারে যে ভ্রান্তি ছিল, তাহা সুদূর পরাহত হইল ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

যদি বল, পুরুষাদি অপেক্ষা সেই অঘবিনাশন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা হউক্। কিন্তু যিনি বাসুদেব, তিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যনিষেবিত, ত্রিপাদবিভূতি পরব্যোমে এবং পাদবিভূতি জগতে নানারূপের ন্যায় অবস্থিত। উদীয়মান পরার্দ্ধ বালসূর্য্য অপেক্ষাও তাঁহার দ্যুতি সুমধুর। তিনি কোন স্থানে নবঘনশ্যাম, কোন স্থানে বা বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণ। তিনি মহাবৈকুণ্ঠেশ্বরের বিলাস বলিয়া বিশ্রুত, তিনি সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং তিনি বল, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবান্বিত ॥ ১৬৫ ॥

পরব্যোমনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থা' নামে বিখ্যাত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব আদি ব্যূহ এবং চিত্তে উপাস্য, যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান বলিয়া কল্পিত ॥ ১৬৬ ॥

শ্রীসঙ্কর্ষণ ইঁহারই স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস। সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয়ব্যূহ এবং সমস্ত জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ বলিয়া 'জীব'ও বলা হয় ॥ ১৬৭ ॥

অসংখ্য শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র কিরণ অপেক্ষাও তাঁহার দেহকান্তি সুমধুর, তিনি অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য। তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান করিয়াছেন; তিনি স্মরারাতি রুদ্র এবং অধর্ম্ম, অহিকুল, অন্তক ও অসুরগণের অন্তর্যামী থাকিয়া জগতের সংহারকার্য্য সম্পাদন করেন ॥ ১৬৮ ॥

সেই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃতবর্ষে গুণগান করিতে করিতে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। কোন স্থানে দাহোত্তীর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, কোন স্থানে বা নবীন-নীল জলধরের তুল্য তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান। স্বীয় স্রষ্টৃত্বশক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা, নিখিল প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্যামী হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন ॥ ১৬৯ ॥

ব্যূহস্তর্য্যোঽনিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে।
যোঽনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্বে মনীষিভিরুপাস্যতে॥
নীলজীমূতসঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণতৎপরঃ।
ধর্ম্মসায়ং মনূনাঞ্চ দেবানাং ভূভুজাং তথা।
অন্তর্য্যামিত্বমাস্থায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিম্॥ ১৭০॥
মোক্ষধর্ম্মে তু মনসঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্নোঽধিদৈবতম্।
অনিরুদ্ধস্ত্বহঙ্কারস্যেতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্॥ ১৭১॥
সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণামপ্যেষা প্রক্রিয়া মতা॥ ১৭২॥
পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্‌চতুষ্টয়ে।
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ॥১৭৩॥
তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে।
জলাবৃতিস্থবৈকুণ্ঠস্থিত-বেদবতীপুরে॥
সত্যোর্দ্ধ বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে।
শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে।
ক্ষীরাম্বুধিস্থিতানন্ত-ক্রোড়-পর্য্যঙ্কধামনি॥ ১৭৪॥
সাত্বতীয়ে ক্বচিৎ তন্ত্রে নব ব্যূহাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ।
তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধয়া হরিঃ॥ ১৭৫॥
কিন্তু ব্যূহাস্তু চত্বারো রাজদ্ভুজচতুষ্টয়াঃ।
অজস্রপরমৈশ্বর্য্যমর্য্যাদাপরিভূষিতাঃ॥ ১৭৬॥
অত্রাপি বাসুদেবোঽয়ং সম্পূর্ণানন্দসংপ্লবঃ।
ঐশ্বর্য্যাদৌ নির্ব্বিশেষঃ পরমব্যোমনায়কাৎ।
আদ্যানামপি সর্ব্বেষামাদিভূতঃ সুপর্ব্বণাম্॥ ১৭৭॥
ইত্যাশঙ্কে স এবায়ং কৃষ্ণাখ্যঃ সন্নবাতরৎ।
বাসুদেবতয়া যস্মাৎ সর্ব্বত্রৈষ সুবিশ্রুতঃ॥ ১৭৮॥
নৈবং যুক্তং শৃণু ততঃ সমাধানং বিধীয়তে।
আদ্যব্যূহাদপি শ্রেষ্ঠঃ কথ্যতে দেবকীসুতঃ॥ ১৭৯॥

চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ তাঁহার (প্রদ্যুম্নের) বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলনীরদ-সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা ও নরপতিগণের অন্তর্য্যামী হইয়া জগৎ পালন করেন॥ ১৭০॥

মোক্ষধর্ম্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে॥১৭১॥

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ মনের অধিদেবতা; ইহা সর্ব্ববিধ পঞ্চরাত্রেরই সম্মত॥১৭২॥

পরব্যোমের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে॥ ১৭৩॥

আর পাদবিভূতিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চ-মধ্যে ক্রমে চারি স্থানে এই বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি বাস করিতেছেন। জলআবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরি ভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন এবং শুদ্ধজলনিধির উত্তরতীরস্থ ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্তশয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন॥ ১৭৪॥

কোন সাত্বততন্ত্রে নববিধ ব্যূহ কীর্ত্তিত আছেন। বাসুদেবাদি চারি অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং নারায়ণাদি পঞ্চ অর্থাৎ নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা—এই নববূহ। তন্মধ্যস্থ ব্রহ্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীহরি অর্থাৎ ঈশ্বর-কোটি-পরিগণিত বুঝিতে হইবে॥ ১৭৫।

এই নববূহের মধ্যে বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয় সর্ব্বাতিশয়ী, সকলেই চতুর্ভুজ এবং নিরবধি পরমৈশ্বর্য্য-নিষেবিত॥১৭৬॥

তন্মধ্যে বাসুদেব পূর্ণানন্দস্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্যাদিতে পরব্যোমনাথের সদৃশ, যেহেতু তিনি তাঁহার সমস্ত আদি পার্ষদবর্গের মধ্যে মুখ্য॥ ১৭৭॥

বোধ হয়, সেই বাসুদেবই কৃষ্ণনামে অভিহিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেহেতু সকল পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণই বাসুদেব-নামে বিখ্যাত॥ ১৭৮॥

(এইরূপে প্রতিপক্ষের—শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবাবতারত্ব সম্বন্ধীয় উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা নিরাস করিতেছেন)—তোমার এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে; ইহার সমাধান করিতেছি শ্রবণ কর। আদিব্যূহ বাসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা ভাগবতে কথিত হইয়াছে॥ ১৭৯॥

তথা চ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।২৮)—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥"
ইতি ॥ ১৮০ ॥

অত্র কারিকে—

পুংনাম্নঃ পুরুষস্যৈতে শ্রীবরাহ-ঋষাদয়ঃ।
অংশাঃ অত্রাবতারাঃ স্যুঃ কুমারাদ্যাঃ কলা মতাঃ॥
তুর্ভিন্নোপক্রমে কৃষ্ণো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
স্বয়মিত্যপযাতাস্য বাসুদেবাবতারতা ॥ ১৮১ ॥

শ্রীদশমে চৈবমেবোক্তম্ (ভাঃ ১০।১৪।২)—

"অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥" ইতি ॥১৮২॥

অত্র কারিকাঃ।—

দেবঃ স্বনাম্নি দেবেতি খ্যাতং যস্য বপুঃ স হি।
ব্যূহানামাদিমো বাসুদেবো দেববপুর্মতঃ॥
ততোঽপি মহি মাহাত্ম্যং সাক্ষাদেবাত্র তে সতঃ।
কো বিধাতাপ্যবসিতুং জ্ঞাতুং নেশেঽস্মি ন ক্ষমঃ॥
কিমুতাহো আত্মসুখানুভূতের্ব্রহ্মরূপতঃ ॥ ১৮৩॥
এবমর্থোঽস্য পদ্যস্য কৈমুত্যন্যায়সংস্থিতঃ ॥১৮৪॥
ন্যূনেঽধিকে চ কৈমুত্যং তত্র ন্যূনে ভবেদ্ যথা।
কৌস্তুভস্তু মহাতেজাঃ সূর্য্যকোটিশতাদপি।
অয়ং কিমুত বক্তব্যঃ প্রদীপাদ্দীপ্তিমানিতি ॥১৮৫॥
অথাধিকে যথাধ্বান্তৈঃ শক্যো দীপোঽপি নার্দ্দিতুম্।
স তু মার্ত্তণ্ডকোটিভিঃ সমঃ কিমুত কৌস্তুভঃ ॥১৮৬॥
অতো ন্যূনাদপি ন্যূনে কৈমুত্যমিহ তু স্থিতম্ ॥১৮৭॥

তথাচ শ্রীপ্রথম-স্কন্ধে—

"এই সকল অবতারের মধ্যে কেহ বা গর্ভোদশায়ীর অংশ, কেহ বা কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ সকলের মূলতত্ত্ব॥" ১৮০ ॥

এই শ্লোকের কারিকা—

পুন্নামার—পুরুষের অর্থাৎ গর্ভোদশায়ীর—এই বরাহ-মৎস্যাদি অংশ-অবতার, আর কুমারাদি কলা। 'তু'-ভিন্নোপক্রমে, অর্থাৎ পৃথক্ বাক্যের আরম্ভক। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ পুরুষোত্তম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ মূলতত্ত্ব। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবাবতারত্বের নিরাস করা হইল ॥ ১৮১ ॥

শ্রীদশমেও এইরূপ বলিয়াছেন—"যিনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, ভক্তের ইচ্ছানুযায়িনী যাঁহার ইচ্ছা, যিনি কখনই ভূতময় হন না, হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি সেই সাক্ষাৎ ভগবান্। আপনার মহিমা আমি ব্রহ্মাও যখন একাগ্রচিত্তদ্বারা জানিতে পারিলাম না, তখন দেববপু বাসুদেব হইতেও আপনার মাহাত্ম্য অতিশায়ী। অতএব আত্মসুখানুভূতিরূপ ব্রহ্ম হইতেও যে আপনার মহিমা অধিক, একথা আর কি বলিব॥" ১৮২ ॥

এই শ্লোকের কারিকা—

যাঁহার বপু বা বিগ্রহ নিজনামে 'দেব' এই শব্দে খ্যাত, দেব—বাসুদেব বলিয়া যাঁহার বপু বিখ্যাত, সেই ব্যূহ-সকলের প্রথম সে বাসুদেব, তিনিই দেববপু। তাঁহা হইতেও সাক্ষাৎ বিদ্যমান আপনার 'মহি' অর্থাৎ মাহাত্ম্য (অধিক), ইহা ক—বিধাতা অর্থাৎ আমি ব্রহ্মা জানিতে অসমর্থ। আত্মসুখানুভূতি হইতে ব্রহ্ম হইতে যে আপনার মহিমা অধিক, এ কথা আর কি বলিব॥ ১৮৩ ॥

এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ কৈমুত্যন্যায়দ্বারা লব্ধ হইয়াছে॥ ১৮৪ ॥

কৈমুত্যন্যায় ন্যূনে ও অধিকে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ন্যূনে কৈমুত্যন্যায় যথা—শতকোটি সূর্য্য অপেক্ষাও তেজস্বী যে কৌস্তুভমণি, তাহা যে প্রদীপ হইতেও দীপ্তিমান্, এ কথা আর কি বলিব॥ ১৮৫ ॥

অধিকে কৈমুত্যন্যায় যথা—যে অন্ধকার একটি প্রদীপকেও পরাভব করিতে পারে না, সে যে সূর্য্যকোটিসদৃশ কৌস্তুভমণিকে অভিভব করিতে অসমর্থ, এ কথা আর কি বলিব॥ ১৮৬ ॥

অতএব এই শ্লোকে, ন্যূন হইতেও ন্যূনে কৈমুত্যন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ১৮৭ ॥

ময্যেবানুগ্রহো যস্যেত্যনুগ্রহভরো যতঃ।
ময্যেব বিহিতো ভূয়ানপূর্ব্বাশ্চর্য্যদর্শনাৎ ॥১৮৮॥
স্বেচ্ছাময়স্য ভক্তানাং কামায়াখিলকর্ম্মণঃ।
ন তু ভূতময়স্যেতি পুরুষত্বঞ্চ খণ্ডিতম্।
যদেষ সর্ব্বজীবানাং পুরুষঃ পরমাশ্রয়ঃ ॥১৮৯॥
আন্তরেণ নিরুদ্ধেন মনসেত্যেকতানতা।
জ্ঞাতুং স্যান্মহিমা শক্যো যদ্যপ্যেভির্বিশেষণৈঃ।
জ্ঞাতুং তথাপি নেশেঽস্মীত্যচিন্ত্যৈশ্বর্য্যতোদিতা ॥১৯০॥
জানতা বাসুদেবাচ্চ ব্রহ্মতশ্চাধিকাধিকম্।
মাহাত্ম্যং কৃষ্ণচন্দ্রস্য বিরিঞ্চেন সমর্থিতম্ ॥১৯১॥
অতো মন্বক্ষরমনোর্ধ্যানে স্বায়ম্ভুবাগমে।
চত্বারো বাসুদেবাদ্যাঃ কৃষ্ণস্যাবৃতিরীরিতাঃ ॥১৯২॥
ক্রমাদি-দীপিকায়াঞ্চ বস্বক্ষরমনোর্বিধৌ।
গোকুলেশাবৃতিত্বেন বাসুদেবাদয়ো মতাঃ ॥১৯৩॥
ননু শ্রৈষ্ঠ্যং মুকুন্দস্য ব্রহ্মতো যুজ্যতে কথম্।
যদ্ব্রহ্ম শ্রীভগবতোরৈক্যমেব প্রসিধ্যতে ॥১৯৪॥
পুরুষঃ পরমাত্মা চ ব্রহ্ম চ জ্ঞানমিত্যপি।
স একো ভগবানেব শাস্ত্রেষু বহুধোচ্যতে ॥১৯৫॥

তথা চ স্কান্দে—

"ভগবান্ পরমাত্মেতি প্রোচ্যতেঽষ্টাঙ্গযোগিভিঃ।
ব্রহ্মেত্যুপনিষন্নিষ্ঠৈর্জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানযোগিভিঃ ॥" ১৯৬॥

শ্রীপ্রথমে চ (ভাঃ ১।২।১১)—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"
ইতি ॥ ১৯৭ ॥

সত্যমুক্তং শৃণু তত্রস্তৃতীয়ে কাপিলং বচঃ ॥১৯৮॥

যথা (ভাঃ ৩।৩২।৩৩)

"যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥"
ইতি ॥ ১৯৯ ॥

মদনুগ্রহ—আমাতেই যাঁহার অনুগ্রহ হইয়াছে, যেহেতু অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য দেখাইয়া, যিনি আমাকেই প্রচুর অনুগ্রহ করিয়াছেন ॥ ১৮৮ ॥

স্বেচ্ছাময়—যিনি ভক্তবর্গের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদানের নিমিত্ত স্বেচ্ছাময়, ভূতময় নহেন। ইহাদ্বারা (শ্রীকৃষ্ণের মাত্র) পুরুষত্ব (কারণার্ণবশায়িতা) নিরস্ত হইল, অর্থাৎ তিনি কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণের অবতার নহেন। যেহেতু এই পুরুষ (সঙ্কর্ষণ) ভূতগণের অর্থাৎ সর্ব্ববিধ জীবের পরমাশ্রয় ॥

আন্তর—নিরুদ্ধ মন ; ইহাদ্বারা মনের একাগ্রতা বলা হইল। পূর্ব্বোক্ত বিশেষণদ্বারা মহিমা জানিবার সম্ভাবনা থাকিলেও ব্রহ্মা বলিলেন,আমি জানিতে পারিলাম না ; এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৯০ ॥

ব্রহ্মা—বাসুদেব ও ব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সাতিশয় জানিয়াই অধিকরূপে সমর্থন করিলেন ॥ ১৯১ ॥

অতএব স্বায়ম্ভুবাগমে চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রের ধ্যানবিধান-স্থলে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ১৯২ ॥

ক্রমদীপিকাতেও অষ্টাক্ষর মন্ত্রের পদ্ধতিতে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহকে গোকুলনাথের আবরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ॥

যদি প্রশ্ন হয়, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হইল ? যেহেতু ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের ঐক্যই প্রসিদ্ধ আছে ॥১৯৪॥

সকল শাস্ত্র এক ভগবান্‌কেই পুরুষ, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, জ্ঞান ইত্যাদি বহুরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৯৫ ॥

তথাচ স্কন্দপুরাণে—

"একই ভগবান্‌কে অষ্টাঙ্গযোগীরা পরমাত্মা, উপনিষদেরা ব্রহ্ম এবং জ্ঞানযোগীরা জ্ঞান বলিয়া অবধারণ করেন।" ১৯৬ ॥

শ্রীপ্রথমস্কন্ধেও বলা হইয়াছে—"তত্ত্ববেত্তারা এক অদ্বয়-জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, তাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন।" ১৯৭ ॥

(প্রতিপক্ষের এই উক্তি প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—) তুমি সত্যই বলিয়াছ, এক্ষণে তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত কপিলদেবের উক্তি শ্রবণ কর ; যথা—"বহুগুণাশ্রয় এক ক্ষীরাদি দ্রব্য যেমন চক্ষুরাদি পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা নানারূপে পরিগৃহীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ উপাসনাভেদে নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।" ১৯৯ ॥

অত্র কারিকাঃ—

তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে ॥ ২০০ ॥
যথা রূপ-রসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ২০১ ॥
দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে ॥ ২০২ ॥
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজম্ ॥২০৩॥
তথান্যা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃ স্থানীয়া তত্তৎ সর্ব্বার্থলাভতঃ ॥২০৪॥
ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ।
মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে॥২০৫

তথাচ শ্রীদশমে (ভাঃ ১০ ১৪।৬-৭)—

"তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥২০৬॥
গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥" ইতি ॥ ২০৭ ॥
ননু প্রাকৃতরূপত্বান্ন তৃষ্ণোপযুজ্যতাম্।
গুণানাং গণনা ন স্যাদিতি কাত্র বিচিত্রতা ॥২০৮॥
নৈবং গুণানামেতস্য প্রাকৃতত্বং ন বিদ্যতে।
তেষাং স্বরূপভূতত্বাৎ সুখরূপত্বমেব হি ॥২০৯॥

এই শ্লোকের কারিকা —

এক ভগবানে বহুবিধ স্বরূপের বিদ্যমানতা থাকিলেও, উপাসনানুসারে সেই সেই উপাসকে তদুপযোগী স্বরূপেরই প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ২০০ ॥

যেমন রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ নয়নদ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর ইত্যাদিরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ উপাসনাভেদে বহু প্রকারে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ২০১-২০২ ॥

যেমন দুগ্ধাদির মাধুর্য্য এক রসনাই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে; আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদির মধ্যে স্বীয় স্বীয় বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয়স্থানীয় অন্যান্য উপাসনাসমূহ কেবল স্ব-স্ব-উপযোগী সেই সেই স্বরূপমাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ—(সমগ্র স্বরূপ নহে) কিন্তু চিত্তস্থানীয় ভক্তি তত্তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই গ্রহণ করিতে পারেন ॥ ২০৩-২০৪ ॥

এইরূপ প্রধান প্রধান শাস্ত্রে—ব্রহ্মস্বরূপ হইতে মাধুর্য্যাদি গুণের আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে ॥ ২০৫ ॥

তথাচ শ্রীদশমে—

"হে বিভো! আপনার গুণাতীত স্বরূপের মহিমা বিষয়-নিবৃত্ত নির্ম্মল অন্তঃকরণের গোচরীভূত হইতে পারে, কেন না ভগবন্মহিমা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতঃ প্রকাশভাবেই অর্থাৎ তদ্বস্তুরূপেই বিষয়াকারশূন্য নির্ব্বিকার, সুতরাং ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অগুণ স্ফূর্ত্তির বিষয় হইয়া থাকে কিন্তু অন্য প্রকার অর্থাৎ সগুণস্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না ॥ ২০৬॥

(হে দেব), এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে গণনা করিতে পারে? যে সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহু জন্ম পৃথিবীস্থ ধূলিকণা হিমকনা এবং নক্ষত্রাদির কিরণস্থিত পরমাণুসমূহ গণনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে সমর্থ নহেন ॥ ২০৭ ॥

(যদি প্রশ্ন হয়—) গুণমাত্রই প্রকৃতিকার্য্য, অতএব মরীচিকাসদৃশ তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ॥ ২০৮ ॥

উত্তর—একথা হইতেই পারে না, কারণ ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না। তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই সুখ-স্বরূপ ॥ ২০৯ ॥

তথা চ ব্রহ্মতর্কে—

"গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ।
ন বিষ্ণোর্ন চ মুক্তানাং ক্বাপি ভিন্নো গুণো মতঃ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৯।৪৩)

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমান্ আদ্যঃ প্রসীদতু॥২১১॥

তথা চ তত্রৈব (৬।৫।৭৯)

জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ ২১২॥

পাদ্মে চ (উঃ খঃ ২৫৫।৩৯-৪০)—

"যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে॥" ২১৩॥

প্রথমে চ (ভাঃ ১।১৬।৩০)—

"ইমে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥" ইতি

অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ।
বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ॥ ২১৫॥
ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকম্।
ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্॥২১৬

তথা চ শ্রীগীতাসু (১৪।২৬-২৭)—

"যো মামব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২১৭॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" ইতি॥২১৮

অত্র কারিকাঃ—

স ব্রহ্মভাবমাসাদ্য লীলাবিগ্রহমাশ্রয়ন্।
মামানন্দঘনং প্রেম্ণা ভজেদিত্যয়মাশয়ঃ॥ ২১৯॥
ভক্তেরব্যভিচারায়াঃ প্রেমসৈবৈব যৎ ফলম্।
কেবলং ব্রহ্মভাবস্তু বিদ্বেষেণাপি লভ্যতে॥ ২২০॥

এ বিষয়ে ব্রহ্মতর্কে—"ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্। অতএব বিষ্ণু ও মুক্ত-জীবগণের গুণ কখনই স্ব-স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে॥" ২১০॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণের সংসর্গ নাই, সেই সমস্ত শুদ্ধ হইতেও পরমশুদ্ধ আদি-পুরুষ হরিপ্রসন্ন হউন। (এ স্থলে শ্রীহরির শুদ্ধত্ব স্বরূপানুবন্ধী গুণ জানিতে হইবে)॥ ২১১॥

আবার সেই বিষ্ণুপুরাণেই—"হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণাতীত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি অশেষ গুণসমূহ ভগবৎশব্দবাচ্য॥" ২১২॥

পদ্মপুরাণেও—"শাস্ত্রসমূহে যে জগদীশ্বর নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয়তাসংযুক্ত প্রাকৃত গুণহীনতাই বলা হইয়াছে॥" ২১৩॥

শ্রীপ্রথমেও (ধরণী ধর্ম্মকে বলিতেছেন),—ভগবন্! মহত্ত্বাভিলাষী জনগণের বাঞ্ছিত (সত্য-শৌচ দয়া প্রভৃতি) যে সকল (৩৯ সংখ্যক) গুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই সকল গুণ এবং (সত্যসঙ্কল্পত্ব-ব্রহ্মণ্যত্ব-ভক্তবাৎসল্যাদি) অন্য যে সকল সর্ব্বকালবর্ত্তিমহাগুণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান তাহা কখনও, এমন কি মহাপ্রলয়েও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না॥২১৪

অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণ বিশিষ্ট মহা-শক্তিশালী এবং পূর্ণানন্দঘনবিগ্রহ॥ ২১৫॥

নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ও অমূর্ত্ত ব্রহ্ম সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন॥ ২১৬॥

গীতাতেও সেইরূপ বলা হইয়াছে—(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—) হে পার্থ! যিনি অব্যভিচার অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অমিশ্র ভক্তিযোগদ্বারা আমার সেবা করেন, তিনি এই (প্রাকৃত) গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাদৃশ্য অর্থাৎ নির্গুণাবস্থা প্রাপ্ত হন॥ ২১৭॥

আমিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের, অব্যয় অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের, (শুদ্ধভক্তিনামক) নিত্যধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখের অর্থাৎ নিত্য-প্রেমানন্দের আশ্রয়॥ ২১৮॥

এই দুই শ্লোকের কারিকা—

সেই সাধক ব্রহ্মভাব (নির্গুণাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া লীলা-বিগ্রহ আশ্রয়পূর্ব্বক আনন্দঘনবিগ্রহ আমাকে প্রেমযোগে

ননু তে যাদবস্যাস্য ভজনাদ্‌ব্রহ্মতা কথম্ ।
ইত্যাহ ব্রহ্মণো হীতি হি যতোঽহং পুরস্তব ।
স্থিতোঽয়ং বিবিধানন্দপূর্ণচিদ্‌ঘনবিগ্রহঃ ।
ব্রহ্মণশ্চিৎস্বরূপস্য প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয়ঃ ।
রবিস্তেজোঘনাকারঃ করৌঘস্য যথা ভবেৎ ॥ ২২১ ॥
অব্যয়েনামৃতেনেহ নিত্যমুক্তিরুদীর্য্যতে ।
শাশ্বতেন তু ধর্ম্মেণ ভগবদ্ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ২২২ ॥
ঐকান্তিকসুখেনাত্র প্রেমভক্তিরসোৎসবঃ ।
যেন মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কারো বিধীয়তে ॥ ২২৩ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মসংহিতায়াঃ (৫।৪০)—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ইতি ॥২২৪॥

অত্র কারিকে ।

নিষ্কলাদিস্বরূপং তৎ ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদকোটিষু ।
বিভূতিভির্ধরাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদমুপাগতম্ ॥
সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ ।
তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটীকৃতঃ ॥২২৫॥

ননু ভোস্তব ভাবোঽয়ং জ্ঞাত এব ময়া ধ্রুবম্ ।
পরব্যোমপতেঃ শৌরিরবতারস্তয়োচ্যতে ॥ ২২৬ ॥
জন্মাদি-লীলাপ্রাকট্যাৎ অবতারতয়াপ্যসৌ ।
প্রোক্তো বিলাস এব স্যাৎ সর্ব্বোৎকর্ষাতিভূমতঃ ॥
যঃ পরব্যোমনাথঃ স্যাদসমানোর্দ্ধবৈভবঃ ।
শ্রুতি-স্মৃতি-মহাতন্ত্রবর্ণিতোৎকর্ষসৌষ্ঠবঃ ।
লোকসৃষ্টেঃ পুরা ব্রাহ্মে কল্পে যঃ পরমেষ্ঠিনে ।
মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থং স্বমাত্মানমদর্শয়ৎ ॥ ২২৮ ॥

ভজনা করেন : ব্যাখ্যেয় শ্লোকের ইহাই অভিপ্রায় ॥ ২১৯ ॥

যেহেতু প্রেমসেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তির ফল। (পক্ষান্তরে) ইহা নিশ্চিত যে, ব্রহ্মভাব (ভগবদ্‌) বিদ্বেষদ্বারাও লাভ হয় ॥ ২২০ ॥

"তুমি যদুকুলসম্ভূত, তোমাকে ভজনা করিলে কি-প্রকারে ব্রহ্মভাবসম্পন্ন হইতে পারে ?"—অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ "ব্রহ্মণো হি" এই শ্লোক বলিলেন। হি—যেহেতু, তোমার সম্মুখে স্থিত বিবিধ আনন্দপূর্ণ চিদ্‌ঘনবিগ্রহ আমিই চিৎস্বরূপব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—পরমাশ্রয়। ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ সূর্য্য যেমন কিরণরাশির আশ্রয়, তদ্রূপ চিদ্‌ঘনবিগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পরমাশ্রয় ॥ ২২১ ॥

এই স্থলে 'অব্যয়' ও 'অমৃত'—শব্দদ্বয়দ্বারা নিত্যমুক্তি উদ্দিষ্ট হইয়াছে; শাশ্বতধর্ম্ম-শব্দদ্বারা ভগবদ্ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। ঐকান্তিকসুখ-শব্দদ্বারা প্রেমভক্তিরসোৎসব উদ্দিষ্ট, যে প্রেমভক্তি রসোৎসব মোক্ষ-সুখেরও তিরস্কার বিধান করিয়া থাকে ॥ ২২২-২২৩ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়ও বলা হইয়াছে—"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত পৃথিব্যাদি বিভূতিসমূহ হইতে ভিন্ন যে নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষরূপ ব্রহ্ম, তিনি যে প্রভাবশালী গোবিন্দের প্রভা, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥"

এই শ্লোকের দুইটি কারিকা।

অর্ব্বুদ আর্থৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি বিভূতি-দ্বারা যিনি ভিন্ন—ভেদপ্রাপ্ত এবং যিনি নিষ্কলাদিস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম সদা প্রভাবযুক্ত যে গোবিন্দের প্রভা, আমি সেই গোবিন্দকে ভজনা করি, ইহাই শ্লোকের সুস্পষ্ট অর্থ ॥২২৫॥

(শ্রী-সম্প্রদায়ীকে বলা হইতেছে—) "তোমার অভি-প্রায় আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি ; তুমি বলিতেছ, পরব্যোমনাথের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২২৬ ॥

(শ্রী-সম্প্রদায়ের যুক্তি ও প্রমাণাবলী)

জন্মাদিলীলা—প্রকটন হেতু অবতার বলিয়া কথিত হইলেও, অন্যাবতার অর্থাৎ রাম-নৃসিংহ হইতে উৎকর্ষ থাকায়, শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমনাথের বিলাসমধ্যেই পরিগণিত হইতে পারেন ॥ ২২৭ ॥

যাঁহারা সমান এবং যাঁহা হইতে অধিক বৈভব অন্যের নাই ; সেই পরব্যোমনাথের উৎকর্ষ শ্রুতি, স্মৃতি ও মহা-তন্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে যে কল্পে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে সেই ব্রাহ্মকল্পে তিনিই ব্রহ্মাকে মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থিত স্ব-স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন ॥ ২২৮ ॥

তথাহি শ্রীদ্বিতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ২।৯।৯-১৬)

"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেত-সংক্লেশ-বিমোহ-সাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভি: পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥ ২২৯ ॥

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ২৩০ ॥

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণি-
প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ।
প্রবাল-বৈদূর্য্য-মৃণালবর্চ্চসঃ
পরিস্ফুরৎ-কুণ্ডল-মৌলিমালিনঃ ॥ ২৩১ ॥

ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্।
বিরোচমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ
সুবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ ॥ ২৩২ ॥
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-
র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী ॥ ২৩৩ ॥
দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দ-নন্দ-প্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্ ॥
ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং
প্রসন্নহাসারুণ-লোচনাননম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং
পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥

তথাহি দ্বিতীয়স্কন্ধে—

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মার উক্তরূপ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে নিজ লোক প্রদর্শন করাইলেন। সেই বৈকুণ্ঠধামে (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি কোন) ক্লেশ, ক্লেশজনিত মোহ ও ভয় নাই। সেইস্থান হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান আর নাই। পুণ্যবান্ আত্মবিদ্‌গণ সর্ব্বদা সেই ধামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন ॥ ২২৯ ॥

সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগদ্বেষাদি ত' দূরের কথা, সে স্থানে লৌকিক সুখ-দুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুরবন্দিত ভগবৎপার্ষদগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৩০ ॥

তাঁহারা (বৈকুণ্ঠবাসী ভগবৎপার্ষদগণ) সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কমললোচন, পীতবাস, অতিকমনীয়াঙ্গ ও সুকুমার, সকলেই চতুর্ভুজ, অত্যুত্তমপ্রভাবশালী মণিখচিত পদকাভরণে সমলঙ্কৃত, আবার কেহ বা প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট ॥ ২৩১ ॥

বিদ্যুদ্দাম-বিশোভিত-নিবিড়-নীরদ-মণ্ডিত আকাশ-মণ্ডল যেরূপ শোভাবিশিষ্ট, তদ্রূপ সেই বৈকুণ্ঠধাম মহাত্মগণের দেদীপ্যমান বিমানশ্রেণীদ্বারা ও বরাঙ্গনাগণের পরমোজ্জ্বল কান্তিমালায় শোভিত হইতেছে ॥ ২৩২ ॥

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের প্রেয়সীরূপে স্বীয় সহচরী বিভূতিগণসহ বিপুলকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরির চরণ পূজা এবং প্রেমভরে আন্দোলিতা ও বসন্তানুচর মধুকরসমূহ-কর্ত্তৃক অনুগীতা হইয়া নিজ দয়িত শ্রীনারায়ণের লীলা গান করিয়া থাকেন ॥ ২৩৩ ॥

ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, নিখিল ভক্তজনবল্লভ, যজ্ঞপতি, জগৎপাতা, লক্ষ্মীপতি, বিভু ভগবান্ তথায় সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিসেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই ভগবান্ শ্রীহরি তথায় ভৃত্যগণকে প্রসাদ বিতরণের জন্য উদ্‌গ্রীব, তাঁহার বদন হাস্যসুপ্রসন্ন ও অরুণনয়ন-শোভিত,তাঁহার মস্তকদেশ কিরীট-শোভিত, কর্ণে কুণ্ডল, চতুর্ভুজ, পরিধানে পীতবসন, বক্ষঃস্থল (বক্ষের বামভাগ) (স্বর্ণ-রেখাকার) শ্রী-দ্বারা অলঙ্কৃত। সেই

অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ।
যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্॥" ইতি ॥২৩৩॥

অত্র কারিকাঃ—

যদ্‌যতঃ পরমুৎকৃষ্টং পদমন্যন্ন হি ক্বচিৎ।
সংক্লেশাঃ পঞ্চাবিদ্যাদ্যা বিমোহো নির্ব্বিবেকতা।
সাধ্বসং পাততো ভীতির্ন সন্ত্যেতানি যত্র তম্।
স্বদৃষ্টমাত্মনঃ সাক্ষাৎকারস্তদ্বদ্ভিরীড়িতম্॥ ২৩৫ ॥
রজস্তমশ্চ নো যত্র সত্ত্বং সধ্র্যাক্ তয়োর্ন চ।
গুণা যত্র প্রকৃতিজা ন সন্তীতি প্রদর্শিতম্॥
ন কালবিক্রমো যত্র সর্ব্ববিধ্বংসকারিতা।
পরং মূলমনর্থানাং যত্র মায়ৈব নাস্তি হি॥
অপরে তত্র কিমুত বিকারা মহদাদয়ঃ।
অতো বৈকুণ্ঠলোকস্য কথিতা নিত্যসিদ্ধতা ॥২৩৬॥
হরেরনুব্রতা যত্র শ্যামারুণ-হরিৎ-সিতাঃ।
তত্তদ্বর্ণমুপাস্যেশং তৎসারূপ্যমুপাগতাঃ * ॥
অথবা নিত্যসিদ্ধত্বাৎ তদ্রুচামপ্যনাদিতা ॥ ২৩৭ ॥
শ্রীঃ সম্পদ্রূপিণী মূর্ত্তা যত্র পদ্মাংশসম্ভবা।
মানং সেবাং রচয়তি বিবিধাভির্বিভূতিভিঃ॥
কুসুমাকারশব্দেন ঋতূনামধিপো মতঃ।
তেন তস্যানুগৈর্গ্রীষ্ম-বর্ষাদ্যৈরৃতুভিশ্চ যা॥
বিশেষাদ্‌গীয়মানাপি প্রিয়কর্ম্মৈব গায়তী।
শত্রন্তেন পদেনাত্র তিঙন্তা লক্ষিতা ক্রিয়া॥ ২৩৮ ॥
তত্রেশ্বরং দদর্শাসৌ কথম্ভূতং দৃগাসবম্।
সান্দ্রানন্দৈর্দৃশাং সুষ্ঠু মাদকত্বাৎ স আসবঃ ॥২৩৯॥
পীতাংশুকপদেনাস্য ধ্বন্যতে † শ্যামবর্ণতা ॥ ২৪০ ॥

পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট; তিনি (হ্লাদিনী, কীর্ত্তি, করুণা ও তুষ্টি—এই) চারি, (পূর্ব্বোক্ত শ্রীপ্রভৃতি সপ্ত ও বিমলাদি নব—এই) ষোড়শ ও (সাংখ্য, যোগ, তপঃ, বৈরাগ্য ও ভক্তি-এই) পঞ্চ শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং স্বরূপভূত-ঐশ্বর্য্যাদি-শক্তিযুক্ত। যোগিগণ কখনও কখনও ভগবৎপ্রসাদ-লেশ হইতেই সেই সকল শক্তির আভাস-মাত্র লাভ করেন। তিনি নিজস্বরূপভূত ধামেই নিত্য রমমাণ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর॥ ২৩৩॥

এই শ্লোকসকলের কারিকা—

যৎ—যাহা অপেক্ষা পর—উৎকৃষ্ট, অন্যপদ কুত্রাপি নাই। সংক্লেশসমূহ—অবিদ্যাদি পঞ্চ, বিমোহ—নির্ব্বিবেকতা, সাধ্বস—পতন হইতে ভয়, এইসকল সংক্লেশাদি যে লোকে নাই, ব্রহ্মা তাহাকে দর্শন করেন। স্ব-দৃষ্ট আত্মার অর্থাৎ হরির সাক্ষাৎকার; তদ্‌বিশিষ্টজন কর্ত্তৃক যে লোক ঈড়িত—স্তুত॥ ২৩৫ ॥

যে লোকে রজঃ ও তমোগুণ নাই, তাহাদিগের সহচর সত্ত্বগুণও নাই। ইহাদ্বারা বৈকুণ্ঠে যে প্রাকৃত গুণ নাই, ইহাই প্রদর্শিত হইল। কালবিক্রম—সর্ব্ববিধ্বংসকারিতা, যে লোকে নাই। সর্ব্ববিধ অনর্থের হেতু যে মায়া, তাহাই যে লোকে নাই, অতএব অপর—মহদাদিবিকার যে সেখানে নাই, তাহা আর কি বলিব? ইহাদ্বারা বৈকুণ্ঠ-লোকের নিত্যসিদ্ধতা প্রতিপাদিত হইল॥ ২৩৬॥

যে স্থানে হরির শ্যাম, অরুণ, হরিৎ ও শুক্লবর্ণ পার্ষদগণ, শ্যামাদিবর্ণ পরমেশ্বরকে উপাসনা করিয়া তৎসারূপ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের শ্যামাদি কান্তিও অনাদিসিদ্ধ॥ ২৩৭॥

যে লোকে লক্ষ্মীর অংশসম্ভবা সম্পদ্রূপিণী শ্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিবিধ বিভূতিদ্বারা হরির মান-সেবা রচনা করিতেছেন। কুসুমাকর—ঋতুরাজ বসন্ত। গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুগণে পরিবৃত সেই বসন্তকর্ত্তৃক বিশেষরূপে গীয়মানা হইয়াও যে শ্রী স্বয়ং কেবল প্রিয়তম হরির গুণই গান করিতেছেন। এস্থানে শতৃপ্রত্যয়ান্ত 'গায়তী' পদদ্বারা তিঙন্ত ক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে॥ ২৩৮॥

সেই লোকে ব্রহ্মা যে পরমেশ্বরকে দেখিয়াছিলেন, তিনি কি প্রকার? দৃগাসব—সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি সান্দ্রানন্দ দ্বারা জগজ্জনের চক্ষুঃ অতিশয় মাতাইয়া তোলেন বলিয়া, সেই হরি আসবস্থানীয়॥ ২৩৯॥

পীতাংশুক-পদদ্বারা হরির শ্যামবর্ণতা ব্যঞ্জিত হইল॥২৪০॥

* "তত্তদ্বর্ণমুপাস্যেনাং তৎসারূপ্যমুপাগতাঃ" স্থানে পাঠান্তর—"তত্তদ্রূপং বিভাব্য স্বং তদ্ভক্ত্যা তমুপাগতাঃ"।
† "পদেনাস্য ধ্বন্যতে" স্থানে পাঠান্তর—"পদেনাত্র ধ্বনিতা"।

অধ্যর্হণীয়-শব্দেন মহাযোগাখ্যপীঠকম্।
শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তমত্রৈবাগ্রে প্রবক্ষ্যতে ॥ ২৪১ ॥
চতস্রো হ্লাদিনী-কীর্ত্তি-করুণা-তুষ্টয়ঃ স্মৃতাঃ।
শক্তয়ঃ ষোড়শাত্রৈব পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতাঃ ॥ ২৪২ ॥
বিদ্যায়াঃ পঞ্চপর্ব্বাণি সাংখ্যাদীন্যত্র পঞ্চ চ ॥ ২৪৩ ॥

তানি পঞ্চরাত্রে—

"সাংখ্য-যোগৌ তু বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে।
পঞ্চপর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেৎ ॥"
ইতি ॥ ২৪৪ ॥

ইত্যেতাভির্বৃতং পঞ্চবিংশত্যা শক্তিভিঃ সদা।
ভগৈরৈশ্বর্য্য-ধর্ম্মাদ্যৈঃ স্বৈরসাধারণোদয়ৈঃ।
ইতরত্র বিরিঞ্চ্যাদাবধ্রুবৈরস্থিরৈঃ কৃশৈঃ ॥
স্ব এব ধাম্নি বৈকুণ্ঠে রতিং বিদধতং সদা।
কিংবা স্বরূপভূতত্বাৎ শ্রিয়স্তস্যাঃ স্বধামতা ॥ ২৪৫ ॥

তথা চ ভার্গবতন্ত্রে—

"শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।
অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিশব্দৈরপি বিভাষ্যতে ॥"ইতি।

কিঞ্চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে (উঃ খঃ ২৫৫।৫৭-৬৪)—

"প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥২৪৭॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্।
অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চ্চসমব্যয়ম্ ॥
সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্।
অসংখ্যমজরং সত্যং জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিবর্জ্জিতম্ ॥
হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়ম্।
সমানাধিক্যরহিতমাদ্যন্তরহিতং শুভম্ ॥
তেজসাত্যদ্ভুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরম্।
এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২৪৮॥

অধ্যর্হণীয়-শব্দদ্বারা শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডোক্ত "মহা-যোগপীঠ" কথিত হইয়াছে এবং এই গ্রন্থে পরেও কথিত হইবে ॥ ২৪১ ॥

হ্লাদিনী, কীর্ত্তি, করুণা ও তুষ্টি এই চারি শক্তি এবং ষোড়শ শক্তি এই গ্রন্থে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২৪২ ॥

বিদ্যাশক্তির পঞ্চপর্ব্ব সাংখ্য প্রভৃতি ৫টি 'পঞ্চশক্তি'॥২৪৩

সেই সাংখ্যাদি পঞ্চ-সম্বন্ধে পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন—

"সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ ও হরিভক্তি; ইহাকে পঞ্চপর্ব্বা বিদ্যা বলা হয়; এই বিদ্যাদ্বারা জ্ঞানিগণ হরির সহিত সম্মিলিত হয়েন ॥" ২৪৪ ॥

সেই যোগপীঠ এই পঞ্চবিংশতি শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত। ভগ—ঐশ্বর্য্যাদি, স্ব—অসাধারণ অর্থাৎ তাদৃশ অসাধারণ-'ভগ'বিশিষ্ট। অন্যত্র বিরিঞ্চ্যাদিতে, অধ্রুব—অস্থির ও কৃশ, অর্থাৎ যে ঐশ্বর্য্যাদি বিরিঞ্চ্যাদিতে অস্থির ও কৃশরূপে অবস্থিত। স্বধামে—বৈকুণ্ঠে, রমমাণ—সর্ব্বদা রতিবিধান-কর্ত্তা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে সর্ব্বদা নিরত। কিংবা, স্বধাম—স্বরূপভূত শক্তি শ্রী, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি শ্রীতে সর্ব্বদা নিরত ॥ ২৪৫ ॥

এবিষয়ে ভার্গবতন্ত্রের উক্তি—

"শক্তি শক্তিমানের কোন প্রকারেই ভেদ নাই। শক্তি অভিন্না হইলেও 'স্বেচ্ছা' প্রভৃতি শব্দদ্বারাও কথিত হইয়া থাকেন ॥" ২৪৬ ॥

আরও পাদ্মোত্তর খণ্ডে বলা হইয়াছে—

"প্রধান ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজা-নাম্নী নদী। এই শুভদায়িনী নদী তত্রস্থ মূর্ত্তিমান্ বেদগণের অঙ্গস্বেদজনিত জলরাশিদ্বারা প্রবাহিতা ॥ ২৪৭ ॥

এই বিরজা নদীর পারে পরব্যোমে ত্রিপাদবিভূতিযুক্ত, সনাতন, অমৃত (অতিশয় মধুর), শাশ্বত (নবায়মান), নিত্য, অনন্ত (বৃদ্ধিরহিত), পরমপদ, শুদ্ধ বা অপ্রাকৃতসত্ত্বময়, দিব্য (লোকাতীত), অক্ষর (অপক্ষয়শূন্য), ব্রহ্মের পদ (উপলব্ধি-স্থান), অনেককোটি সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজোময়, অব্যয়, সর্ব্ববেদময়, শুভ্র (নির্ম্মল অর্থাৎ উপাধিশূন্য), চতুর্ব্বিধপ্রলয়-রহিত, অসংখ্য (পরিমাণাতীত), অজর (বিপরিণামরহিত), সত্য (বাধরহিত), জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থা-ত্রয়রহিত, হিরণ্ময় (চিদ্ঘন), মোক্ষস্থান, ব্রহ্মানন্দ-সুখ-নামক, সমান ও আধিক্যরহিত, আদ্যন্তরহিত (জন্মনাশশূন্য),

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ ॥ ২৪৯ ॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম শাশ্বতং নিত্যমচ্যুতম্।
ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি ॥" ২৫০ ॥

তত্রৈবাগ্রে (উঃ খঃ ২৫৬।২-২১)—

"শ্রীশাঙ্ঘ্রি ভক্তিসেবৈক-রসভোগবিবর্দ্ধিতাঃ।
মহাত্মানো মহাভাগা ভগবৎপাদসেবকাঃ।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম যান্তি প্রেমসুখপ্রদম্ ॥
নানাজনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদম্।
প্রাকারৈশ্চ বিমানৈশ্চ সৌধৈ রত্নময়ৈর্বৃতম্ ॥২৫১॥
তন্মধ্যে নগরী দিব্যা সাযোধ্যেতি প্রকীর্ত্তিতা।
মণিকাঞ্চনচিত্রাঢ্যপ্রাকারৈস্তোরণৈর্বৃতা।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তা রত্নগোপুরসংবৃতা ॥ ২৫২ ॥
চণ্ডাদিদ্বারপালৈশ্চ কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতা।
চণ্ড-প্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যাম্যে ভদ্র-সুভদ্রকৌ।
বারুণ্যাং জয়-বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃ-বিধাতরৌ ॥২৫৩
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ।
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
এতে দিক্পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যামত্র শুভাননে ॥২৫৪
কোটিবৈশ্বানরপ্রখ্য-গৃহপঙ্‌ক্তিভিরাবৃতা।
আরূঢ়যৌবনৈর্নিত্যৈর্দিব্যনারী-নরৈর্যুতা ॥ ২৫৫ ॥
অন্তঃপুরন্তু দেবস্য মধ্যে পুর্য্যা মনোহরম্।
মণিপ্রাকারসংযুক্তং বরতোরণশোভিতম্ ॥
বিমানৈর্গৃহমুখ্যৈশ্চ প্রাসাদৈর্বহুভির্বৃতম্।
দিব্যাপ্সরোগণৈঃ স্ত্রীভিঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥২৫৬॥
মধ্যে তু মণ্ডপং দিব্যং রাজস্থানং মহোৎসবম্।
মাণিক্যস্তম্ভসহস্রজুষ্টং রত্নময়ং শুভম্।
নিত্যমুক্তৈঃ সমাকীর্ণং সামগানোপশোভিতম্ ॥২৫৭॥
মধ্যে সিংহাসনং রম্যং সর্ব্ববেদময়ং শুভম্।
ধর্ম্মাদিদৈবতৈর্নিত্যৈর্বৃতং বেদময়াত্মকৈঃ।
ধর্ম্ম-জ্ঞান-মহৈশ্বর্য্য-বৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ ॥"২৫৮॥

শুভ, প্রভাদ্বারা—অতীব অদ্ভুত, মনোহর, নিত্যই নবনবায়মান আনন্দের সাগর, ইত্যাদি গুণযুক্ত সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লোক ॥ ২৪৮ ॥

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির আলোক উহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যে স্থানে গমন করিলে আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই বিষ্ণুর পরমধাম ॥ ২৪৯ ॥

বিষ্ণুর সেই পরমধাম শাশ্বত, নিত্য ও অচ্যুত; শতকোটি কল্পেও কেহ তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না ॥"২৫০॥

সেই পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—

"যাঁহারা লক্ষ্মীপতির পদারবিন্দের একমাত্র ভক্তিরসানুভবদ্বারা বিবর্দ্ধিত, সেই ভগবৎপাদসেবানিরত মহাভাগ মহাত্মগণ, বিষ্ণুর সেই প্রেমসুখদায়ক পরমধামে গমন করিয়া থাকেন। উহা নানাবিধ জনপদে সমাকীর্ণ এবং প্রাচীর, বিমান ও রত্নময় সৌধমালায় পরিবৃত ॥ ২৫১ ॥

ঐ লোকমধ্যে মণি, কাঞ্চন ও বিচিত্রচিত্রযুক্ত প্রাচীর, বহির্দ্বার এবং রত্নময় পুরদ্বারে পরিবৃত চতুর্দ্বারবিশিষ্ট আযোধ্যা-নাম্নী অপূর্ব্ব-পুরী বিদ্যমান আছে ॥ ২৫২ ॥

ঐ নগরী চণ্ডাদি দ্বারপাল এবং কুমুদাদি দিক্‌পতিকর্ত্তৃক সুরক্ষিত। উহার পূর্ব্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্র, পশ্চিমদ্বারে জয় ও বিজয় এবং উত্তরদ্বারে ধাতা ও বিধাতা দ্বারপাল ॥ ২৫৩ ॥

হে শুভাননে! ঐ পুরীর পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত, এই অষ্টজন দিক্‌পতি ॥ ২৫৪ ॥

ঐ নগরী কোটি অগ্নিসদৃশ গৃহপরম্পরায় আবৃত এবং নিত্য আরূঢ় যৌবন অপূর্ব্ব নরনারীগণে পরিবৃত ॥২৫৫॥

উহার মধ্যভাগে মণিময় প্রাচীরসংযুক্ত শ্রেষ্ঠ তোরণসমূহে সুশোভিত, বিবিধ বিমান, অনুত্তমগৃহ ও প্রাসাদমালায় পরিবৃত এবং দিব্য অপ্সরা ও স্ত্রীগণে সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃত হরির মনোহর অন্তঃপুর বিরাজিত ॥ ২৫৬ ॥

এই অন্তঃপুরমধ্যে সহস্র সহস্র মাণিক্যস্তম্ভযুক্ত, নিত্যমুক্ত জনগণে সমাকীর্ণ, সামগানদ্বারা সুশোভিত এবং বিবিধ মহোৎসবান্বিত, পরম সুন্দর রত্নময় রাজোচিত মণ্ডপ বিরাজমান ॥ ২৫৭ ॥

এই মণ্ডপমধ্যে সর্ব্ববেদময় রমণীয় নির্ম্মল সিংহাসন বিদ্যমান। ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যের অধিষ্ঠাতৃ

তত্রৈব (উঃ খঃ ২৫৬।২৩-৫৪)—

"বসন্তি মধ্যমে তত্র বহ্নি-সূর্য্য-শুধাংশবঃ।
কূর্ম্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ॥
ছন্দাংসি সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পীঠরূপত্বমাস্থিতাঃ।
সর্ব্বাধারময়ং দিব্যং যোগপীঠমিতি স্মৃতম্॥ ২৫৯॥
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মমুদয়ার্কসমপ্রভম্।
তন্মধ্যে কর্ণিকায়ান্তু সাবিত্র্যাং শুভদর্শনে।
ঈশ্বর্য্যা সহ দেবেশস্তত্রাসীনঃ পরঃ পুমান্॥ ২৬০॥
ইন্দীবরদলশ্যামঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ।
যুবা কুমারঃ স্নিগ্ধাঙ্গঃ কোমলাবয়বৈর্যুতঃ॥ ২৬১॥
ফুল্লরক্তাম্বুজনিভ-কোমলাঙ্ঘ্রি-করাজবান্।
প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষঃ সুভ্রূলতাযুগাঙ্কিতঃ॥ ২৬২॥
সুনাসঃ সুকপোলাঢ্যঃ সুশোভমুখপঙ্কজঃ।
মুক্তাফলাভদন্তাঢ্যঃ সুস্মিতাধরবিদ্রুমঃ॥ ২৬৩॥
পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশসুস্মিতাননপঙ্কজঃ।
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ॥২৬৪॥
সুস্নিগ্ধ-নীল-কুটিলকুন্তলৈরুপশোভিতঃ।
মন্দার-পারিজাতাঢ্য-কবরীকৃত-কেশবান্॥২৬৫॥
প্রাতরুত্থৎসহস্রাংশুনিভকৌস্তুভশোভিতঃ।
হার-স্বর্ণস্রগাসক্ত-কম্বুগ্রীবাবিরাজিতঃ॥ ২৬৬॥
সিংহস্কন্ধনিভৈঃ প্রোচ্চৈঃ পীনৈরংসৈর্বিরাজিতঃ।
পীনবৃত্তায়তভুজৈশ্চতুভিরুপশোভিতঃ।
অঙ্গুলীয়ৈশ্চ কটকৈঃ কেয়ূরৈরুপশোভিতঃ॥ ২৬৭
বালার্ককোটিসঙ্কাশৈঃ কৌস্তুভাদ্যৈঃ সুভূষণৈঃ।
বিরাজিতমহাবক্ষা বনমালাবিভূষিতঃ॥ ২৫৮॥
বিধাতুর্জননস্থান-নাভিপঙ্কজশোভিতঃ।
বালাতপনিভশ্লক্ষ্ণ-পীতবস্ত্রসমন্বিতঃ॥ ২৬৯॥
নানারত্নবিচিত্রাঙ্ঘ্রি কটকাভ্যাং বিরাজিতঃ।
সজ্যোৎস্নচন্দ্রপ্রতিম-নখপঙ্‌ক্তিভিরাবৃতঃ॥২৭০॥

দেবতাগণ বেদময় নিত্যবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক পাদপীঠরূপে অবস্থিত হইয়া সেই সিংহাসন ধারণ করিয়া আছেন"॥২৫৮॥

সেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে আরও বলা হইয়াছে—"এই সিংহাসনের মধ্যভাগে বহ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, কূর্ম্ম, নাগরাজ, বিনতানন্দন বেদময় গরুড় সমস্ত ছন্দ এবং সর্ব্ববিধ মন্ত্র পীঠরূপে অবস্থিত আছেন। ঐ যোগপীঠ সর্ব্বাধার ও দিব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৫৯॥

হে শুভদর্শনে পার্ব্বতি! সেই যোগপীঠের মধ্যে নবোদিতসূর্য্যসদৃশ অষ্টদল পদ্ম আছে; সেই পদ্মমধ্যস্থিত গায়ত্রীস্বরূপা কর্ণিকাতে দেবারাধ্য পরমপুরুষ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন॥ ২৬০॥

তিনি নীলপদ্মদলশ্যাম; তাঁহার অঙ্গশোভা কোটিসূর্য্যতুল্য; তিনি নিত্যযৌবনশালী ও ক্রীড়াপরায়ণ; তাঁহার অঙ্গ স্নিগ্ধ এবং অবয়ব সুকোমল॥ ২৬১॥

তাঁহার সুকোমল করপদ্ম ও চরণপদ্ম বিকশিত রক্তপদ্ম সদৃশ, নয়নযুগল প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মতুল্য এবং ভ্রূলতাযুগল অতীব সুষমা॥ ২৬২॥

তাঁহার নাসা, কপোল ও মুখকমল উপমারহিত, দন্তপংক্তি মুক্তাফলসদৃশ এবং সুস্মিত ওষ্ঠাধর প্রবালতুল্য॥২৬৩॥

তাঁহার সুস্মিত মুখপঙ্কজ পূর্ণসুধাকরসদৃশ এবং কর্ণালম্বী কুণ্ডলযুগল নবোদিত দিবাকরতুল্য॥ ২৬৪॥

তাঁহার নীলবর্ণ কেশকলাপ সুস্নিগ্ধ ও কুটিল, আর সেই কেশকলাপ কবরীবদ্ধ হইয়া পারিজাত ও মন্দারকুসুমে শোভমান হইতেছে॥ ২৬৫॥

তাঁহার কণ্ঠস্থ কৌস্তুভমণি প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ এবং কম্বুগ্রীবা মুক্তাহার ও স্বর্ণমালায় অলঙ্কৃত॥ ২৬৬॥

তাঁহার উন্নত স্কন্ধ সিংহস্কন্ধসদৃশ, বাহুচতুষ্টয়পীন, সুবলিত ও আয়ত এবং তিনি অঙ্গুরীয়, কেয়ূর ও বলয়দ্বারা সুশোভিত॥ ২৬৭॥

তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কোটি কোটি নবসূর্য্যসদৃশ কৌস্তুভমণি প্রভৃতি ভূষণ ও বনমালায় বিভূষিত॥ ২৬৮॥

তিনি ব্রহ্মার জন্মস্থান স্বীয় নাভিপদ্মদ্বারা শোভা পাইতেছেন এবং নবোদিত সূর্য্যসদৃশ সুস্নিগ্ধ পীতবসন পরিধান করিয়া আছেন॥ ২৬৯॥

তাঁহার চরণযুগল নানাবিচিত্র রত্ন খচিত নূপুরদ্বয়ে ভূষিত এবং তাঁহার নখপংক্তি জ্যোৎস্না সমন্বিত চন্দ্রতুল্য॥ ২৭০॥

কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ সৌন্দর্য্যনিধিরচ্যুতঃ।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গো বনমালাবিভূষিতঃ ।।
শঙ্খচক্রগৃহীতাভ্যামূর্দ্ধাহুভ্যাং বিরাজিতঃ।
বরদাভয়হস্তাভ্যামিতরাভ্যাং তথৈব চ ।। ২৭১ ।।
বামাঙ্কসংস্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীর্মহেশ্বরী।
হিরণ্যবর্ণা হরিণী সুবর্ণরজতস্রজা ।। ২৭২ ।।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না যৌবনারম্ভবিগ্রহা।
রত্নকুণ্ডলসংযুক্তা নীলাকুঞ্চিতশীর্ষজা ।। ২৭৩ ।।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী দিব্যপুষ্পোপশোভিতা।
মন্দার-কেতকী-জাতীপুষ্পাঞ্চিতসুকুন্তলা ॥ ২৭৪ ॥
সুভ্রূঃ সুনাসা সুশ্রোণী পীনোন্নতপয়োধরা।
পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশসুস্মিতাননপঙ্কজা ॥ ২৭৫ ॥
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা ॥ ২৭৬ ॥
হস্তৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা কনকাম্বুজভূষিতা।
নানারত্নবিচিত্রাঢ্যকনকাম্বুজমালয়া।
হার-কেয়ূর-কটকৈরঙ্গুরীয়ৈশ্চ ভূষিতা ॥ ২৭৭ ॥
ভুজযুগ্মধৃতোদগ্র-পদ্মযুগ্মবিরাজিতা।
গৃহীত-মাতুলুঙ্গাখ্যজাম্বুনদ করাঞ্চিতা ॥ ২৭৮ ॥
এবং নিত্যানপায়িন্যা মহালক্ষ্ম্যা মহেশ্বরঃ।
মোদতে পরমব্যোম্নি শাশ্বতে সর্ব্বদা প্রভুঃ ॥২৭৯॥
পার্শ্বয়োরবনীলীলে সমাসীনে শুভাননে।
অষ্টদিক্ষু দলাগ্রেষু বিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ ॥ ২৮০ ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানা মহিষ্যঃ পরমাত্মনঃ ।।
গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ সুধাকরসমপ্রভান্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না মোদন্তে পতিমচ্যুতম্ ॥ ২৮১ ॥
দিব্যাপ্সরোগণাঃ পঞ্চশতসংখ্যাশ্চ যোষিতঃ।
অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ।।
পদ্মহস্তাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ কোটিবৈশ্বানরপ্রভাঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ শীতাংশুসদৃশাননাঃ।
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা শুশুভে পরমঃ পুমান্ ॥২৮২॥

তিনি কোটিকন্দর্পলাবণ্যযুক্ত, (নিখিল) সৌন্দর্য্যের নিধি, (ভক্তগণের হৃদয় হইতে কখনও চ্যুত হন না বলিয়া) অচ্যুত, দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ এবং বনমালাবিভূষিত। তাঁহার ঊর্দ্ধবাহুদ্বয়ে শঙ্খ, ও চক্র বিরাজিত এবং অধোবাহুদ্বয় বর ও অভয়প্রদ ॥ ১৭১ ॥

সুবর্ণ ও রজতমালায় অলঙ্কৃতা সুবর্ণবর্ণা মনোহরা মহেশ্বরী মহালক্ষ্মী এই নারায়ণের বামাঙ্কে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৭২ ॥

এই মহালক্ষ্মী নবযৌবনা ও সর্ব্বসল্লক্ষণসম্পন্না ; ইঁহার কর্ণযুগল রত্নময় কুণ্ডলে অলঙ্কৃত এবং কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ ও ঈষৎ কুঞ্চিত ॥ ২৭৩ ॥

ইঁহার অঙ্গ দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত ও দিব্য কুসুমে সুশোভিত এবং ইঁহার কেশরাশি মন্দার, কেতকী ও জাতিপুষ্পে সুভূষিত ॥ ২৭৪ ॥

ইনি সুভ্রূ, সুনাসা ও সুশ্রোণী ; ইঁহার পয়োধরদ্বয় পীন ও উন্নত এবং পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখপদ্ম মনোহরহাস্যযুক্ত ॥ ২৭৫ ॥

ইঁহার কর্ণযুগলস্থ কুণ্ডলদ্বয় তরুণাদিত্যের ন্যায় মনোরম। ইঁহার বর্ণ ও ভূষণ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ ॥ ২৭৬ ॥

ইনি চতুর্ভুজা ও স্বর্ণপদ্মে ভূষিতা এবং নানারত্নখচিত স্বর্ণপদ্মের মালা, হার, কেয়ূর, বলয় ও অঙ্গুরীয়দ্বারা অলঙ্কৃতা ॥২৭৭॥

ইঁহার ঊর্দ্ধস্থ ভুজযুগলে প্রফুল্ল পদ্মযুগল এবং অপর হস্তদ্বয়ে স্বর্ণময় বীজপূর ফল (টাবালেবু) বিরাজিত ॥ ২৭৮ ॥

এতাদৃশী নিত্যা বিয়োগহীনা মহালক্ষ্মীর সহিত মহামহেশ্বর প্রভু নারায়ণ নিত্যপরব্যোমে সর্ব্বদা পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন ॥ ২৭৯ ॥

হে শুভাননে গৌরি ! তাঁহার উভয় পার্শ্বে ভূ ও লীলা এই শক্তিদ্বয় সমাসীনা রহিয়াছেন এবং পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে যোগপীঠস্থ পদ্মের অষ্ট দলাগ্রে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা ও ঈশানা—এই অষ্টশক্তি পরমাত্মার সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা মহিষীরূপে অবস্থান করিয়া চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দিব্যচামরসমূহ ধারণপূর্ব্বক নিজপতি অচ্যুতের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ২৮০-২৮১ ॥

সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা, কোটি-অগ্নিপ্রভা-যুক্তা, সর্ব্বসল্লক্ষণসম্পন্না, পদ্মহস্তা, চন্দ্রাননা, অন্তঃপুরনিবাসিনী পঞ্চ শত দিব্য অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া রাজরাজেশ্বর পরম পুরুষ হরি শোভা পাইতেছেন ॥ ২৮২ ॥

অনন্তবিহগাধীশসেনাদ্যাদ্যৈঃ সুরেশ্বরৈঃ।
অন্যৈঃ পরিজনৈর্নিত্যৈর্মুক্তৈশ্চ পরিসংবৃতঃ।
মোদতে রময়া সার্দ্ধং ভোগৈশ্বর্য্যৈঃ পরঃ পুমান্।"
॥ ২৮৩ ॥

অত্র কারিকাঃ—

অর্থতঃ শব্দতশ্চাত্র যৎ পুনঃ পুনরুচ্যতে।
তদসম্ভাব্যবস্তুত্বাৎ প্রতীত্যৈ হেতুবাদিনাম্ ॥২৮৪॥
শ্রীশনিশ্বাসরূপাণাং বেদানাং তত্র মূর্ত্ততা।
ততস্তদঙ্গতো জাতাঃ স্বেদাঃ পরমপাবনাঃ ॥ ২৮৫ ॥
ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং তু তৎ পদম্।
বিভূতি-র্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥
২৮৬ ॥

অমৃতং সুষ্ঠু মধুরং শাশ্বতন্তু মুহু-র্নবম্।
শুদ্ধসত্ত্বন্তু তৎ প্রোক্তং সত্ত্বমপ্রাকৃতন্তু যৎ।
নিত্যাক্ষরাদিশব্দৈস্তু ষড়্ভাবপরিবর্জ্জনম্ ॥ ২৮৭ ॥

কিঞ্চানুত্থাপিতানামপি কারিকাঃ—

আদ্যমাবরণং দিক্ষু পূর্ব্বাদিষু কিলাষ্টসু।
ব্যূহৈর্লক্ষ্ম্যাদিসহিতৈর্বাসুদেবাদিভির্মতম্ ॥২৮৮॥
পুর্য্যো লক্ষ্ম্যাঃ সরস্বত্যা রতেঃ কান্তেরনুক্রমাৎ।
বিদিক্ষু পরমব্যোম্ন আগ্নেয্যাদিষু কীর্ত্তিতাঃ ॥২৮৯॥
কেশবাদ্যৈরিহ চতুর্বিংশত্যা * তু দ্বিতীয়কম্।
অষ্টাসু কিল কাষ্ঠাসু তেষাং জ্ঞেয়ং ত্রয়ং ত্রয়ম্॥২৯০॥
দশভির্মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যৈর্দশদিক্ষু তৃতীয়কম্ ॥ ২৯১ ॥
সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিষ্বক্সেন-গজাননৈঃ।
শঙ্খ-পদ্মনিধিভ্যাঞ্চ তুর্য্যমষ্টাসু দিক্ষ্বিদম্ ॥ ২৯২ ॥

(এতদ্ব্যতীত) অনন্ত, বিহগেশ্বর গরুড় ও বিষ্বক্সেনাদি সুরেশ্বরগণ, অন্য পরিজন এবং নিত্যমুক্ত মহাপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া পরমপুরুষ হরি মহালক্ষ্মীর সহিত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন ॥ ২৮৩ ॥

এই সকল শ্লোকের কারিকা—

অর্থ বা তাৎপর্য্যবৃত্তি ও শব্দ বা মুখ্যবৃত্তিদ্বারা একই কথা যে পুনঃ পুনঃ কথিত হইতেছে, তাহা কেবল হেতুবাদীদিগের প্রতীতির নিমিত্ত। কেননা, বর্ণনীয় বস্তুটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয় ॥ ২৮৪ ॥

লক্ষ্মীপতির নিশ্বাসরূপ বেদগণ বৈকুণ্ঠে মূর্ত্তিমান হইয়া আছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে পরমপবিত্র স্বেদজল বিগলিত হইতেছে ॥ ২৮৫ ॥

পরব্যোম ত্রিপাদবিভূতির ধাম অর্থাৎ আশ্রয় বলিয়া, সেই পদ বা ধাম ত্রিপাদ্ভূত। সর্ব্ববিধ মায়িক বিভূতি একপাদ বিভূতি বলিয়া কথিত ॥ ২৮৬ ॥

অমৃত—অতিশয়মধুর। শাশ্বত—মুহুর্মুহু নবায়মান। শুদ্ধসত্ত্ব—যাহা অপ্রাকৃত সত্ত্ব তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া কথিত। নিত্য অক্ষর প্রভৃতি শব্দদ্বারা ষড়্বিধ ভাববিকার (জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ) পরিবর্জ্জিত হইল ॥ ২৮৭ ॥

অধিকন্তু অনুত্থাপিত শ্লোকসকলেরও কারিকা।

পরব্যোমের পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে লক্ষ্ম্যাদির সহিত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহদ্বারা প্রথম আবরণ (প্রকাশিত); ইহাই শাস্ত্রের অভিমত ॥ ২৮৮ ॥

(পরব্যোমের) পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের পুরীচতুষ্টয় এবং আগ্নেয়াদি বিদিক্ অর্থাৎ কোন চতুষ্টয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি ও কান্তির পুরীচতুষ্টয় বিরাজিত বলিয়া কথিত ॥ ২৮৯ ॥

কেশবাদি চতুর্বিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তিদ্বারা দ্বিতীয় আবরণ (প্রকাশিত)। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকের এক এক দিকে কেশবাদি তিন তিন মূর্ত্তি অবস্থিত ॥ ২৯০ ॥

পূর্ব্বাদি দশদিকে অবস্থিত মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশ মূর্ত্তিদ্বারা তৃতীয় আবরণ (প্রকাশিত) ॥ ২৯১ ॥

পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত সত্যা, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গজানন, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধিদ্বারা চতুর্থ আবরণ (প্রকাশিত) ॥ ২৯২ ॥

* ২৪ বিষ্ণুমূর্ত্তি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র।

ঋগ্বেদাদিচতুষ্কেণ সাবিত্র্যা গরুড়েন চ।
তথা ধর্ম্ম-মখাভ্যাঞ্চ পঞ্চমং পূর্ব্ববন্মতম্॥ ২৯৩॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-খড়্গ-শার্ঙ্গ-হলৈস্তথা।
মুষলেন চ ষষ্ঠং স্যাদিন্দ্রাদ্যৈঃ সপ্তমং তথা॥ ২৯৪॥
"সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে ত্রিদিবৌকসঃ।
তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ন নিত্যাস্ত্রিদিবেশ্বরাঃ॥"
॥ ২৯৫॥

বাসুদেবাদিমূর্ত্তীণাং সপ্ততেস্তু চতুর্যুজঃ।
লোকাস্তু তাবৎসংখ্যাকাঃ পরে ধাম্নি চকাসতি॥২৯৬
ত্রিষু পুংসোঽবতারেষু রুদ্রাৎ পদ্মভবাৎ তথা।
ভৃগ্বাদিকৃতনির্দ্ধারাদ্ বিষ্ণুরেব মহত্তমঃ॥
কিং পুনঃ পুরুষস্তত্র বাসুদেবোঽত্র কিন্তরাম্।
তত্রাপি কিন্তমাং সোঽয়ং মহাবৈকুণ্ঠনায়কঃ॥২৯৭॥

সদাশিবাখ্যো যঃ শম্ভুঃ স চৈশান্যাবৃতির্মতা॥২৯৮॥
অতো ব্রুবেঽনয়োঃ প্রায়ো বৈলক্ষণ্যং দ্বয়োর্ন হি।
দীপোত্থদীপতুল্যত্বাৎ স্যাদ্বিলাস-বিলাসিনোঃ॥
॥ ২৯৯॥

(শ্রী-সম্প্রদায়পূর্ব্বপক্ষ-খণ্ডনম্)

মৈবং বাদীর্মহাবাদিন্ অধুনা ত্বমপেশলঃ।
গহনৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান-রসাস্বাদনয়োরসি॥ ৩০০॥
সর্ব্ববেদান্ততঃ সারং বেদকল্পতরোঃ ফলম্।
শ্রীভাগবতমেবাত্র প্রমাণং সর্ব্বতো বরম্॥ ৩০১॥

তথাহি শ্রীতৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২।২১)—
"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥" ইতি॥৩০২॥

পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ অথর্ব্ব বেদ, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম ও যজ্ঞদ্বারা পঞ্চম আবরণ (প্রকাশিত)॥ ২৯৩॥

পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শার্ঙ্গ, হল ও মুষলদ্বারা ষষ্ঠ আবরণ এবং ইন্দ্রাদি (অষ্টমূর্ত্তি) দ্বারা সপ্তম আবরণ (প্রকাশিত)॥ ২৯৪॥

"পরব্যোমস্থিত সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ এবং অন্য যে সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ, তাঁহারা সকলেই নিত্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। আর প্রাকৃত স্বর্গে যে সাধ্যাদি দেবগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত॥" ২৯৫॥

পরব্যোমে বাসুদেবাদি ৭৪-সংখ্যক বিষ্ণুমূর্ত্তির তাবৎ অর্থাৎ ৭৪ সংখ্যক লোক প্রকাশ পাইতেছে॥ ২৯৬॥

গর্ভোদশায়ীর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন অবতারের মধ্যে বিষ্ণুরই মহত্ত্ব ভৃগ্বাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পুরুষ (গর্ভোদশায়ী ও কারণার্ণবশায়ী) যে মহৎ, তাহা আর কি বলিব? ইহাতেও যে বাসুদেব মহত্তর,ইহা আর কি বলিব? তাহাতে আবার মহাবৈকুণ্ঠনাথ যে মহত্তম,ইহা আর কত বলিব?॥২৯৭

সদাশিব-নামে বিখ্যাত যে শম্ভু, তিনিও এই মহা-বৈকুণ্ঠনাথের ঈশানকোণের আবরণ বলিয়া কথিত॥২৯৮॥

এই সকল প্রমাণদ্বারা বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস। অতএব দীপোত্থ দীপের ন্যায় বিলাস (শ্রীকৃষ্ণ) ও বিলাসীর (নারায়ণের) প্রায়ই বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না॥ ২৯৯॥

কৃষ্ণ ও নারায়ণসম্বন্ধে শ্রী-সম্প্রদায়ের বিচার খণ্ডন; শ্রীকৃষ্ণ—অবতারী, তাঁহার বিলাস নারায়ণ —এই সুসিদ্ধান্ত-স্থাপন।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন,—হে মহাবাদিন্! তুমি এ কথা বলিতে পার না। কারণ তুমি এখনও শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় ঐশ্বর্য্যবিজ্ঞান ও রসাস্বাদন-বিষয়ে অনিপুণ রহিয়াছ॥ ৩০০॥

বেদ-কল্পতরুর ফল সর্ব্ববেদান্তের সার শ্রীমদ্ভাগবতই এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রমাণ॥ ৩০১॥

সেই ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে (সিদ্ধান্তিত হইয়াছে)—

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্ (অর্থাৎ অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই); তাঁহার সমান ও তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই অর্থাৎ তিনি অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব; তিনি ত্র্যধীশ (অর্থাৎ ১। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ঈশ্বর ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব এই গুণাবতারত্রয়ের অধীশ্বর, ২। কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদক-শায়ী—এই পুরুষাবতারত্রয়ের অধীশ্বর, ৩। ব্রহ্মাণ্ড-

অত্র কারিকাঃ—

বিদ্যেতে নান্যসাম্যাতিশয়ৌ যত্রেতি বিগ্রহে।
সর্ব্বেভ্যস্তৎস্বরূপেভ্যঃ কৃষ্ণোৎকর্ষনিরূপণাৎ।
আধিক্যং পরমব্যোমনাথাদপ্যস্য দর্শিতম্॥ ৩০৩॥
স্বয়ং-পদেন চান্যান্যনৈরপেক্ষ্যমুদীরিতম্॥ ৩০৪॥
রামোঽপ্যধিক-সাম্যাভ্যাং মুক্তধামেত্যবাদি যৎ।
তত্র স্বয়ং-পদাভাবাৎ কৃষ্ণেনৈক্যেন তস্য তৎ।
নরলীলাদি-সাধর্ম্ম্যাৎ প্রেষ্ঠং রূপং তদস্য যৎ॥৩০৫॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

"অন্তরঙ্গস্বরূপা মে মৎস্য-কূর্ম্মাদয়স্তথা।
সর্ব্বাত্মনায়মত্রাপি শ্রীমদ্দশরথাত্মজঃ॥"ইতি। ৩০৬॥
'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ' 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।
ইত্যস্য পরমৈশ্বর্য্যবিশেষস্যানুবর্ণনে।
পদস্য স্বয়মিত্যস্য দ্বিরুক্তির্বোধয়ত্যসৌ।
কৃষ্ণস্যান্যস্বরূপৈক্যাৎ আধিক্যং নেতি সর্ব্বথা॥৩০৭॥
ত্র্যধীশ ইতি গোলোক-মথুরা-দ্বারকাভিধম্।
যৎ পদত্রিতয়ং তস্য সোঽধিপত্বাদধীশ্বরঃ॥
প্রকৃতীশ-বিরাড়ন্তর্যামি-ক্ষীরাব্ধিশায়িনাম্।
ত্রয়াণামুপরীশোঽয়ং ত্র্যধীশ ইতি বা স্মৃতঃ॥৩০৮॥
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা তত্রাপি প্রাপ্তসর্ব্বসমীহিতঃ॥
স্বেনাত্মনা স্বয়া বাত্মভূতয়া শক্তিবর্য্যয়া।
রাজতীতি স্বরাট্ তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যমুচ্যতে॥
তদেব লক্ষ্মীঃ সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পদেতয়া।
আপ্তাঃ সমস্তাঃ কামা যং কামাঃ প্রেষ্ঠার্থসিদ্ধয়ঃ॥
॥ ৩০৯॥

সমূহাত্মক দেবীধাম, নারায়ণধাম ঐশ্বর্য্যপীঠপরব্যোম ও শ্রীকৃষ্ণধাম মাধুর্য্যপীঠ গোলোক-বৃন্দাবনের অধীশ্বর, ৪। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাস্থান গোকুল, মথুরা ও দ্বারকার অধীশ্বর।) তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণকাম; তাঁহার আদেশপালনরূপ পূজোপহার প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মাদি লোকপালগণ কোটি কোটি মুকুটের সংঘট্ট-ধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তুতি করিতেছেন॥ ৩০২॥

এই শ্লোকের কারিকা।

অন্যের অর্থাৎ পরব্যোমনাথের পর্য্যন্ত যাঁহার সহিত সাম্য নাই এবং যাঁহা হইতে আধিক্য নাই—শ্রীকৃষ্ণের এই দুই বিশেষণদ্বারা সমস্ত ভগবৎস্বরূপ হইতে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) উৎকর্ষ নিরূপণ-হেতু, পরব্যোমনাথ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইল॥ ৩০৩॥

'স্বয়ং'-পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্যনিরপেক্ষত্ব প্রদর্শিত হইল অর্থাৎ অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি প্রকাশিত হয় নাই, ইহাই কথিত হইল॥ ৩৪॥

(শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।১১।২০ শ্লোকে বলা হইয়াছে—) শ্রীরামও 'অধিকসাম্য-বিমুক্তধামা', কিন্তু ইহাতে 'স্বয়ং' এই পদটি প্রযুক্ত না হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, কৃষ্ণের সহিত রামের একতা-নিবন্ধনই উক্ত বিশেষণের প্রয়োগ হইয়াছে। কেন না, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের মধ্যে নরলীলা, নরাকার ও নরস্বভাবের সাম্য আছে বলিয়া, শ্রীরামরূপ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়॥ ৩০৫॥

অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

"মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারসমূহ আমার অন্তরঙ্গস্বরূপ; ইঁহাদের মধ্যে আবার দশরথপুত্র শ্রীরাম সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ লীলাদি সাম্যে আমার অতিশয় প্রিয়॥" ৩০৬॥

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ", "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্যবিশেষ-বর্ণনে 'স্বয়ং'-পদের বারদ্বয় উক্তিহেতু সর্ব্বতোভাবে ইহাই বুঝাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের যে আধিক্য; তাহা অন্যের অর্থাৎ পরব্যোম-নাথের সহিত সাধর্ম্ম্যের ঐক্যনিবন্ধন নহে; তাহার আধিক্য অন্য-নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ॥ ৩০৭॥

ত্র্যধীশ-শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে—গোলোক, মথুরা ও দ্বারকা-নামক ধামত্রয় যে আছে, তাহাদের অধিপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধীশ্বর; অথবা প্রকৃতির ঈশ অর্থাৎ নিয়ন্তা (কারণোদকশায়ী), বিরাটের অন্তর্য্যামী (গর্ভোদকশায়ী), এবং ক্ষীরোদকশায়ী—এই তিন পুরুষের উপরিস্থ ঈশ্বর বলিয়া ইনি 'ত্র্যধীশ'॥ ৩০৮॥

সেস্থলে স্বারাজ্যলক্ষ্মী-নিবন্ধন সমস্ত কাম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ব-দ্বারা—আত্মদ্বারা অথবা আত্মভূতা শ্রেষ্ঠ-শক্তিদ্বারা, প্রকাশ পান বলিয়া তিনি 'স্বরাট্';

চিরেতি তু চিরায়ুষ্কা লোকপাঃ পদ্মজাদয়ঃ।
তেষাং কিরীটকোটীভির্মুকুটানাং শতার্ব্বুদৈঃ।
ঈড়িতে সংস্তুতে পাদপীঠে যস্যেতি বিগ্রহঃ ॥৩১০॥
হীরাদিরত্নমুকুটৈঃ পাদপীঠাভিঘট্টনাৎ।
জনিতেন স্বনৌঘেন বাঢ়মুৎপ্রেক্ষিতা স্তুতিঃ ॥৩১১॥
স্বস্বকর্ম্মণ্যবস্থিত্যা তৈস্তৈর্ব্রহ্মাদিলোকপৈঃ।
আজ্ঞাপালনমেবাস্য বলের্হরণমুচ্যতে ॥ ৩১২ ॥
অথাত্র প্রক্রিয়া খ্যাতা পৌরাণ্যেষা বিলিখ্যতে ॥
ব্রহ্মাণ্ডানামনন্তানাং প্রায়ো নানাবিধাত্মনাম্।
বৃন্দানি ভগবচ্ছক্তৌ বিচিত্রাণি চকাসতি ॥ ৩১৪ ॥
শতকোটিপ্রমাণানি যোজনানাস্ত কানিচিৎ।
অজাণ্ডানি বিরাজন্তে শক্তিবৈচিত্র্যতো হরেঃ ॥৩১৫॥
কানিচিচ্চ নিখর্ব্বেণ তেষাং পদ্মাযুতেন চ।
তৎ পরার্দ্ধশতেনাপি বিস্তৃতানি তু কানিচিৎ ॥৩১৬॥

মধ্যে তেষামজাণ্ডেষু কেষুচিদ্বিংশতিঃ কৃতা।
ভুবনানাঞ্চ পঞ্চাশৎ কুত্রচিৎ সপ্ততিস্তথা।
শতং সহস্রমযুতং লক্ষং ক্বচন রাজতি ॥ ৩১৭ ॥

ব্রহ্মাদ্যা লোকপাস্তেষু নানারূপাশ্চকাসতি।
পরমর্দ্ধিসহস্রেণ সেব্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥
ক্বচিদিন্দ্রাদয়স্তেষু মহাকল্পশতায়ুষঃ।
মহাকল্পপরার্দ্ধায়ুর্ভাজো ব্রহ্মাদয়স্তথা ॥ ৩১৮ ॥

তে তে ব্রহ্মসুরেশাদ্যাঃ কথিতাশ্চিরলোকপাঃ।
স্তুতাঙ্ঘ্রিপীঠঃ কৃষ্ণোঽয়ং তেষাং মুকুটকোটিভিঃ ॥
॥ ৩১৯ ॥

একদা দ্বারকা পুর্য্যাং সুধর্ম্মায়াং মুরান্তকে।
বিরাজতি তমাগত্য দ্বারাধ্যক্ষো ন্যবেদয়ৎ।
দিদৃক্ষুর্দেব পাদাব্জং ব্রহ্মা দ্বারেঽবতিষ্ঠতে ॥৩২০॥

তাহার ভাব (ধর্ম্ম)—'স্বারাজ্য' নামে অভিহিত। সেই স্বারাজ্যই লক্ষ্মী—সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পত্তি, তন্নিবন্ধন সমস্ত কাম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কামসকল শব্দে প্রেষ্ঠার্থের বা অভীষ্টার্থের সিদ্ধিসমূহ ॥ ৩০৯ ॥

চির—চিরজীবী (দীর্ঘজীবী); লোকপালসমূহ—ব্রহ্মাদি; তাঁহাদিগের কিরীটকোটিদ্বারা—শত শত অর্ব্বুদ অর্থাৎ অসংখ্য মুকুটদ্বারা; ঈড়িত—সংস্তুত। (অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দীর্ঘজীবী লোকপালগণের অসংখ্য মুকুটদ্বারা) যাঁহার পাদপীঠদ্বয় (পাদুকাদ্বয়) সম্যক্ স্তুত হইয়া থাকে সেই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩১০ ॥

হীরকাদি রত্নময় মুকুটসমূহদ্বারা পাদপীঠদ্বয়ের সংঘট্ট হইতে উত্থিত শব্দপরম্পরাকে 'স্তুতি' বলিয়া নিশ্চিতরূপে উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ উদ্ভাবন করা হইয়াছে (ইহা অর্থালঙ্কার-বিশেষ) ॥ ৩১১ ॥

স্ব-স্ব কার্য্যে অবস্থিত সেই সেই ব্রহ্মাদি লোকপালগণ কর্ত্তৃক ভগবানের আজ্ঞা-পালনই 'বলিহরণ'-রূপে উক্ত হইয়াছে ॥ ৩১২ ॥

অতঃপর বর্ত্তমান প্রকরণে এই বিখ্যাতা পৌরাণিকী প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে ॥ ৩১৩ ॥

প্রায়ই বিচিত্র নানাবিধস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দ ভগবচ্ছক্তিতে প্রকাশমান ॥ ৩১৪ ॥

শ্রীহরির শক্তির বিচিত্রতা-হেতু কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি শতকোটি যোজন ॥ ৩১৫ ॥

কতিপয়ের পরিমাণ নিখর্ব্ব যোজন, কতগুলির পদ্মাযুত যোজন, আর কতগুলির বা পরার্দ্ধশত যোজন ॥ ৩১৬ ॥

তাঁহাদের মধ্যে কতক ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি, কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ততি, কোন ব্রহ্মাণ্ডে শত, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন ব্রহ্মাণ্ডে অযুত এবং কোন ব্রহ্মাণ্ডে বা লক্ষ ভুবন আছে ॥ ৩১৭ ॥

সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি লোকপালগণ নানারূপে বিরাজমান। সহস্র সহস্র পরম সমৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবগণ শতমহাকল্পজীবী এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণ পরার্দ্ধ মহাকল্পজীবী ॥ ৩১৮ ॥

সেই সেই ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণ 'চিরলোক-পাল' বলিয়া কথিত আছেন। তাঁহাদিগের কোটি কোটি মুকুটকর্ত্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ স্তুত হইয়া থাকে ॥৩১৯॥

শ্রীকৃষ্ণ একদা দ্বারকাধামে সুধর্ম্মা নাম্নী সভায় বিরাজমান আছেন, এমন সময়ে দ্বারাধ্যক্ষ তাঁহাকে নিবেদন করিলেন—"প্রভো! আপনার পাদপদ্মদর্শনের অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন।" ৩২০ ॥

আগতঃ কতমো ব্রহ্মা দ্বারীতি পরিপৃচ্ছ তম্।
ইত্যচ্যুতগিরং শৃণ্বন্ এত্য দ্বারাধিপঃ পুনঃ ॥
পৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমাগত্য কৃষ্ণাগ্রে চ তমব্রবীৎ।
আগতঃ সনকাদীনাং জনকশ্চতুরাননঃ ॥ ৩২১ ॥
আনয়েতি হরের্বাচা তেন ব্রহ্মা প্রবেশিতঃ।
প্রণমন্ দণ্ডবৎ পৃষ্টঃ কৃষ্ণেন কিমিহাগতঃ ॥
ত্বমিতি প্রাহ তং ব্রহ্মা দেবাগমনকারণম্।
বক্ষ্যে পশ্চাদ্যদাখ্যাস্য ব্রহ্মা কতম ইত্যদঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তন্নাথ ব্রহ্মা নান্যোঽস্তি মদ্যতঃ ॥
॥ ৩২২ ॥

অথ স্মিত্বা মুকুন্দেন দ্বারবত্যাং দ্রুতং তদা।
স্মৃতা ব্রহ্মাণ্ডকোটিভ্যো লোকপালাঃ সমাগতাঃ ॥
অষ্টবক্ত্রাশ্চতুঃষষ্টিবক্ত্রাঃ শতমুখাস্তথা।
সহস্রবক্ত্রা লক্ষাস্যাঃ কোটিবক্ত্রা বিরিঞ্চয়ঃ ॥
রুদ্রাশ্চ বিংশতিমুখাস্তথা পঞ্চাশদাননাঃ।
শতবক্ত্রাঃ সহস্রাস্যা লক্ষবাহু-শিরোভৃতঃ ॥
পুরন্দরাশ্চ লক্ষাক্ষা নিযুতাক্ষাস্তথাপরে।
অপরে লোকপালাশ্চ বিবিধাকৃতিভূষণাঃ ॥
কৃষ্ণস্য পুরতঃ প্রাপ্তাঃ পাদপীঠমবানমন্।
তান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াত্তস্মিন্নুন্মমাদ চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩২৩ ॥

কিঞ্চ—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রোক্তং সর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাঃ।
দেশতো জীবতশ্চাপি তুল্যরূপা ভবন্ত্যমী ॥৩২৪॥

তথাহি—

"একরূপাস্তথৈবাণ্ডাঃ সর্ব এব নরেশ্বর।
তুল্যদেশবিভাগাশ্চ তুল্যজন্তব এব চ ॥"ইতি ।৩২৫॥
বিরোধেঽত্র সমুৎপন্নে সমাধানং বিধীয়তে ॥৩২৬॥

যতঃ শ্রীকৌর্ম্মে—

"বিরোধো বাক্যয়োর্যত্র নাপ্রামাণ্যং তদিষ্যতে।
যথাবিরুদ্ধতা চ স্যাৎ তথার্থঃ কল্প্যতে তয়োঃ ॥"ইতি॥
৩২৭ ॥

"কোন্ ব্রহ্মা দ্বারে আসিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।"—ভগবানের এই বাক্য শ্রবণমাত্র দ্বারপাল দ্বারদেশে আগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,—"সনকাদির পিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছেন ॥" ৩২১ ॥

"(তাঁহাকে এখানে) আনয়ন কর"—শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে দ্বারপাল ব্রহ্মাকে সভায় উপস্থিত করিলেন। ব্রহ্মা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন?" ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—"দেব! আগমনের কারণ পশ্চাৎ নিবেদন করিব। কিন্তু নাথ! অদ্য আপনি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"কোন্ ব্রহ্মা?" অগ্রে তাহারই রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু আমি ভিন্ন অন্য ব্রহ্মা নাই ॥ ৩২২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া সমস্ত লোকপালগণকে স্মরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইতে লোকপালগণ দ্রুতবেগে দ্বারকায় সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে অষ্টবদন, চতুঃষষ্টিবদন, শতমুখ, সহস্রমুখ, লক্ষমুখ এবং কোটিমুখ ব্রহ্মাগণ; বিংশবদন, পঞ্চাশদ্-বদন, শতমুখ, সহস্রমুখ, লক্ষবাহু, লক্ষমস্তক, রুদ্রগণ; লক্ষলোচন, নিযুতনয়ন ইন্দ্রগণ এবং বিবিধাকৃতি ও বিবিধভূষণ অন্যান্য লোকপালগণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদপীঠে প্রণত হইলেন। তখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩২৩ ॥

আরও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলই দেশত ও জীবত তুল্যরূপ, অর্থাৎ সকল ব্রহ্মাণ্ডেই দেশসকল সমান-পরিমিত এবং ব্রহ্মাদি জীবসমূহ তুল্যায়ুষ্ক ॥ ৩২৪ ॥

নিদর্শন—"নরেশ্বর! সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই একরূপ পরিমাণ এবং সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত স্বর্গাদি দেশের বিভাগ ও ব্রহ্মাদি জীবসমূহ তুল্যরূপ ॥" ৩২৫ ॥

এই সমুপস্থিত বিরোধের সমাধান করা হইতেছে ॥৩২৬॥

যেহেতু শ্রীকূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—"যে স্থলে বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, সেস্থলে তাহার অন্যতর বাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায়

যুগপৎ সকলাণ্ডানি জাতু সংহরতে হরিঃ ॥ ৩২৮ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"অনন্তানি তবোক্তানি যান্যণ্ডানি ময়া পুরা।
সর্ব্বাণি তানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ।
প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রিস্তস্য কীর্ত্তিতা॥"ইতি
॥ ৩২৯ ॥

অতঃ সংহৃত্য সর্ব্বাণি পুনরণ্ডান্যসৌ সৃজন্।
বিষমাণি সৃজেজ্জাতু কদাচিচ্চ সমান্যপি ॥ ৩৩০ ॥
ইত্যৌপোদ্‌ঘাতিকং প্রোচ্য প্রকৃতং পরিলিখ্যতে ॥
৩৩১ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব (ভাঃ ৩।২।১২)—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥" ইতি ॥৩৩২॥

অত্র কারিকাঃ—

যদ্‌বিম্বং মর্ত্ত্যলীলানাং ভবেদৌয়পয়িকং পরম্।
পূর্ব্বপদ্যস্থিতং বিম্বং যৎ-পদেনানুকৃষ্যতে ॥ ৩৩৩ ॥
বিবিধাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিসম্ভবাৎ।
স্বস্য দেবাদিলীলাভ্যো মর্ত্ত্যলীলা মনোহরাঃ॥
৩৩৪ ॥

ধ্বন্যতে বিম্বশব্দেন সদ্‌গুণাবলিশালিনাম্।
সকলস্বস্বরূপাণাং মূলত্বং তস্য সর্ব্বথা ॥ ৩৩৫ ॥
অতস্তদেব নিঃশেষগুণরূপাস্পদত্বতঃ।
বিচিত্রনরলীলানামতিযোগ্যমুদীর্য্যতে ॥ ৩৩৬ ॥
স্বযোগমায়া চিচ্ছক্তির্বলং তস্যাঃ সমর্থতা।
এতদ্দর্শয়তা সাক্ষাৎকুর্ব্বতা প্রকটীকৃতম্ ॥
অহো মদীয়চিচ্ছক্তেঃ প্রভাবং পশ্যতাদ্ভুতম্।
দিব্যাতিদিব্যলোকেষু যদগন্ধোঽপি ন সম্ভবেৎ ॥
তজ্জগন্মোহনং রূপং যয়াবিষ্কৃতমীদৃশম্।
স্বযোগমায়েত্যাদ্যস্য ভাবোঽয়মিতি গম্যতে ॥৩৩৭॥

না। অতএব এরূপ স্থলে যাহাতে উভয় বাক্যের বিরোধ পরিহার হয়, তাদৃশ অর্থেরই কল্পনা করিতে হইবে।"৩২৭॥

হরি কখন কখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যুগপৎ সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৩২৮ ॥

তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের উক্তি—"আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়াছি, জগৎপতি হরি যখন সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের এক কালে সংহার করিয়া প্রকৃতিতে (স্বভাবে অর্থাৎ আত্মারামতায়) অবস্থান করেন, তৎকালে তাহা তাঁহার রাত্রি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।" ৩২৯ ॥

অতএব হরি সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিয়া যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি করেন, তখন কখন 'বিষম' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আকারে, কখন বা 'সম' অর্থাৎ একরূপ আকারে সৃষ্টি করিয়া থাকেন॥ ৩৩০ ॥

উপক্রমণিকা বলিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥ ৩৩১ ॥

আরও সেই তৃতীয়স্কন্ধেই শ্রীউদ্ধব শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চ-বিশ্বে প্রকটিত করিয়াছেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী; তাহা এত মনোমুগ্ধকর যে তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়; তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক ॥ ৩৩২ ॥

এই শ্লোকের কারিকা—

যে বিম্ব বিবিধ মর্ত্ত্যলীলার অতিশয় উপযোগী। এই শ্লোকস্থ 'যৎ'-পদদ্বারা পূর্ব্বপদ্যস্থিত 'বিম্ব'-পদ আকৃষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৩৩ ॥

নানাবিধ আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলা তদীয় দেবলীলা অপেক্ষাও অতীব মনোহারিণী ॥ ৩৩৪ ॥

সদ্‌গুণাবলিসম্পন্ন সকল স্বরূপগণের, সুতরাং পরব্যোমনাথেরও সর্ব্বথা মূলতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই 'বিম্ব'-শব্দদ্বারা ধ্বনিত হইল ॥ ৩৩৫ ॥

অতএব অশেষ রূপ ও গুণের আশ্রয়-হেতু সেই বিম্ব যে বিচিত্র নরলীলার অতিশয় যোগ্য, ইহাই কথিত হইল ॥ ৩৩৬ ॥

স্ব-যোগমায়া—চিচ্ছক্তি। বল—তাহার অর্থাৎ যোগ-

স্বস্যাত্মনোঽপি পরমব্যোমেশাদ্যাত্মদর্শিনঃ।
বিস্মাপনং নবোদ্দামচমৎকৃতিকরং পরম্ ॥ ৩৩৮ ॥
সৌভগর্দ্ধির্মহাশ্চর্য্য-সৌন্দর্য্যপরমাবধিঃ।
তস্যাঃ পরং পদং নিত্যোৎকর্ষসম্পদ্বরাস্পদম্ ॥ ৩৩৯ ॥

যৎ তু কৌস্তুভ-মীনেন্দ্র-কুণ্ডলাদ্যং হি ভূষণম্।
তস্যাপি ভূষণান্যঙ্গান্যস্যেতি সতি বিগ্রহে।
তস্য শ্রীবিগ্রহস্যেদমসমোর্দ্ধত্বমীরিতম্ ॥ ৩৪০ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রত্বাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ।
ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহ-দেহিনোঃ ॥ ৩৪১

তথাচ শ্রীকৌর্ম্মে—

"দেহ-দেহি-ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥" ইতি ৩৪২ ॥

কিঞ্চ শ্রীদশমে শ্রীপুরস্ত্রীণামুক্তৌ (ভাঃ ১০।৪৪।১৪)—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥" ৩৪৩ ॥

তথাহি শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তৌ (ভাঃ ১০।১৫।৮)—

"ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগ-মৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥" ইতি ৩৪৪ ॥

অত্র কারিকাঃ—

শ্রীবৃন্দাবন-তদ্বাসি-মাধুর্য্যোল্লোলচেতসা।
তৎস্তবে হরিণারব্ধে নিজোৎকর্ষাবসায়িনম্।

মায়ার সামর্থ্য। ইহার অর্থাৎ যোগমায়ার সামর্থ্যকে দেখাইবার জন্য—সাক্ষাৎ করাইবার (অনুভব করাইবার) জন্য (নূতনের ন্যায় যে বিস্ব) প্রকটিত করিয়াছেন। অহো! এবম্বিধ দিব্যাতিদিব্য লোকসমূহে যাহার গন্ধও সম্ভবপর নহে, আমার যোগমায়ার সেই অদ্ভুত প্রভাব অবলোকন কর। (শ্রীকৃষ্ণের) এই প্রকার জগন্মোহন রূপ যে যোগমায়াকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই 'স্ব-যোগমায়া' ইত্যাদি পদের ইহাই অভিপ্রায় ॥ ৩৩৭ ॥

নিজের—আপনার ও পরব্যোমনাথাদি আত্মদর্শীর বিস্মাপন—নবনবায়মানরূপে পরমচমৎকারকারক ॥ ৩৩৮ ॥

সৌভগর্দ্ধি—অতিশয় চমৎকার কারক সৌন্দর্য্যরাশির পরাকাষ্ঠা। তাহার পর পদ—নিত্য উৎকর্ষ-সম্পত্তির পরমাশ্রয় ॥ ৩৩৯ ॥

যে বিস্ব বা বিগ্রহের ভূষণ কৌস্তুভ ও মকরকুণ্ডলাদি; এই সকল ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ শোভাবর্দ্ধক যাঁহার অঙ্গসমূহ, সেই বিগ্রহের সৌন্দর্য্য যে অসমোর্দ্ধ, অর্থাৎ এই সৌন্দর্য্যের সমান এবং অধিক নাই, ইহাই বলা হইয়াছে ॥ ৩৪০ ॥

ভগবান্ ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ উভয়ই সচ্চিদানন্দঘন, সুতরাং দেহ ও দেহীতে কোনরূপ বিশেষ অর্থাৎ ভেদ না থাকিলেও, ভেদকল্পনা ঔপচারিক বা আরোপিত মাত্র ॥৩৪১

তজ্জন্য কূর্ম্মপুরাণে (উক্ত হইয়াছে)—"এই পরমেশ্বরে কখনই দেহ-দেহি-ভেদ বিদ্যমান নাই ॥" ৩৪২ ॥

আরও শ্রীদশমস্কন্ধে শ্রীপুরস্ত্রীগণের উক্তিতে বলা হইয়াছে—"ব্রজগোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার, অসমোর্দ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধ, প্রতিক্ষণে নবনবায়মান, অন্যত্র দুর্লভ এবং যশঃ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়স্বরূপ সৌন্দর্য্য, নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করিয়া থাকেন ॥" ৩৪৩ ॥

সেই দশমস্কন্ধেই শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"হে আর্য্য! অদ্য এই বৃন্দাবনভূমি ধন্যা। (কারণ) আপনার পাদস্পর্শে অত্রস্থ তৃণ লতা, নখস্পর্শে বৃক্ষলতা, কৃপাকটাক্ষে (যমুনাদি) নদীগণ, (গোবর্দ্ধনাদি) পর্ব্বত, পক্ষিগণ ও মৃগগণ, এবং মহাবৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা যাহা স্পৃহা করিয়া থাকেন, আপনার সেই ভুজান্তর (বক্ষঃস্থল) দ্বারা গোপীগণ ধন্যা ॥" ৩৪৪ ॥

এই শ্লোকের কারিকা—

শ্রীবৃন্দাবন ও বৃন্দাবনবাসিগণের মাধুর্য্যদর্শনে নিরতিশয়-আনন্দতরঙ্গায়িত-চিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা নিজেরই উৎকর্ষে

তমালোচ্য ততো রামমপদিশ্য ব্যধায়ি সঃ ॥ ৩৪৫ ॥
অতোঽত্র নৈব তাৎপর্য্যং রামোৎকর্ষানুবর্ণনে।
সখ্যভাবাৎ তদা রামে নর্ম্মণৈবেদমীরিতম্ ॥ ৩৪৬ ॥
ভুজান্তরস্থ বক্ষস্তে তেন ধন্যা ব্রজাঙ্গনাঃ।
যৎস্পৃহা বক্ষসে যস্মৈ শ্রীরপ্যাচরতি স্পৃহাম্ ॥৩৪৭
তৎস্পৃহৈব পরং তস্যা নতু তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতা ॥৩৪৮
সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা।
কৃষ্ণোরঃ স্পৃহয়াস্যৈব রূপং বিবৃণুতেঽধিকম্ ॥৩৪৯॥
পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে ॥ ৩৫০॥
শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ।
কুর্ব্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণম্ ॥
বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাব্রবীৎ।
তদ্দুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ ॥
স্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি।
এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা ॥ ৩৫১ ॥

যথোক্তং শ্রীদশমে নাগপত্নীভিঃ (ভাঃ ১০।১৬।৩৬)—
"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥" ৩৫২ ॥ ইতি।
নাম্নোঽপি মহিমেতস্য সর্ব্বতোঽধিক ঈর্য্যতে ॥৩৫৩

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে—
"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥"৩৫৪॥

স্কান্দে চ—
"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ।" ইতি৩৫৫ ॥

পর্য্যবসায়িত হয় দেখিয়া, বলদেবকে নিমিত্ত করিয়া ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ ৩৪৫ ॥

অতএব বলদেবের উৎকর্ষবর্ণন কখনই এই শ্লোকের তাৎপর্য নহে। বলদেবের সহিত সখ্যভাবহেতু শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে পরিহাস করিয়াই উহা বলদেবকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩৪৬ ॥

আপনার ভুজান্তর—বক্ষঃস্থল, তদ্দ্বারা ধন্যা ব্রজাঙ্গনাগণ। যৎস্পৃহা—(নারায়ণের বক্ষঃবিলাসিনী হইয়াও) লক্ষ্মী যে বক্ষঃস্থলের অভিলাষ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪৭ ॥

সেই লক্ষ্মীর —শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থলের স্পৃহামাত্রই হইয়াছে, কিন্তু তাহা পাইবার যোগ্যতা তাঁহার নাই ॥ ৩৪৮ ॥

লক্ষ্মী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠপতির বক্ষঃস্থলস্থা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল স্পৃহা করিয়া, স্বপতি নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের উৎকর্ষ দেখাইলেন ॥ ৩৪৯ ॥

এক্ষণে পৌরাণিক (পদ্মপুরাণোক্ত) উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে ॥ ৩৫০ ॥

লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যদর্শনে তাঁহাতে লোলুপ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার তপস্যার কারণ কি?" লক্ষ্মী কহিলেন,—"আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে অভিলাষ করি।" শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"তাহা দুর্লভ।" লক্ষ্মী পুনর্বার বলিলেন,—"হে নাথ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় হইয়া তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হইবে।" সেই অনুজ্ঞায় লক্ষ্মী স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫১ ॥

যথা, শ্রীদশমে (শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) নাগপত্নীগণের উক্তি—"লক্ষ্মীদেবী আপনার যে চরণরেণুর অভিলাষে সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতধারণ করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।" ৩৫২ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণের নামেরও মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ৩৫৩॥

যথা, শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—"(বৈশম্পায়ন-কথিত) পরম পবিত্র (বিষ্ণুর) সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফললাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণের (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত শতনামের যে কোন একটী) নাম একবার মাত্র আবৃত্তিতেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫৪ ॥

স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"হে ভৃগুবর! (শৌনক!) এই শ্রীকৃষ্ণনাম মধুর হইতে সুমধুর, সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, সমস্ত বেদবল্লীর চিৎস্বরূপ নিত্যফল। এই কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাসহকারে, এমন কি অবহেলাপূর্ব্বকও একবার মাত্র পরিকীর্ত্তিত হইলে তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।" ৩৫৫ ॥

অতঃ স্বয়ংপদাদিভ্যো ভগবান্ কৃষ্ণ এব হি।
স্বয়ংরূপ ইতি ব্যক্তং শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু॥ ৩৫৬॥

যথোক্তং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ [৫।১]

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" ৩৫৭॥

যথাচ (ব্রঃ সং ৫।৩৯)—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"ইতি॥৩৫৮॥

তস্মাৎ পরমবৈকুণ্ঠনাথোঽপ্যস্য বিলাসকঃ।৩৫৯॥
অতো মিলিত্বা শ্রুতিভিঃ স্ব-সারো যঃ স্তবঃ কৃতঃ।
তত্তাৎপর্য্যকৃতী কৃষ্ণমেব দেবর্ষিরানমৎ॥৩৬০॥

"নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়" [ভাঃ ১০।৮৭।৪৬]
ইত্যাদি॥৩৬১॥

নন্বেষ দ্বাপরস্যান্তে প্রাদুর্ভূতো যদূদ্বহঃ।
স বৈকুণ্ঠেশ্বরোঽনাদিস্তদ্বিলাসঃ কথং ভবেৎ॥৩৬২॥
মৈবমস্যাদিশূন্যস্য জন্মলীলাপ্যনাদিকা।
স্বচ্ছন্দতো মুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে মুহুঃ॥৩৬৩॥

তথাচ শ্রীতৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২।১৫)—

"স্বশান্তরূপেষিতৈরঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥"ইতি।৩৬৪॥

অত্র কারিকাঃ—

স্বে ভক্তাঃ স্বে চ তে শান্তরূপাশ্চেত্যত্র বিগ্রহঃ।
শান্তিস্তন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ শান্তাস্তন্নিষ্ঠবুদ্ধয়ঃ॥ ৩৬৫॥

অতএব 'স্বয়ং'পদের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কথন-নিবন্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ংরূপ, ইহাই ভাগবতাদি গ্রন্থে ব্যক্ত আছে॥ ৩৫৬॥

যথা শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে "শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি, সর্ব্ব-কারণকারণ গোবিন্দ॥" ৩৫৭॥

সেই ব্রহ্মসংহিতায় আরও বলা হইয়াছে—

"যে পরমপুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে নানা অবতার প্রকাশ করেন, পরন্তু স্বয়ং কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি॥" ৩৫৮॥

অতএব মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণও এই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস॥ ৩৫৯॥

সুতরাং শ্রুতিগণ মিলিত হইয়া সমস্তবেদের সারস্বরূপ যে স্তব করেন, তাহার তাৎপর্য্যবেত্তা শ্রীনারদ (অন্য কাহাকেও প্রণাম না করিয়া) একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন॥ ৩৬০॥

"সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার" ইত্যাদি॥ ৩৬১॥

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়—এই শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগের অবসানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। আর মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ অনাদিসিদ্ধ, অতএব নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, একথা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? ৩৬২॥

(উত্তর—)তাহা বলিতে পার না। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনাদিসিদ্ধ তাঁহার জন্মলীলাও তেমনই অনাদি; তিনি কেবল স্বেচ্ছাবশতই স্বীয় প্রকটলীলা প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন॥ ৩৬৩॥

ইহার প্রমাণ, ভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে—"স্বীয় শান্তরূপ (ভক্ত বসুদেবাদি) যখন তদ্‌বিরুদ্ধ বিকৃত (ভয়ঙ্করাকার) কংসাদি দৈত্যকর্ত্তৃক পীড়্যমান হন, তখন কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি প্রকট হয়, সেইরূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোক-সমূহের অধীশ্বর দয়ার্দ্রহৃদয় ভগবান্ (নৈমিত্তিক অবতার-সমূহ, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ও অপরাপর ভগবৎপ্রকাশ-সমূহের সম্মিলিত বপু সাক্ষাৎ ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হইয়াও মহৎস্রষ্টা পুরুষ কারণোদকশায়ীর সহিত যুক্ত হইয়া নিজলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন (অর্থাৎ কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর অংশে ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভূত হ'ন)॥ ৩৬৪॥

এই শ্লোকের কারিকা।—

স্ব ভক্ত, স্ব ও শান্তরূপ এইরূপ সমাস; শান্তি—ভগবৎ-নিষ্ঠতা-বিষয়িণী বুদ্ধি; শান্ত—ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিশালী॥ ৩৬৫॥

তেষু শূরসুতাদ্যেষু নন্দাদিষু চ সাধুষু।
ইতরৈস্তদ্বিরুদ্ধৈস্তু কংসাদ্যৈরসুরাদিভিঃ ॥
স্বরূপৈঃ সুষ্ঠ্বরূপৈরিত্যরূপত্বং বিরূপতা।
ঘোরাতিবিকটাকারৈরিত্যর্থঃ স্ফুটমীরিতঃ ॥৩৬৬॥

অভ্যর্দ্দ্যমানেস্বভিতঃ ক্রিয়মাণমহার্ত্তিষু।
অনুকম্পাযুতমনাঃ পরে মায়ান্বয়োজ্ঝিতাঃ।
গোলোকমুখ্যা অবরে মায়িকাজাণ্ডমণ্ডলাঃ।
পরেষামবরেষাঞ্চ তেষামীশোঽধিনায়কঃ ॥ ৩৬৭ ॥

স্যুমর্হান্তোঽতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ।
তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ ॥৩৬৮॥

বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।
তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ
ইত্যেতে পরমব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাম্।
স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ ॥৩৬৯

অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ।
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ ॥৩৭০॥
এভির্যুক্তঃ সদা যোগম্ অবাপ্যায়ম্ অবস্থিতঃ ॥৩৭১
অতো বৃন্দাবনে তত্তল্লীলাপ্রকটতেক্ষতে ॥৩৭২॥
বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চয়ে।
সেশ্বরাণামজাণ্ডানাং কোটির্বৃন্দাবনেঽদ্ভুতা।
সৈব জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা ॥৩৭৩
বাসুদেবাদিলীলাস্তু মথুরা—দ্বারকাদিষু।
তত্তদ্রূপৈর্ব্রজান্তস্তু বাল্যেহাভিশ্চ দর্শিতাঃ ॥
যথা শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভুজঃ।
আদিত্যেষ্বথ লব্ধেষু বভৌ দ্বাদশভির্ভুজৈঃ ॥৩৭৪॥
তথা সাঙ্কর্ষনী লীলা দৈত্যসংহারিকাপি চ।
মূর্ত্তয়ো মাথুরে ভান্তি শ্রীপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ।
যাঃ শ্রীগোপালতাপন্যাং বারাহাদিষু চ শ্রুতাঃ ॥৩৭৫

স্বশান্তরূপ সেই বসুদেবাদি ও নন্দাদি (নিত্যসিদ্ধ) এবং সাধু (সাধক)। সেই বসুদেবাদি হইতে ভিন্ন—স্বশান্তবিরুদ্ধ কংস প্রভৃতি অসুরাদি। স্বরূপ—(সু+অরূপ) সুষ্ঠু অরূপ; অরূপতা—বিরূপতা, অর্থাৎ ভয়ানক ও অতিশয় বিকটাকার। সুস্পষ্টই এই অর্থ কথিত হইয়াছে ॥ ৩৬৬ ॥

অভ্যর্দ্দ্যমানে, সেই কংসাদিকর্ত্তৃক (সেই স্বশান্তরূপ বসুদেবাদি) সর্ব্বতোভাবে মহার্ত্তি-প্রদানে পীড্যমান হইলে, যিনি দয়ার্দ্রহৃদয় হন। পর—মায়াসম্বন্ধবর্জ্জিত গোলোকাদি। অবর—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল। সেই সকল পর ও অবরের ঈশ—অধিনায়ক ॥ ৩৬৭ ॥

মহান্—অতিশয় পরম অর্থাৎ মহত্তম। পরব্যোমনাথ এবং অষ্টব্যূহই সেই পরম মহত্তম ॥ ৩৬৮ ॥

তন্মধ্যে পরব্যোমনাথের বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ যে অতিশয় উৎকর্ষশালী, তাহা সাধুগণের সম্মত। এই সকল কৃষ্ণব্যূহ স্বীয় বিলাস পরব্যোমনাথব্যূহের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চে আগমনপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩৬৯ ॥

অংশ—তাঁহার প্রসিদ্ধ পুরুষাদি অবতারসমূহ ও শ্রীরাম-নৃসিংহ-বরাহ-বামন-নরনারায়ণ-হয়গ্রীব-অজিতাদি ॥৩৭০॥

তাঁহাদিগের সহিত এই শ্রীকৃষ্ণ যুক্ত—সর্ব্বদা যোগপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন ॥ ৩৭১ ॥

অতএব শ্রীবৃন্দাবনে সেই সেই অবতারাদির লীলা প্রকট দৃষ্ট হয় ॥৩৭২॥

এই বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্মাণ্ডনাথগণের সহিত অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডকোটি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাই বৈকুণ্ঠেশ্বরের লীলা। যেহেতু স্বাংশদ্বারেই সেই লীলা প্রকাশিত ॥৩৭৩॥

মথুরা ও দ্বারকাদিতে প্রদর্শিত বাসুদেবাদির লীলাসমূহ তত্তদ্রূপে ব্রজমধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছিল। যেমন শ্রীদাম গরুড় হইলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইলেন এবং দ্বাদশ আদিত্য একই সময়ে আসিয়া এক সময়েই প্রণাম করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেকের মস্তকে হস্তার্পণ অনুগ্রহ প্রকাশার্থে দ্বাদশভুজ হইয়াছিলেন ॥৩৭৪॥

তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ যে দৈত্যসংহারিকা সঙ্কর্ষণলীলা এবং প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের শ্রীমূর্ত্তিসকল প্রকট করিয়াছিলেন, যাঁহাদের কথা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি ও বরাহ-পুরাণাদিতে শ্রুত হয়, সেই সকল শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপি মথুরামণ্ডলে বিরাজমান আছেন ॥ ৩৭৫ ॥

এবং পুরুষলীলানাং প্রাকট্যমিহ মাথুরে।
অনন্তশায়িরূপাভিঃ ক্রিয়তে সুষ্ঠু মূর্ত্তিভিঃ ॥৩৭৬॥
যদা যদা চ সা লীলা কৃষ্ণেন প্রকটীকৃতা।
ভবেৎ তত্তদুপাখ্যানং পুরাণেষ্বিতি বিশ্রুতম্ ॥৩৭৭॥
যানি রামাদিরূপাণি প্রাদুশ্চক্রে স্বকেলিষু।
তান্যাধিষ্ঠানরূপেণ রাজন্তেঽদ্যাপি মাথুরে ॥৩৭৮॥
গোপরার্দ্ধপয়ঃপূরৈর্জনিতঃ ক্ষীরবারিধিঃ।
মমন্থাজিতরূপস্তং গোপৈর্দেবাসুরীকৃতৈঃ ॥ ৩৭৯ ॥

অতএব ব্রহ্মাণ্ডে—

"যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ।
স এব বৃন্দাবনভুবিহারী নন্দনন্দনঃ ॥ ৩৮০ ॥
এতস্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ।
মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ।
তত্রৈব লীনা একত্বং ব্রজেয়ুস্তে হরৌ তথা ॥"৩৮১ ॥
ইতি।

ইতি সিদ্ধা প্রভোরস্য মহদংশৈস্তু যুক্ততা ॥৩৮২ ॥
অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতাম্।
মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম্।
সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিদ্বৈকুণ্ঠনাথতাম্।
ব্রুয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্বৃত্তানুগামিনঃ ॥ ৩৮৩ ॥
উপোদঘাতং সমাপ্যাথ প্রকৃতং লিখ্যতে পুনঃ ॥
॥ ৩৮৪ ॥
অজো জন্ম-বিহীনোঽপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ ॥
॥ ৩৮৫ ॥
নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে।
ইত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভবঃ ॥৩৮৬॥
তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি।
জায়তে মণি-কাষ্ঠাদের্হেতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ ॥
অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্।
হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন ॥
॥৩৮৭॥

এইরূপে মাথুরমণ্ডলে শেষশায়িরূপ মূর্ত্তিসমূহদ্বারা পুরুষাবতারলীলাসমূহেরও সুষ্ঠু প্রাকট্য বিদ্যমান ॥ ৩৭৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যখন যখন সেই সকল লীলা প্রকটিত হয়, পুরাণসমূহেও তখন তখন সেই সকল লীলার উপাখ্যান বিশ্রুত হয় ॥ ৩৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় লীলাসমূহে যে সকল রামাদি রূপ প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সকল শ্রীবিগ্রহরূপে এখনও মাথুরমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন ॥৩৭৮॥

শ্রীকৃষ্ণ গো-পরার্দ্ধের পয়োরাশিদ্বারা ক্ষীরসমুদ্রের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন এবং গোপগণকে দেবাসুর করিয়া স্বয়ং অজিতরূপে সেই ক্ষীরবারিধি মন্থন করিয়াছিলেন ॥৩৭৯॥

অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"যে ভগবান্ পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠে চতুর্বাহু, যিনি শ্বেতদ্বীপপতি এবং যিনি নরসখা নারায়ণ, তিনিই শ্রীবৃন্দাবনবিহারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।"৩৮০॥

যেমন মহাগ্নি হইতে শতসহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর অন্যান্য অনন্ত অবতারসমূহ পুনরায় তাঁহাতেই একতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৩৮১॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহদংশের সহিত যুক্ততা হইল ॥৩৮২॥

অতএব পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে সেই সেই বৃত্তানুগামী মুনিগণের কেহ কেহ নরসখা নারায়ণ, কেহ কেহ উপেন্দ্র, কেহ কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ কেহ সহস্রশীর্ষা পুরুষ এবং কেহ কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥৩৮৩॥

উপোদ্ঘাত সমাপন করিয়া পুনরায় প্রকৃত বিষয় লিখিত হইতেছে ॥৩৮৪॥

অজ অর্থাৎ জন্মহীন হইয়াও জাত অর্থাৎ জন্মগ্রহণের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন ॥৩৮৫॥

যদি বলা হয়, একের অজত্ব ও জন্মিত্ব বিরুদ্ধ, এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিলেন, ভগবান্—অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভব ॥৩৮৬॥

অনল যেমন তত্তৎস্থানে তেজোরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও কোন হেতুবশতঃ মণি (পাষাণবিশেষ) ও কাষ্ঠাদি হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কখন (অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরীয়

স্বলীলাকীর্ত্তিবিস্তারাৎ লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা।
অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ ॥৩৮৮॥
তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ।
প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুত্তমেব হি ॥৩৮৯॥
ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ।
অভ্যর্থনন্তু যৎ তস্য তদ্ভবেদানুষঙ্গিকম্ ॥৩৯০॥
চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপা-
নিধিঃ ॥ ৩৯১ ॥
কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥৩৯২॥
কিঞ্চাস্য পার্ষদাদীনামপ্যুক্তা নিত্যমূর্ত্তিতা।
তস্যেশ্বরেশিতুর্নিত্যমূর্ত্তিত্বে কা বিচিত্রতা ॥৩৯৩॥
তথাপি শুষ্কবাদৈকনিষ্ঠানাং হেতুবাদিনাম্।
তুষ্ণীম্ভাবায় বচনং পুরাণাদের্বিলিখ্যতে ॥৩৯৪॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ব্রহ্মস্তুতৌ (ভাঃ ১০।১৪।২২)—

"ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥"৩৯৫॥

শ্রীব্রহ্মাণ্ডে চ—

"অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ।
আবির্ভাব-তিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহ-মোচনে ॥"৩৯৬

শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবে—

"নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ ॥"৩৯৭॥

পাদ্মে শ্রীব্যাসাম্বরীষসংবাদে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি
শ্রীব্যাসবচনং (পঃ পুঃ, পাঃ খঃ ৭৩।১২-১৩)—

"ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন।
যত্তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদেযানিং জগৎপতিম্।
বদন্তি বেদশিরমশ্চক্ষুষং নাথ মেঽস্তু তৎ ॥"৩৯৮॥

অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে) কোন কারণবশতঃ নিত্য অদ্ভুত জন্মলীলার প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥৩৮৭॥

স্বীয় লীলাকীর্ত্তির বিস্তারহেতু লোকগণকে অর্থাৎ সাধক ভক্তমণ্ডলীকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার জন্মাদি-লীলা-প্রকাশের মুখ্য হেতু ॥৩৮৮॥

আর ভয়ঙ্কর দানবগণকর্ত্তৃক পীড্যমান পূর্ব্বাবির্ভূত বসুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও যে তাঁহার প্রাদুর্ভাবের হেতু, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥৩৮৯॥

পৃথিবীর ভারহরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণের যে প্রার্থনা, তাহা তাঁহার প্রাদুর্ভাবের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ কারণমাত্র ॥৩৯০

যদি এখনও কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠাভরে আর্ত্ত হইয়া তাঁহার কোন কোন লীলা দর্শন অভিলাষ করেন, তাহা হইলে কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই সেই লীলা তৎক্ষণাৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ॥৩৯১॥

কোন কোন ভাগবতোত্তম প্রেমবিবশতায় অদ্যাপি বৃন্দাবনমধ্যে লীলারত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন ॥৩৯২॥

যখন তাঁহার পার্ষদগণও নিত্যমূর্ত্তি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন, তখন সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যমূর্ত্তি, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ॥৩৯৩॥

তথাপি শুষ্কবাদনিষ্ঠ হেতুবাদীদিগের বাক্যরোধের জন্য পুরাণাদির বচন লিখিত হইতেছে ॥৩৯৪॥

যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২২) ব্রহ্মস্তুতিতে —"(ভগবন্!) আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপে ও অনন্ত; আপনাতে আশ্রয়-প্রাপ্তা অচিন্ত্যশক্তি হইতে এই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সৎ বা স্বতন্ত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥৩৯৫॥

শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও (উক্ত হইয়াছে)—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ অনাদেয় অর্থাৎ নিত্য ও অজেয়। ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব গ্রহণ ও মোচন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥৩৯৬॥

শ্রীবৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণের উক্তি—"জগৎপতি ভগবানের অবতার, মূর্ত্তি, রূপ, গন্ধ, ঐশ্বর্য্য ও সুখানুভূতি সকলই নিত্য ॥" ৩৯৭॥

পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাস-অম্বরীষ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীব্যাসের উক্তি—"হে মধুসূদন! আমি চক্ষুদ্বয় দ্বারা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে নাথ! বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্‌গণ সত্য, পরব্রহ্ম, জগৎকারণ ও জগৎপতি বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন, সেই আপনার রূপ আমার নয়ন গোচর হউক ॥"৩৯৮॥

শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্ (পঃ পুঃ পাঃ খঃ ৭৩।১৭-১৯) —

"পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্।"
"ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ।
কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমচ্যুতম্॥" ৩৯৯॥

তত্রৈবাগ্রে (পঃ পুঃ পাঃ খঃ ৭৩।২৩-২৫)—

"ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্ময়ন্।
যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম॥ ৪০০॥
ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্।
সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবম্॥"৪০১

শ্রীবাসুদেবোপনিষদি (৩।৫)—

"মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥"ইতি

নশ্বরূপঃ স্বতঃ কৃষ্ণো দৃশ্যো মায়িকরূপতঃ॥ ৪০৩॥

তথাহি মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বচনং যথা

(মঃ ভাঃ, শাঃ পঃ ৩৪১।৪৩,৪৫)—

"এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে।
ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ নশ্যেয়মীশোঽহং জগতাং গুরুঃ॥৪০৪॥
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥"ইতি॥৪০৫

তথা চ পাদ্মে—

"অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভিধীয়তে॥"ইতি

অত্র সমাধানং যথা শ্রীবাসুদেবাধ্যাত্মে—

"অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানামনামার্সৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে॥
সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্ত্তৃতা।
অকর্ত্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ॥" ইতি।

শ্রীকৃষ্ণবাক্য—"তোমাকে আমার বেদগোপিত স্বরূপ দেখাইতেছি, দর্শন কর।" (শ্রীব্যাসোক্তি—) "রাজন্! তৎপরে নবঘনশ্যাম, গোপকন্যাগণ-পরিবৃত, গোপবালকদের সহিত হাস্যপরায়ণ, কদম্বমূলে আসীন, পীতবসন গোপবালক-রূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিলাম॥" ৩৯৯॥

তথায় অর্থাৎ সেই পদ্মপুরাণেই পরে বলা হইয়াছে—"তদনন্তর বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ মৃদুমধুর হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিলেন,—'তুমি অলৌকিক, সনাতন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পূর্ণ ও পদ্মপলাশ-লোচন এই যে আমার রূপ দর্শন করিলে, ইহার পর আর তত্ত্ব নাই॥ ৪০০॥

বেদগণ এই রূপকেই সর্ব্বকারণকারণ, সত্য, সর্ব্বব্যাপি, পরমানন্দ, চিদ্ঘন, শাশ্বত ও মঙ্গলময় বলিয়া থাকেন॥"৪০১॥

শ্রীবাসুদেব-উপনিষদে—"আমার রূপ অদ্বয়ব্রহ্ম আদি-মধ্যান্তশূন্য, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ ও অব্যয়; এইরূপ একমাত্র ভক্তিদ্বারা জানিতে পারা যায়॥" ৪০২॥

যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অরূপ অর্থাৎ অদৃশ্য, মায়িক-বিগ্রহ-যোগে মাত্র নয়নগোচর হইয়া থাকেন॥ ৪০৩॥

ইহার সমর্থনে মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বচন, যথা—"আমি রূপবান্ বলিয়া (তোমাদের) নয়নগোচর হই, ইহা তুমি মনে করিও না। আমি ঈশ অর্থাৎ সকল কার্য্যে সমর্থ এবং জগতের গুরু। অতএব ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্ত-কালমধ্যে অদৃশ্য হইতে পারি॥ ৪০৪॥

হে নারদ! সমস্ত ভূতগুণযুক্ত অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শযুক্তরূপে আমাকে যে দেখিতেছ, ইহা আমার সৃষ্ট মায়া, আমাকে এ প্রকারে জ্ঞান করা তোমার উচিত নহে॥"৪০৫

ইহার সমর্থনে পদ্মপুরাণ-বচন—"বেদ ও স্মৃতি যাহাকে অকর্ত্তা ও নামরূপরহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তিনিই ভগবান্ হরি ঈশ্বর॥" ৪০৬॥

এই বিষয়ের সমাধান, যথা শ্রীবাসুদেবাধ্যাত্মে—"শ্রীহরির গুণসমূহের অপ্রসিদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ তাহারা বাক্যদ্বারা প্রকাশের অতীত বলিয়া তিনি 'অনামা' এবং তাঁহার রূপ অপ্রাকৃত হওয়ায় তিনি 'অরূপ' বলিয়া কীর্ত্তিত হন। এবং হরির কোনও প্রকার কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিসম্বন্ধাধীন নহে, তজ্জন্য পুরাবিদ্‌গণ সেই পুরাণ পুরুষকে 'অকর্ত্তা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন॥" ৪০৭॥

অতশ্চ মোক্ষধর্ম্মীয়বচনং যোগ্যমেব তৎ ॥ ৪০৮ ॥

তথাহি—

রূপীতি হেতোর্দৃশ্যেত যথৈব প্রাকৃতো জনঃ।
তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মা স্ম বিচার্য্যতাম্ ॥ ৪০৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যত্বমুদীরিতম্।
ততো নিজস্বরূপস্যাপ্রাকৃতত্বঞ্চ দর্শিতম্ ॥ ৪১০ ॥
তদ্দর্শনে স্বকুণ্ঠাত্মা মমেচ্ছৈব চ কারণম্।
ইত্যাহেচ্ছন্ মুহূর্ত্তাদিত্যর্দ্ধপদ্যং স্বয়ং পুনঃ।
নশ্যেয়মিত্যদৃশ্যঃ স্যাং যতো নশিরদর্শনে ॥ ৪১১ ॥
তথাপি ভূতগুণবত্ত্বেন মাং ত্বং যদীক্ষসে।
এষা মায়া ময়া সৃষ্টা নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪১২ ॥
মায়াশব্দেন কুত্রাপি চিচ্ছক্তির্ভিধীয়তে ॥ ৪১৩ ॥

চতুর্বেদশিখায়াম্—

"স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ।
অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্ ॥"

ইতেষা দর্শিতা মধ্বাচার্য্যৈর্ভাষ্যে নিজে শ্রুতিঃ ॥ ৪১৪

তত্র স্বেচ্ছৈকপ্রকাশত্বং মোক্ষধর্ম্ম এব

(মঃ ভাঃ, শাঃ পঃ ৩৩৮।১৩ ২০)—

"প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ।
সাক্ষাৎ তং দর্শয়ামাস সোঽদৃশ্যোঽন্যেন কেনচিৎ ॥"
"বৃহস্পতিস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্রুচমুদ্যম্য বেগিতঃ।
আকাশং ঘ্নন্ স্রুচঃ পাতৈ রোষাদশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥" ৪১৬
"উদ্যতা যজ্ঞভাগা হি সাক্ষাৎ প্রাপ্তাঃ সুরৈরিহ।
কিমর্থমিহ ন প্রাপ্তো দর্শনং স হরির্বিভুঃ ॥ ৪১৭ ॥
ততঃ স তং সমুদ্ভূতং ভূমিপালো মহাবসুঃ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং সদস্যাস্তে চ সর্ব্বশঃ ॥" ৪১৮ ॥
"অরোষণো হ্যসৌ দেবো যস্য ভাগোঽয়মুদ্যতঃ।
ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥" ৪১৯ ॥

এই হেতু মোক্ষধর্ম্মের সেই বচন যোগ্যই হইয়াছে ॥৪০৮

ইহার সমর্থন-বচন—রূপী বলিলে যেমন প্রাকৃত ব্যক্তিই নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ভগবান্ও (প্রাকৃতরূপে) দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, তুমি এরূপ বিচার করিও না ॥ ৪০৯ ॥

ভগবান্ এই কথা বলিয়া স্বীয় রূপবত্তা সত্ত্বেও আপনার অদৃশ্যত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা তিনি স্বীয়-স্বরূপের অপ্রাকৃতত্বও দেখাইয়াছেন ॥ ৪১০ ॥

আমার সেই রূপ-দর্শন-প্রদান (অথবা দর্শন না প্রদান) আমার অকুণ্ঠিত ইচ্ছাই কারণ, এই অভিপ্রায়েই স্বয়ং পুনরায় "ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ" ইত্যাদি অর্দ্ধপদ্য বলিলেন। নশ্যেয়ং—অদৃশ্য হইতে পারি। যেহেতু 'নশ'-ধাতুর অর্থ অদর্শন ॥ ৪১১ ॥

তথাপি তুমি যে আমাকে ভূতগুণযুক্ত বলিয়া দেখিতেছ, এই মায়া আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। আমাকে তোমার এই প্রকারে (অর্থাৎ মায়াগুণযুক্তরূপে) জানা উচিত নহে ॥৪১২॥

'মায়া'-শব্দে কোন স্থলে চিচ্ছক্তিও অভিহিত হয় ॥৪১৩॥

(যথা, চতুর্ব্বেদশিখায়—) "মায়া-নাম্নী স্বরূপভূতা নিত্য-শক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিযুক্ত বলিয়া সনাতন বিষ্ণুকে 'মায়াময়' বলা হয়।" মধ্বাচার্য্য নিজকৃত বেদান্তভাষ্যে এই (চতুর্ব্বেদ-শিখা-নাম্নী) শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৪১৪ ॥

তন্মধ্যে শ্রীভগবানের কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছায়ই স্বীয়-মূর্ত্তি-প্রকাশের কথা সেই মোক্ষধর্ম্মেই বলা হইয়াছে, (যথা—) "অনন্তর দেবদেব সনাতন ভগবান্ (সেই উপরিচর বসুর প্রতি) প্রসন্ন হইয়া, অন্যের অদৃশ্য হইলেও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন ॥" ৪১৫ ॥

"তৎপরে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে স্রুক্ (যজ্ঞে ঘৃতাহুতি-প্রদান-পাত্র) উত্তোলনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা আকাশকে আহত করিতে করিতে রোষভরে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ॥" ৪১৬ ॥

এই যজ্ঞে দেবগণ প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেই বিভু হরি কিজন্য এই যজ্ঞে দর্শন প্রদান করিলেন না? (ইহাই বৃহস্পতির ক্রোধের কারণ) ॥ ৪১৭ ॥

অনন্তর সেই ভূপাল মহাবসু (উপরিচর বসু) ও তাঁহার সদস্যবৃন্দ অতিশয় ক্রুদ্ধ সেই মুনিকে (বৃহস্পতিকে) সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন করিয়াছিলেন ॥" ৪১৮ ॥

(এবং তৎপরে বলিয়াছিলেন—)"হে বৃহস্পতে! আপনি যাঁহাকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছেন, তিনি ক্রোধশূন্য। আপনি ও আমরা তাঁহার দর্শন-লাভে সমর্থ নহি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই মাত্র তাঁহার দর্শনের যোগ্য" ॥

তত্রৈকত-দ্বিত-ত্রিতবাক্যম্ (মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৩৩৮।২৫-২৭)—

"অথ ব্রতস্যাবভৃতে বাগুবাচাশরীরিণী।
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহর্ষণকরী বিভোঃ॥"
"যূয়ং জিজ্ঞাসবো ভক্তাঃ কথং দ্রক্ষ্যথ তং বিভুম্॥"
ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেৎ নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ॥

যথা, শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে—

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥"৪২২॥

পাদ্মে চ—

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥"
য এব বিগ্রহো ব্যাপী পরিচ্ছিন্নঃ স এব হি।
একস্যৈবৈকদা চাস্য দ্বিরূপত্বং বিরাজতে॥ ৪২৪॥

যথা, শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥" ৪২৫॥
অনেন পত্যুযুগ্মেন ব্রজরাজসুতস্য হি।
দামবন্ধনবেলায়ামেব ব্যক্তা দ্বিরূপতা॥ ৪২৬॥
তথৈব চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
শ্রূয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতা স্ফুটমেব হি॥৪২৭॥

যথা চ, শ্রীপ্রথমে শ্রীদ্বারকাবাসিবচনম্ (ভাঃ ১।১০।২৬)—

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলম্
অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্।
যদেষ পুংসাম্বৃষভঃ শ্রিয়ঃ প্রিয়ঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি॥" ৪২৮॥

সেই মোক্ষধর্ম্মে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামক ঋষিত্রয়ের বাক্য—"অনন্তর সেই ব্রতের (যজ্ঞের) অবভৃত (সমাপন) সময়ে ভগবানের আনন্দদায়িনী বাগ্দেবী অলক্ষিতভাবে থাকিয়া স্নিগ্ধ ও গম্ভীরবচনে বলিয়াছিলেন,—"হে ভক্তবর্গ! তোমরা জিজ্ঞাসু, অতএব কি প্রকারে সেই বিভুর দর্শন পাইবে?॥ ৪২০॥

তজ্জন্য সেই ভগবান্ নিজ ইচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ং-প্রকাশ-শক্তিদ্বারা (চিন্ময়নে) অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। তিনি (কৃপাবশতঃ) নেত্রে অভিব্যক্ত হ'ন, (কিন্তু তিনি) প্রাকৃত নেত্রের বিষয়ীভূত নহেন॥" ৪২১॥

যথা, শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে—"ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও নিজশক্তি অর্থাৎ কৃপাদ্বারা দৃষ্ট হন। সেই কৃপাব্যতীত কে অপরিমেয় প্রভু পরমাত্মা শ্রীহরিকে দেখিতে পারে?"৪২২॥

পদ্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—"(ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া অধোক্ষজ (প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত) হইয়াও স্বীয় কৃপাশক্তির প্রভাবে ভক্তগণের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন॥" ৪২৩॥

ভগবানের যে বিগ্রহ সর্ব্বব্যাপী, সেই বিগ্রহই পরিচ্ছিন্ন। অতএব একই কৃষ্ণের একই সময়ে দ্বিরূপতা (সর্ব্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব) বিরাজমান॥ ৪২৪॥

যথা, শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে—"যাঁহার অন্তর্ব্বাহ্য নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপক, পূর্ব্ব-পশ্চাৎকালের ব্যবধান যাঁহার নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বকালেই একই স্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান, যিনি জগতের পূর্ব্ব ও অপর অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, সর্ব্ব-ব্যাপক বলিয়া যিনি জগতের অন্তর ও বাহ্য এবং কার্য্য-কারণের অভেদ বিচারে যিনি জগৎস্বরূপ সেই অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অগোচর মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণকে স্বপুত্র মনে করিয়া যশোদাদেবী সাধারণ বালকের ন্যায় তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন॥" ৪২৫॥

এই শ্লোকদ্বয়দ্বারা দামবন্ধন-স্বীকার-লীলাকালে ব্রজ-রাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিরূপতাই অভিব্যক্ত হইয়াছে॥৪২৬॥

তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসমূহেও শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নিত্যতা সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাওয়া যায়॥ ৪২৭॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রথমস্কন্ধে শ্রীদ্বারকাবাসিগণের উক্তি—"অহো! যদুবংশ শ্লাঘ্যতম। অহো! মধুবন! পুণ্যতম। যেহেতু পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি স্বীয় জন্মদ্বারা যদু-কুলকে এবং লীলা-বিহারদ্বারা মধুবনকে সংকৃত করিতে-ছেন॥ ৪২৮॥

অঞ্চতীতি পদং বর্ত্তমানকালোপপাদকম্।
দ্বারকাবাসিনামুক্তৌ লীলানাং বক্তি নিত্যতাম্ ॥৪২৯

শ্রীদশমে শ্রীশুকোক্তৌ (ভাঃ ১০।২০।৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎস্বৈর্দ্দোর্ভিরশ্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥" ৪৩০ ॥

শ্রীস্কান্দে শ্রীমথুরাখণ্ডে শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীনারদবাক্যম্—

"বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥"ইতি॥৪৩১
যদানয়োস্তু সংবাদো দ্বারবত্যাং হরিস্তদা।
তথাপি বর্ত্তমানত্বেনোক্তিস্তন্নৈত্যবাচিকা ॥ ৪৩২ ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীপার্ব্বতীং প্রতি শ্রীরুদ্রবাক্যম্—

"অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা।
তত্র দেবা মুনিঃ সর্ব্বে বাসমিচ্ছন্তি সর্ব্বদা ॥" ৪৩৩॥
লীলাপরিকরা গোষ্ঠজনাঃ স্যুর্যাদবাস্তথা।
দেবাশ্চ ব্রহ্ম-জম্ভারি-কুবেরতনয়াদয়ঃ।
নারদাদ্যাশ্চ দনুজ-নাগ-যক্ষাদয়শ্চ তে ॥ ৪৩৪ ॥
প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে ॥৪৩৫॥

তথাহি—

সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ ॥ ৪৩৬ ॥
কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ ॥৪৩৭

দ্বারকাবাসিগণের উক্তিতে বর্ত্তমান কাল-প্রকাশক 'অঞ্চতি'-ক্রিয়াপদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ৪২৯ ॥

শ্রীদশমস্কন্ধে শ্রীশুকের উক্তি—"যিনি জনগণের অর্থাৎ জীবগণের নিবাস বা আশ্রয়স্থল, অথবা অন্তর্য্যামিরূপে জনগণে যাঁহার নিবাস, অথবা গোপ-যাদবাদি জনগণমধ্যে যাঁহার নিবাস, দেবকীর গর্ভে জন্ম যাঁহার পক্ষে বাদমাত্র, বস্তুতঃ যিনি জন্মরহিত, শ্রেষ্ঠ যাদবগণ যাঁহার পরিকর, যিনি নিজ বাহুবলে অথবা অর্জ্জুনাদি ভক্তগণদ্বারা ধর্ম্ম-প্রতিপক্ষ অসুরগণের বিনাশকারী, স্থাবর-জঙ্গমাদি নিখিল প্রাণিগণের সংসার দুঃখহারী, অথবা যিনি ব্রজপুরস্থ স্বীয় সেবকগণের যাবতীয় দুঃখহারী এবং সুস্মিত শ্রীমুখদ্বারা ব্রজবনিতা ও পুরবনিতাগণের কাম (প্রেম) বর্দ্ধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ৪৩০ ॥

শ্রীস্কন্দপুরাণে শ্রীমথুরাখণ্ডে শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য—"বৃন্দাবনমধ্যে শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-বালকগণ পরিবৃত হইয়া বৎস ও বৎসতরীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ॥" ৪৩১ ॥

যখন নারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন। তথাপি 'ক্রীড়তি' এই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা ব্যক্ত হইতেছে ॥৪৩২

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শ্রীপার্ব্বতীর প্রতি শ্রীরুদ্রবাক্য—"অহো! যেখানে কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, সেই মধুপুরীই ধন্যা। সেই স্থানে মুনি ও দেবগণ, সকলেই সর্ব্বদা বাস করিতে অভিলাষ করেন ॥" ৪৩৩ ॥

ব্রজবাসিগণ, যাদবগণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবেরতনয়দ্বয় (নলকুবর-মণিগ্রীব) প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি (মুনিগণ), (কেশী প্রভৃতি) দানবগণ, (কালিয় প্রভৃতি) নাগগণ এবং (শঙ্খচূড় প্রভৃতি) যক্ষগণ— ইঁহারা সকলেই লীলা-পরিকর। ('ন যত্র মায়া' এই প্রমাণবলে নিত্যধামে প্রাকৃত বস্তুর অবস্থিতি নাই, সুতরাং তথায় যে সব অসুরগণের অবস্থিতি, তাঁহারাও দুর্গার ন্যায় অপ্রাকৃত—জানিতে হইবে। নিত্যধামে ঐ সকল লীলা অনুকরণরূপামাত্র) 'প্রকট' ও 'অপ্রকট'-ভেদে সেই লীলা দ্বিবিধা ॥ ২৩৫ ॥

নিদর্শন যথা,—সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা স্বরূপভূত অনন্ত-প্রকাশ ও লীলাদ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। কদাচিৎ শ্রীহরি সেই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশে স্বীয় পরিবারের সহিত প্রপঞ্চে অথবা জগৎসমূহ যাহার অন্তরে সেই বৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়া জন্মাদিলীলা করিয়া থাকেন ॥ ৪৩৬ ॥

সেই লীলানাম্নী শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে সেই সকল পরিকরগণের সেই সেই ভাব উদ্ভাবিত করেন ॥৪৩৭॥

প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা।
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ ॥ ৪৩৮ ॥
তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৪৩৯ ॥
যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ।
ইত্যাহ জয়তীত্যাদিপদ্যাদিকমভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৪৪০ ॥
দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্মজাজ্ঞয়া।
বসুদেবাদিকানাং যে স্বর্গেঽংশাঃ কশ্যপাদয়ঃ।
নিত্যলীলান্তরস্থৈস্তে বসুদেবাদিভির্গতাঃ।
সাযুজ্যমংশিভিস্তত্র জায়ন্তে শূরমুখ্যতঃ ॥ ৪৪১ ॥
যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ।
আবির্বুভূষুরত্রাবিষ্কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ।
অন্তস্থিতাবিষ্কর্ত্তব্য-তদন্যব্যূহ ঈশ্বরঃ।
হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ ॥ ৪৪২ ॥

ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ্ঞয়া।
দ্বাপরস্যাবসানেঽস্মিন্নষ্টাবিংশে চতুর্যুগে।
ক্ষীরাব্ধিশায়ি-যদ্রূপমনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম্।
তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ।
ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি ॥
প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্যা বাৎসল্যৈকস্বরূপিভিঃ।
লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব ॥ ৪৪৪ ॥
অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যামসিতায়াং মহানিশি।
তস্যা হৃদস্তিরোভূয় কারায়াং সূতিসদ্মনি।
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যসৌ ॥ ৪৪৫ ॥
জনয়িত্রীপ্রভৃতিভিস্তাভিরিত্যবগম্যতে।
লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজায়ত ॥ ৪৪৬ ॥
অয়ং চতুর্ভুজত্বেঽপি দ্বিভুজত্বেঽপি কৃষ্ণতাম্।
ন ত্যজত্যেব তদ্ভাব-গুণ-রূপাত্মবৃত্তিতঃ ॥ ৪৪৭ ॥

প্রপঞ্চের গোচর হইলে সেই লীলাকে 'প্রকট'-লীলা বলে। তদ্ভিন্ন অন্য সকলই 'অপ্রকট'-লীলা। এই অপ্রকট-লীলা প্রপঞ্চের গোচর হয় না ॥ ৪৩৮ ॥

তন্মধ্যে প্রকট-লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় গমনাগমন হইয়া থাকে ॥ ৪৩৯ ॥

যে যে লীলা গোকুলাদিতে অপ্রকট হয়, সেই সেই লীলা সেই গোকুলাদিতেই প্রপঞ্চাগোচররূপে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই 'জয়তি জননিবাসঃ' ইত্যাদি শ্লোকসমূহ (বর্ত্তমানকালবাচক ক্রিয়া পদদ্বারা) বারংবার প্রকাশ করিতেছেন অর্থাৎ ভগবান্, তাঁহার ধাম ও লীলা সমস্তই নিত্য, প্রপঞ্চ-লয়েও এই সকলের লয় হয় না ॥ ৪৪০ ॥

ব্রহ্মার আদেশে দেবাদির অংশ অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবানের নিত্যপরিকর বসুদেবনন্দাদির অংশ স্বর্গ-স্থিত যে কশ্যপদ্রোণাদি তাঁহারা নিত্যলীলাস্থিত বসুদেব-নন্দাদি অংশীর সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া শূর-পর্জন্য প্রভৃতি হইতে (বসুদেব-নন্দরূপে) মথুরা গোকুলাদিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪১ ॥

মহালক্ষ্মীপতি নারায়ণ যাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি, সেই লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভাবের অভিলাষে প্রথমতঃ সঙ্কর্ষণব্যূহের আবির্ভাব করাইয়া (প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-নামক) অপর ব্যূহদ্বয়কে যথাসময়ে আবির্ভূত করাইবেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে অন্তঃস্থিত করিয়া সেই বসুদেবের হৃদয়ে প্রথমতঃ প্রকট হন ॥ ৪৪২ ॥

অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার-হরণার্থ বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের দ্বাপরশেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধও বসুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণরূপের সহিত ঐক্য-প্রাপ্ত হইয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ করেন ॥ ৪৪৩ ॥

তাঁহার (দেবকীর) বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃতদ্বারা লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তথায় অর্থাৎ সেই দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৪৪ ॥

অনন্তর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মহানিশায় এই শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয়হইতে তিরোহিত হইয়া, কংসকারাগারস্থ সূতিকাগৃহে তাঁহার শয্যায় আবির্ভূত হন ॥ ৪৪৫ ॥

সেই জননী প্রভৃতি ইহাই ধারণা করেন যে, লৌকিক রীতিতেই শিশু পরম সুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৪৪৬ ॥

কি চতুর্ভুজত্বে, কি দ্বিভুজত্বে উভয়রূপেই শ্রীকৃষ্ণ নর-লীলোপযোগী ভাব (চেষ্টা), গুণ (সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মুগ্ধতা) ও রূপের (তদনুযায়ী প্রভাবের) অনুবর্ত্তন করিলেও কখনই নিজের কৃষ্ণত্ব পরিত্যাগ করেন না ॥ ৪৪৭ ॥

তথাপি দ্বিভুজত্বস্য কৃষ্ণে প্রাধান্যমুচ্যতে।
গূঢ়ত্বাদেব চ ক্বাপি গৌণত্বমিব কীর্ত্ত্যতে।
'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্' ইতি হি প্রথা ॥ ৪৪৮॥
অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশন্নানকদুন্দুভিঃ।
তত্র ন্যস্য সুতং তস্যাঃ সুতামাদায় নিঃসরেৎ ॥৪৪৯॥
সোঽয়ং নিত্যসুতত্বেন তস্যা রাজত্যনাদিতঃ।
কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূৎ তথা ॥৪৫০॥
অথ প্রকটতাং লব্ধে ব্রজেন্দ্রবিহিতে মহে।
তত্র প্রকটয়ত্যেষ লীলা বাল্যাদিকা ক্রমাৎ।
করোতি যাঃ প্রকাশেষু কোটিশোঽপ্রকটেষ্বপি ॥
প্রেষ্ঠানন্দৈর্ব্রজে তৈস্তৈরাত্মনোঽপি বিমোহনৈঃ।
লীলোল্লাসৈর্বিলসতি শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৫২ ॥
অসমোর্দ্ধেন ভগবান্ বাৎসল্যেন ব্রজেশয়োঃ।
সুতত্বেনৈব স তয়োরাত্মানং বেত্তি সর্ব্বদা ॥ ৪৫৩ ॥

কেচিদ্ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ।
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ।
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥৪৫৪॥
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্যতামাদায়াব্রজৎ পুরম্।
প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্ ॥ ৪৫৫ ॥
এতচ্চাতিরহস্যত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ ॥৪৫৬॥
যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৫।১)—
"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ ॥"৪৫৭॥
তথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৬।৪৩) —
"নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ ॥"৪৫৮॥
তথাচ (ভাঃ ১০।৯।২১) —
"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ॥৪৫৯

তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজত্বেরই প্রাধান্য উক্ত হয়, কিন্তু মহৈশ্বর্য্য গূঢ় অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া, কোন কোন স্থানে দ্বিভুজত্ব গৌণত্বের অর্থাৎ অপ্রধানের ন্যায় কীর্ত্তিত হয়, যেহেতু (ভাগবত ৭।১০।৭৮ ও ৭।১৫।৭৫ শ্লোকদ্বয়ে শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তিতে) 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম গূঢ়' এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৪৪৮ ॥

অনন্তর বসুদেব (গোকুলে) যশোদার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সেই স্থানে নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া, যশোদার কন্যাকে লইয়া নিঃসৃত হন ॥ ৪৪৯ ॥

সেই এই শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে যশোদার নিত্য পুত্ররূপে বিরাজমান থাকায়, প্রকটলীলায়ও দেবকীর ন্যায় সেই যশোদাকে দ্বার করিয়া আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৫০ ॥

ব্রজরাজকৃত উৎসবে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া সেই স্থানে অর্থাৎ গোকুলে ক্রমে ক্রমে বাল্যাদি-লীলা প্রকাশ করেন। তিনি প্রকট-লীলায় যাহা যাহা করেন, কোটি কোটি অপ্রকট প্রকাশেও ঐ সকল লীলা করিয়া থাকেন ॥ ৪৫১ ॥

প্রেষ্ঠজনগণের আনন্দপ্রদ এবং নিজেরও বিমোহনকারী সেই সেই লীলার উল্লাস-সহযোগে শ্রীলীলাপুরুষোত্তম (শ্রীকৃষ্ণ) ব্রজে বিলাস করিয়া থাকেন ॥ ৪৫২ ॥

নন্দ-যশোদার অসমোর্দ্ধ বাৎসল্যে ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) সর্বদা আপনাকে তাঁহাদিগের পুত্র বলিয়াই জানেন ॥ ৪৫৩ ॥

এই স্থলে কোন কোন প্রাচীন ভাগবত বলেন,—বসুদেবগৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব, এবং গোকুলে যোগমায়ার সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হন ॥ ৪৫৪ ॥

বসুদেব গোকুলে গমনপূর্ব্বক যশোদার সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পাইলেন এবং সেই কন্যাটিকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে বাসুদেবও লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইলেন ॥

এই বিষয় অতীব রহস্যজনক বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি কথাক্রমে সেই সেই স্থলে ইহা বলেন নাই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্থানে তাহার সূচনা করিয়াছেন ॥ ৪৫৬ ॥

যথা, শ্রীদশম-স্কন্ধে—"উদারচেতা নন্দ আত্মজ উৎপন্ন হইলে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ॥" ৪৫৭ ॥

তদ্রূপ সেই শ্রীদশমেই বলা হইয়াছে—"প্রশস্তবুদ্ধি নন্দ প্রবাসহইতে আগমন করিয়া নিজপুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক (তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন) ॥"

ইহার সমর্থনে (আরও ভাগবতোক্তি)—"এই গোপিকা-সুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ, তদ্রূপ) দেহাভিমানীতাপস বা জ্ঞানীদিগের সুখলভ্য নহেন ॥"৪৫৯॥

তথাচ তত্র শ্রীব্রহ্মস্তবে (ভাঃ ১০।১৪।১)—

"বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥" ৪৬০ ॥

তথা শ্রীযামলবচনং সমুদাহরন্তি—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃপূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥"৪৬১॥
"দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥"ইতি।
অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশতনয়ত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্।
যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ॥ ৪৬৩ ॥
তাস্তা মধুপুরে লীলাঃপ্রকটয্য যদূদ্বহঃ।
দ্বারবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ॥
৪৬৪॥

তত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কম্।
যতো ব্যূহঽনিরুদ্ধাখ্যস্তুর্য্যঃ প্রকটতাং ব্রজেৎ॥৪৬৫॥
ইতি ব্যূহচতুষ্কস্য লোকোত্তরচমৎক্রিয়াঃ।
বিবাহাদ্যাশ্চ বহুধা লীলাস্তত্রৈব বর্ণিতাঃ॥ ৪৬৬ ॥
ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা।
তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ॥
ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ॥৪৬৭
আবির্ভাবাগতিভ্যাং সা দ্বিপ্রকারাস্য সম্ভবেৎ॥৪৬৮

তত্র আবির্ভাবঃ—

বৈশ্লেষিকক্লমোদ্রেকবিবশীকৃতচেতসাম্।
প্রেষ্ঠানাং সহসৈবাগ্রে ব্যগ্রঃ প্রাদুর্ভবেদসৌ॥৪৬৯॥
উদ্ধবাৎ কৃষ্ণসন্দেশ এভির্যদবধি শ্রুতঃ।
প্রাদুর্ভাবস্তদবধি স্যাদ্ ব্রজে বনমালিনঃ॥ ৪৭০ ॥

ইহার সমর্থনে সেই দশমে শ্রীব্রহ্মস্তুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"যাঁহার গলদেশে বনমালা, হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বামকক্ষে বেত্র, বিষাণ ও বেণু এবং বক্ষঃস্থলে স্বর্ণ-রেখারূপা লক্ষ্মী বিরাজিত এবং যাঁহার পদতল অতীব কোমল, যিনি পশুপাঙ্গজ অর্থাৎ নন্দাঙ্গসম্ভূত, (সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্তুতি করি) ॥"৪৬০ ॥

সেইরূপ শ্রীযামলের বচনও উদাহরণ প্রদান করিতেছে —"যদুবংশসম্ভূত কৃষ্ণ পৃথক্ ; যিনি পূর্ণ, তিনি ইহার অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণের পর অর্থাৎ মূলতত্ত্ব। তিনি অর্থাৎ সেই স্বয়ংরূপ মূলকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না॥" ৪৬১ ॥

"তিনি সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকাল বৃন্দাবনে লীলা করিয়া থাকেন॥" ইতি॥ ৪৬২ ॥

অনন্তর প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরপুত্রতা আচ্ছাদন ও স্বীয় বসুদেবপুত্রতা প্রকাশপূর্ব্বক মথুরায় গমন করেন। সেই বাসুদেব দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয়রূপেই প্রকাশ পান॥

বাসুদেব মধুপুরীতে (মথুরায়) সেই সেই লীলাপ্রকাশ করিয়া দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক দ্বারকার সেই সেই লীলাও প্রকাশ করিয়া থাকেন॥ ৪৬৪ ॥

বাসুদেব কৃষ্ণ সেই দ্বারকায় প্রদ্যুম্ননামক তৃতীয় ব্যূহের প্রকটন করেন; সেই প্রদ্যুম্নহইতে অনিরুদ্ধনামক চতুর্থব্যূহের প্রকাশ হয়॥ ৪৬৫ ॥

এইরূপে দ্বারকাতেই এই ব্যূহচতুষ্টয়ের লোকোত্তর-চমৎকারিতাযুক্ত বিবাহাদি বহুবিধ লীলাও বিশেষভাবে বর্ণিত আছে॥ ৪৬৬ ॥

প্রকটলীলায় ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিন মাস বিরহ হইয়াছিল। তাহাতেও তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবসদৃশ বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইত। তিন মাসের পরে তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণসহ সাক্ষাৎ মিলন হইয়াছিল॥ ৪৬৭ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণসহ সঙ্গতি—আবির্ভাব' ও 'আগমন', এই দুই প্রকারে সম্ভব হইয়া থাকে॥ ৪৬৮ ॥

তন্মধ্যে 'আবির্ভাব'—(শ্রীকৃষ্ণের) বিরহজনিত ক্লান্তির উদ্রেকে (তাঁহার) যে সকল প্রেষ্ঠজনের চিত্ত বিবশ হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া হঠাৎ তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হন॥ ৪৬৯ ॥

সেই সকল কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জন যে অবধি উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শ্রবণ করেন, তদবধি ব্রজে বনমালীর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে॥ ৪৭০ ॥

ব্রজে দ্বারবতীস্থস্য প্রাদুর্ভাবো মুরদ্বিষঃ।
বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদাবসকৃদ্বহুধোচ্যতে ॥ ৪৭১ ॥
ব্রজে বিহরমাণেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূয় হরৌ তদা।
ভবেৎ তস্য পুরে যাত্রা স্বপ্নবদ্ ব্রজবাসিনাম্ ॥৪৭২॥

অথ আগমনম্,—

প্রেম সন্দর্শয়ন্ স্বেষু স্ববচঃসত্যতাঞ্চ সঃ।
পুনঃ প্রিয়ং হরির্গোষ্ঠমাগচ্ছতি রথাদিনা ॥ ৪৭৩ ॥

স্ববচঃ, যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৩৯।৩৫)—

"তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥"৪৭৪॥

তথা (ভাঃ ১০।৪৫।২৩)—

"যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥"
ইতি ॥ ৪৭৫ ॥

নিজপ্রিয়তমস্যাপি বচসা যদুমন্ত্রিণঃ।
এতদেব বচঃ স্বীয়ং পুনস্তেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥ ৪৭৬ ॥

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৬।৩৫)—

"হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥"ইতি॥
তৎসত্যতা প্রকটিতা দ্বারকাবাসিনাং গিরা ॥৪৭৮॥

যথা শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।১১।৯)—

"যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥ ৪৭৯ ॥

অত্র কারিকে ঃ—

ভো অম্বুজাক্ষ সুহৃদাং নন্দাদীনাং দিদৃক্ষয়া।
ভবানপসসারাস্মানপহায় গতো মধূন্।
মথুরামিতি বিস্পষ্টং মথুরামণ্ডলে ব্রজম্।
তদানীং সুহৃদাং তত্র মধুপুর্য্যামভাবতঃ ॥ ৪৮০ ॥

দ্বারকাস্থ মুরারির ব্রজে প্রাদুর্ভাব, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদিতে পুনঃ পুনঃ বহুধা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৪৭১ ॥

যেকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আবির্ভূত হইয়া বিহার করেন, তৎকালে ব্রজবাসিগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন স্বপ্নবৎ জ্ঞান হয় ॥ ৭২ ॥

অনন্তর 'আগমন'—স্বজনগণের প্রতি প্রেম এবং নিজ-বাক্যের সত্যতা প্রদর্শনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রথযোগে পুনরায় স্বীয় প্রিয় গোষ্ঠে আগমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় বচন, যথা শ্রীদশমে—"শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় (মথুরায়) প্রস্থানে সেই গোপীগণকে অতিশয় সন্তপ্ত জানিয়া 'আমি শীঘ্রই ব্রজে প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ প্রেমযুক্ত বহু দূতবচনদ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন ॥" ৪৭৪ ॥

শ্রীদশমে আরও উক্ত হইয়াছে (মথুরায় শ্রীনন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—"হে পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন। আমরা বসুদেবাদি সুহৃদ্গণের সুখসম্পাদন করিয়া আমার প্রতি স্নেহবশতঃ বিরহকাতর জ্ঞাতিবর্গ আপনাদিগকে দর্শনার্থ শীঘ্রই যাইতেছি ॥ ৪৭৫ ॥

যদুগণের মন্ত্রী, নিজের প্রিয়তম উদ্ধবের উক্তিদ্বারাও পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের এই বাক্য উজ্জ্বলীকৃত অর্থাৎ সন্দিগ্ধতা-শূন্য করিয়াছিলেন ॥ ৪৭৬ ॥

যথা, সেই দশমেই—"যাদবগণের শত্রু কংসকে রঙ্গস্থলে সংহার করিয়া আপনাদের নিকটে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, আপনাদিগের সমীপে সমাগত হইয়া তিনি তাহা নিশ্চয়ই সত্য করিবেন ॥" ৪৭৭ ॥

দ্বারকাবাসিগণের বাক্যে সেই শ্রীকৃষ্ণবাক্যের সত্যতা প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৪৭৮ ॥

যথা, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রথমস্কন্ধে—(শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনে উৎফুল্ল প্রজাগণের উক্তি)—"হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যখন সুহৃদ্গণকে দেখিবার জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুর ও মাথুর-মণ্ডলে (ব্রজে) গমন করেন, তখন (আপনার বিরহে) আমাদিগের ক্ষণকাল কোটি বর্ষ বলিয়া বোধ হয়। হে অচ্যুত! সূর্য্যব্যতীত যেমন নয়ন অন্ধ হইয়া যায়,আপনাকে না দেখিয়া আমাদেরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে ॥"৪৭৯ ॥

এই শ্লোকের কারিকা।—"ভো অম্বুজাক্ষ! সুহৃদ্গণের—নন্দাদির দর্শনের ইচ্ছায়, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি মধুপুরে অপসরণ—গমন করিয়াছিলেন। মধু—মথুরা; সে সময়ে মধুপুরীতে সুহৃদ্বর্গ বিদ্যমান না থাকায় মথুরা-শব্দে মাথুরমণ্ডলস্থব্রজকেই সুস্পষ্টরূপে বুঝাইতেছে ॥৪৮০॥

কিঞ্চ—

রথেন মথুরাং গত্বা দন্তবক্রং নিহত্য চ।
স্পষ্টং পাদ্মে পুরাণেঽস্য কৃষ্ণস্যোক্তা ব্রজাগতিঃ॥ ৪৮১॥

তদ্গদ্যং পদ্যঞ্চ যথা (পঃ পুঃ উঃ খঃ ২৭৯।২৪—২৬)—

"কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুরত্নবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস॥ ৪৮২॥

কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ॥
রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ।
বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ॥" ইতি॥ ৪৮৩॥

অত্র কারিকা।—

যদুত্তীর্য্যেত্যুত্তরণং তদাপ্লবনমুচ্যতে।
দুষ্টং হত্বা ব্রজে যানং স্নানপূর্ব্বমিহোচিতম্॥৪৮৪॥
অতঃ প্রকটলীলায়ামপ্যযোগোঽল্প এব হি।
ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা॥ ৪৮৫॥
ব্রজাগমনকালে চ পাদ্মোক্তেঽন্যচ্চ বর্ত্ততে॥ ৪৮৬॥

যথা (পঃ পুঃ উঃ খঃ ২৭৯।২৭)—

"অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারাদিসহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ" ইতি॥ ৪৮৭॥

অত্র কারিকে।—

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্॥৪৮৮
প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ॥৪৮৯॥

প্রথমেই লক্ষিতব্য—পদ্মপুরাণে সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে,—শ্রীকৃষ্ণ রথযোগে মথুরায় গমনপূর্বক, দন্তবক্রকে নিহত করিয়া ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন॥ ৪৮১॥

সেই গদ্য ও পদ্য, যথা—"শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে (দন্তবক্রকে) বধ করিয়া যমুনায় স্নান করিলেন এবং নন্দব্রজে গমনপূর্ব্বক, উৎকণ্ঠিত পিতা ও মাতাকে অভিবাদন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া অশ্রুসিক্ত তাঁহাদিগকর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন এবং (তৎপরে) গোপবৃদ্ধগণকে প্রণাম ও আশ্বাসপ্রদান করিয়া বহুবিধ রত্ন, বস্ত্র ও আভরণদ্বারা তত্রস্থ সকলকেই পরিতৃপ্ত করিলেন॥ ৪৮২॥

শ্রীকৃষ্ণ পবিত্র বৃক্ষগণ-পরিবৃত রমণীয় যমুনা-পুলিনে গোপীগণের সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে গোপবেশধর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ রম্য-কেলি-সুখ ও বহুবিধ প্রেমরসে শ্রীবৃন্দাবনে দুই মাস বাস করিয়াছিলেন॥ ৪৮৩॥

ইহার কারিকা।—

"উত্তীর্য্য" এই পদদ্বারা যে উত্তরণের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ আপ্লবন (স্নান)। দুষ্ট (দন্তবক্রকে) হত্যা করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের) স্নানপূর্বকই ব্রজে গমন করা উচিত॥৪৮৪॥

অতএব প্রকট-লীলাতেও অল্প (ত্রৈমাসিক) কালই (শ্রীকৃষ্ণের) অযোগ অর্থাৎ বিরহ হইয়া থাকে। এই কারণে (গোকুল, মধুপুর ও দ্বারকা—এই) ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই বিহার করিতেছেন অর্থাৎ এই ধামত্রয়ে তাঁহার লীলা নিত্যা॥ ৪৮৫॥

পদ্মপুরাণে বর্ণিত (শ্রীকৃষ্ণের) ব্রজাগমনকালে অপর একটী (রহস্যজনক) বিষয় বিদ্যমান॥ ৪৮৬॥

যথা—"অনন্তর বাসুদেবের অনুগ্রহে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তত্রস্থ নন্দগোপাদি সকল ব্যক্তি এবং পশুপক্ষিমৃগাদিও দিব্য রূপ ধারণপূর্বক বিমানে আরোহণ করিয়া পরম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইলেন॥" ৪৮৭॥

ইহার দুইটী কারিকা।—

ব্রজেশ্বরাদির অংশ যে দ্রোণাদি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন। (শ্রীনন্দাদিকে ব্রজের অপ্রকট-প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, স্বয়ংও তাঁহাদের সহিত সেই অপ্রকটপ্রদেশেই গিয়াছিলেন।) এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত॥ ৪৮৮॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠগণ হইতেও প্রিয়তম গোকুলবাসী

স্কান্দাযোধ্যামহিমনি সৌমিত্রেঃ শ্রূয়তে যথা॥৪৯০॥

তথাহি—

"ততঃ শষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরম্।
উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্ব্বস্য চ স পশ্যতঃ॥ ৪৯১॥

ইন্দ্র উবাচ—

লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব পদং স্বকম্।
দেবকার্য্যং কৃতং বীর ত্বয়া রিপুনিসূদন॥
বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্।
ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণঃ॥ ৪৯২॥

ততশ্চ—

ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ।
শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভুভারধরণক্ষমম্।
লক্ষ্মণং যানমারোপ্য প্রতস্থে দিবমাদরাৎ॥"ইতি॥
লীলাঞ্চাপ্রকটাং তত্র দ্বারবত্যাং চিকীর্ষুণা।
স্বয়ং প্রকাশ্যতে তেন মুনিশাপাদিকৈতবম্॥৪৯৪॥

দেবাদ্যংশাবতরণে যে তু বৃষ্ণিস্ববাতরন্।
ক্ষীরাব্ধিশায়িরূপস্তৈঃ সার্দ্ধং স্বপদমাপ্নুয়াৎ॥৪৯৫॥
নিত্যলীলাপরিকরা যে স্যুর্যদুবরাদয়ঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং ভগবান্ কৃষ্ণো দ্বার্ব্বত্যামেব দীব্যতি॥
॥৪৯৬॥

ধামাস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং মাথুরং দ্বার্ব্বতী তথা।
মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেব চ ;৪৯৭॥
যৎ তু গোলোকনাম স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্।
স গোলোকো যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামিহ শ্রুতঃ॥৪৯৮॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৩)—

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি"॥ ইতি॥৪৯৯॥

জনগণের (পার্ষদবৃন্দের) সহিত সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন॥ ৪৮৯॥

স্কন্দপুরাণে অযোধ্যামাহাত্ম্যে যেমন লক্ষ্মণের বিষয় শ্রবণ করা যায়। (শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অবতীর্ণ সঙ্কর্ষণব্যূহ শ্রীলক্ষ্মণে দেবকার্যসাধনের নিমিত্ত একাত্মতাপ্রাপ্ত পাতালস্থ 'শেষ' দেবকার্যশেষে লক্ষ্মণ হইতে পৃথক্ হইয়া পাতালে গিয়াছিলেন। তদ্রূপ দ্রোণাদিও দেবকার্যসাধনের জন্য নন্দাদির সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কার্যশেষে বৈকুণ্ঠে প্রেরিত হইয়াছেন)॥ ৪৯০॥

প্রমাণ—"তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র শেষাত্মতাপ্রাপ্ত, সত্য-প্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে সর্বসমক্ষে মধুর বচনে বলিলেন॥ ৪৯১॥

ইন্দ্র বলিলেন,—হে লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান কর এবং স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হও। হে বীর! হে শত্রুদমন! তোমাকর্ত্তৃক দেবকার্য্য কৃত হইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় সনাতন পরম বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হও। তোমার মূর্ত্তি ফণামণ্ডল-মণ্ডিত শেষও সমাগত হইয়াছেন॥" ৪৯২॥

তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া ভূভারধারণক্ষম শেষকে পাতালে প্রস্থাপনপূর্বক পরমাদরে লক্ষ্মণকে যানে আরোপণ করাইয়া স্বয়ং দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন॥" ৪৯৩॥

দ্বারকার লীলা অপ্রকট করিতে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তৎকালে মুনিশাপাদিরূপ কৈতব অর্থাৎ মায়া প্রকাশিত হয়॥ ৪৯৪॥

দেবাদির অংশাবতরণে যাঁহারা যদুগণে অবতরণ করিয়াছিলেন, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু সেই সকল দেবতার সহিত স্বধামে গমন করেন॥ ৪৯৫॥

আর নিত্যলীলার পরিকর যে যাদবাদি, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নিত্য লীলা করিয়া থাকেন॥ ৪৯৬॥

শ্রীকৃষ্ণের ধাম দ্বিবিধউক্ত—মাথুর ও দ্বারকা; তন্মধ্যে মথুরা ধামও আবার দ্বিবিধ উক্ত—গোকুল ও মধুপুর॥৪৯৭॥

গোলোকনামক (শ্রীকৃষ্ণের) যে ধাম, তাহা (তাঁহার প্রকটলীলার ধাম) গোকুলেরই বিভূতি। ব্রহ্মসংহিতায় সেই গোলোকের কথা এইরূপে শ্রবণ করা যায়॥ ৪৯০॥

ব্রহ্মসংহিতায় (ব্রহ্মার স্তব—) সর্বোপরিস্থিত গোলোক-নামক নিজধাম এবং গোলোকের তলদেশে যথাক্রমে স্থিত হরিধাম (বৈকুণ্ঠ), মহেশধাম ও দেবীধাম (মায়িক ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়)—এই ধামনিচয়ের শাস্ত্রাদি-প্রসিদ্ধ প্রভাবসমূহ যাহাকর্তৃক বিহিত হইয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি॥" ৪৯৯॥

তথাচ অগ্রে (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৬)—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥৫০০॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যোঽপি ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥"ইতি॥
॥ ৫০১ ॥

তদাত্মবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ ॥ ৫০২ ॥

যথা পাতালখণ্ডে—

"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥৫০৩॥

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥৫০৪॥
এবং সপ্তপুরীণাস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টস্তু মাথুরম্।
শ্রূয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ ॥" ইতি ॥
নিত্যলীলাস্পদত্বঞ্চ পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্।
অতএবাস্য পাদ্মে চ শ্রূয়তে নিত্যরূপতা ॥ ৫০৬ ॥
"নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্ ॥"ইতি॥
স তু মাথুরভূরূপঃ পরিচ্ছন্নোঽপ্যথাদ্ভুতঃ।
স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চ স্যাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ ॥৫০৮॥
অত্রৈবাজাণ্ডমালাপি পর্য্যাপ্তিমুপগচ্ছতি।
বৃন্দাবনপ্রতীকেঽপি যানুভূতৈব বেধসা ॥ ৫০৯ ॥
ইত্যতো রাসলীলায়াং পুলিনে তত্র যামুনে।
প্রমদাশতকোট্যোঽপি মমূর্যৎ তৎ কিমদ্ভুতম্ ॥৫১০॥

সেইরূপ (ব্রহ্মসংহিতায়) পরেও উক্ত হইয়াছে—"যে স্থানে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ (সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী রাধিকা ও তাঁহার কায়ব্যূহ অন্যান্য কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীরা) কান্তাগণ, পরম পুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিন্ময় কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমনমাত্রই নৃত্য, বংশী—প্রিয়সখী, জ্যোতিঃ—চিদানন্দময়, পরম চিৎপদার্থমাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য, যে স্থানে সুরভীসমূহ হইতে চিন্ময় মহাক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে এবং যে স্থানে নিমেষার্দ্ধ-নামক কালও গমন করে না অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যদ্রূপ খণ্ডরহিত চিন্ময় কাল নিত্য বর্তমান, অথবা যেখানে জাগতিক কালের কোনও প্রভাব নাই এবং যাহাকে এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ গোলোক বলিয়া এই জগতে অত্যল্পসংখ্যক কতিপয় ভগবন্নিষ্ঠ, সাধুগণ মাত্র অবগত আছেন, সেই শ্বেতদ্বীপ নামক ধামকে আমি ভজনা করিতেছি ॥ ৫০০-৫০১ ॥

গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমাধিক্যবশতঃ গোলোককে গোকুলের বৈভব বলা হইয়াছে ॥ ৫০২ ॥

যথা পাতালখণ্ডে—"অহো! বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী মধুপুরী ধন্যা। এই মধুপুরীতে একদিন মাত্র বাস করিলেও হরিভক্তি লাভ হয় ॥ ৫০৩ ॥

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বারস্থ মায়াপুর এবং নবদ্বীপ-কমলের কর্ণিকায় শ্রীমায়াপুর) কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী (উজ্জয়িনী) ও দ্বারাবতী—এই সাতটী মোক্ষদায়িকা পুরী ॥ ৫০৪ ॥

হে দেবি! শ্রবণ কর—এই সাত পুরীর মধ্যে মাথুর-মণ্ডল সর্বোৎকৃষ্ট এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও উত্তম অর্থাৎ অধিক মহিমাযুক্ত ॥ ৫০৫ ॥

মাথুর মণ্ডল যে নিত্যলীলাস্থান, ইহা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব পদ্মপুরাণেও ইহার নিত্যরূপতা শ্রুত হয় ॥ ৫০৬ ॥

"আমার মথুরা, বৃন্দাবন, যমুনা, (মাথুরমণ্ডলস্থ) গোপকন্যা, ও গোপবালকগণকে নিত্য বলিয়া জানিবে ॥"৫০৭

সেই মাথুরমণ্ডল পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অদ্ভুত এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে (কখন) বিস্তৃত ও (কখন) সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন ॥ ৫০৮ ॥

এই মাথুর মণ্ডলেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহের পর্যাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বৃন্দাবনাবয়বে (বৃন্দাবনের চতুর্মুখনামক) কোন এক স্থানে তাহা অনুভব করিয়াছেন ॥ ৫০৯ ॥

অতএব রাসলীলায় সেই যমুনা-পুলিনে যে শতকোটি গোপী পরিমিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? ॥ ৫১০ ॥

স্বৈঃ স্বৈর্লীলাপরিকরৈর্জনৈর্দৃশ্যানি নাপরৈঃ।
তত্তল্লীলাদ্যবসরে প্রাদুর্ভাবোচিতানি হি ॥ ৫১১ ॥
আশ্চর্য্যমেকদৈকত্র বর্ত্তমানান্যপি ধ্রুবম্।
পরস্পরমসংপৃক্তস্বরূপান্যেব সর্ব্বথা ॥ ৫১২ ॥
কৃষ্ণবাল্যাদিলীলাভির্ভূষিতানি সমন্ততঃ।
শৈলগোষ্ঠবনাদীনাং সন্তি রূপাণ্যনেকশঃ " ৫১৩ ॥
লীলাঢ্যোঽপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিল কৈশ্চন।
শূন্য এবেক্ষতে দৃষ্টিযোগ্যৈরপ্যপরৈরপি ॥ ৫১৪ ॥
অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ।
অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চ ন দুর্ঘটম্ ॥ ৫১৫ ॥
এবমেব দ্বারকায়াং জ্ঞেয়ং সর্ব্বং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৫১৬ ॥

যথৈকাদশান্তে (ভাঃ ১১।৩১।২৩-২৪)—

"দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ।।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ।।" ইতি।৫১৭
অথান্যদ্বৈভবং তস্য ব্যক্তং শ্রীনারদেক্ষয়া।
যত্রৈকত্রৈকদা নানারূপাবসরচিত্রতা ।। ৫১৯ ।।
প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যোঽন্যে চন্দ্রসূর্য্যাদয়স্তু তে।
লীলাস্থৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃত ইব ।। ৫১৯ ।।
ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা।
তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সর্ব্বতোঽধিকা ।।৫২০

তথাচ সম্মোহনতন্ত্রে—

"সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ।
তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্লভম্ ।।"ইতি

অত্র কারিকা—

ত্রিধা ভবেদ্বয়ো বাল্যং যৌবনং বৃদ্ধতেত্যপি।
বর্ষাদাষোড়শাদ্বাল্যমিতি লোকে মহান্তরম্ ।।৫২২

স্ব-স্ব-লীলাপরিকরগণের মাত্র যাহারা দৃশ্য—অপরের নহে, সেই সেই লীলার অবকাশে মাত্র তাহাদের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এক সময়ে এক স্থানে অবস্থান করিয়াও যাহারা পরস্পর নিশ্চয়ই সর্ব্ব প্রকারে অসংযুক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলাদ্বারা বিভূষিত, (ব্রজের) সেই সকল পর্ব্বত, গোষ্ঠ ও বনাদির বহুবিধ রূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। (এই তিনটী শ্লোক একবাক্যতাময়) ॥ ৫১১-৫১৩ ॥

বৃন্দাবনের (সকল) প্রদেশই কৃষ্ণ লীলান্বিত হইলেও দর্শনের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়েই তাহা কখন শূন্যরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন ॥ ৫১৪ ॥

অতএব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণের, ধামের ও সময়ের অচিন্ত্যপ্রভাববশতঃ এই স্থলে কিছুই দুর্ঘট নহে ॥ ৫১৫ ॥

বিচক্ষণগণকর্তৃক দ্বারকায়ও এইরূপ সকলই (অচিন্ত্য-প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া) জ্ঞাতব্য ॥ ৫১৬ ॥

যথা, একাদশস্কন্ধের শেষদিকে—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! (ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র ভগবদ্ আলয় ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরীকে ক্ষণকালমধ্যে প্লাবিত করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় অর্থাৎ দ্বারকাস্থিত নিজ মন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান আছেন। উক্ত মন্দিরের (সমুদ্রকর্তৃক প্লাবিত না হইবার বৈভব) স্মরণমাত্রেই মানবগণের সর্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট এবং পরম মঙ্গল লব্ধ হয় ॥"৫১৭॥

অনন্তর শ্রীনারদের দর্শনে সেই দ্বারকাস্থিত ভগবদ্-আলয়ের অন্য বৈভব প্রকাশিত; তাহা—সেই একই আলয়ে একই কালে শ্রীহরির নানা রূপ, নানা অবসর অর্থাৎ প্রাতঃ-পূর্বাহ্ণ-মধ্যাহ্নাদি সময়—এই সকলের অত্যদ্ভুততা। (শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য-লীলা দর্শনপূর্বক শ্রীনারদের বিস্ময় ও শ্রীকৃষ্ণস্তব শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে-৬৯অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।) ॥৫১৮

শ্রীকৃষ্ণের লীলানুগত চন্দ্রসূর্যাদি (অপ্রাকৃতবলিয়া) প্রাকৃত গ্রহ হইতে ভিন্ন হইলেও প্রকট লীলায় লীলাপরিকরগণ-কর্তৃক ঐ অপ্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য প্রাকৃতের ন্যায় অনুভূত হন ॥৫১৯

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তিনটী ধামে সর্বাদাই বিহার করিতেছেন। তথাপি গোকুলে তাঁহার মাধুরী সর্বাপেক্ষা অধিক ॥৫২০॥

ইহার সমর্থনে সম্মোহনতন্ত্রবাক্য—

"যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র উপাদেয় অবতার বিদ্যমান, তথাপি সেই সকল অবতারের মধ্যে বালত্ব অর্থাৎ গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরত্বই অতিশয় দুর্লভ ॥ ৫২১ ॥

এই শ্লোকের কারিকা।—

যদিও বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য-ভেদে বয়স ত্রিবিধ, তথাপি মতান্তরে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য ॥ ৫২২ ॥

তথাচ ব্রহ্মাণ্ডে—

"সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি যড়্‌গুণৈঃ।
ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা॥" ইতি
॥ ৫২৩ ॥

ইত্যত্রৈব মহামন্ত্রা মহামাহাত্ম্যমণ্ডিতাঃ।
দশার্ণাষ্টাদশার্ণাদ্যা বহুতন্ত্রেষু কীর্ত্তিতাঃ॥ ৫২৪ ॥

সর্ব্বপ্রমাণতঃ শ্রেষ্ঠা তথা গোপালতাপনী।
স্বয়মাদৌ বিধাত্রে যা প্রোক্তা গোপালরূপিণা॥৫২৫॥
চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে।
ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ॥ ৫২৬ ॥

তত্র ঐশ্বর্য্যস্য—

কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্যরাশিনা।
সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে॥৫২৭॥
যত্র পদ্মজরুদ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানোঽপি সাধ্বসাৎ।
দৃগন্তপাতমপ্যেষু কুরুতে ন তু কেশবঃ॥৫২৮॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনারদ-বাক্যম্—

"যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা।
তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ নব্যয়া বাল্যলীলয়া॥
সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি।
সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদা॥" ইতি
॥ ৫২৯ ॥

ক্রীড়ায়াঃ, যথা পাদ্মে—

"চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ।
গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতিমনোহরা॥"৫৩০॥

শ্রীবৃহদ্বামনে—

"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥
ইতি॥ ৫৩১ ॥

বেণোঃ, যথা—

যাবতী নিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী।
তাবতী বংশিকানাদপরমাণৌ নিমজ্জতি॥ ৫৩২ ॥

ইহার সমর্থনে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—"আমার ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ বহু বহু রূপ বিদ্যমান, কিন্তু সেই সকল রূপ গোপরূপী আমার সদৃশ হইতেপারে না॥"৫২৩॥

এইরূপে এই প্রকরণে (নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে) মহা-মাহাত্ম্যমণ্ডিত দশাক্ষর-অষ্টাদশাক্ষরাদি মহামন্ত্রসকল বহু-বিধ তন্ত্রে কীর্তিত হইয়াছেন॥ ৫২৪ ॥

গোপালরূপী স্বয়ং ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে বিধাতাকে যাহা বলিয়াছেন, সেই সর্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠ গোপালতাপনী শ্রুতির উক্তিও এইরূপ॥ ৫২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহের চতুর্বিধা মাধুরী ব্রজেই মাত্র বিরাজমান॥ ৫২৬ ॥

তন্মধ্যে ঐশ্বর্যের (মাধুরী)। যাহা পূর্বে কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই, তাদৃশ মধুর ঐশ্বর্যরাশিদ্বারা সেব্যমান্ হরি সেই ব্রজে বিহার করিতেছেন॥ ৫২৭ ॥

যে স্থানে অর্থাৎ সেই ব্রজে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণ সসম্ভ্রমে স্তব করিতে থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না॥ ৫২৮ ॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীনারদবাক্য—"হে কৃষ্ণ! চক্র-পাণি অর্থাৎ দ্বারকানাথরূপে তোমাকর্তৃক চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্যের বিনাশ দুঃসাধ্য, সেই সকল দৈত্য তোমার অভিনব বাল্যলীলায় নিহত হইয়াছে। হে হরে! তুমি বন্ধুবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূ-ভঙ্গী আরম্ভ কর, তাহা হইলে আকাশস্থ ব্রহ্মারুদ্রগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন॥" ৫২৯ ॥

ক্রীড়ার (মাধুরী)। যথা পদ্মপুরাণে—"শ্রীকৃষ্ণদেবের সর্বপ্রকার চরিত্রই আশ্চর্য, তন্মধ্যে আবার গোপলীলা সর্বতোভাবে অতিশয় মনোহারিণী॥" ৫৩০ ॥

শ্রীবৃহদ্বামন-পুরাণে (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—"যদ্যপি আমার দামবন্ধনস্বীকারাদি মনোহর লীলা-প্রাচুর্য বিদ্য-মান, তথাপি রাসলীলা-স্মরণ হইলে আমার মন যে কি প্রকার (আনন্দামৃতসিন্ধুমগ্ন) হয়, তাহা আমি জানি না, অর্থাৎ তাহা আমি বর্ণন করিতে অসমর্থ॥ ৫৩১ ॥

বেণুর (মাধুরী), যথা—নিখিল বিশ্বে নাদসমূহের যত মাধুরী আছে, তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের একটি পরমাণুতেই নিমগ্ন হইয়া যায়॥ ৫৩২ ॥

চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দমগ্নয়োঃ।
ভবেদ্‌ধর্ম্মবিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনতি মোহনে ॥৫৩৩॥
মোহনঃ কোঽপি মন্ত্রো বা পদার্থো বাদ্ভুতঃ পরঃ।
শ্রুতিপেয়োঽয়মিত্যুক্ত্বা যত্রামুহ্যন্ শিবাদয়ঃ ॥৫৩৪॥

যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৩৫ ১৪-১৫)—

"বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো
বেণু-বাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥ ৫৩৫ ॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ
শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥"ইতি ॥ ৫৩৬ ॥

একবিংশে তথা পঞ্চত্রিংশে চাধ্যায় ঈড়িতা।
মাধুরী ব্রজদেবীভির্বেণোরেব মহাদ্ভুতা ॥ ৫৩৭ ॥

শ্রীবিগ্রহস্য, যথা—

অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ।
জঙ্গম-স্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ ॥৫৩৮ ॥

যথা তন্ত্রে—

"কন্দর্পকোট্যর্ব্বুদরূপশোভা-
নীরাজ্যপাদাব্জনখাঞ্চলস্য।
কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তে
র্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে ॥"৫৩৯ ॥

শ্রীদশমে চ (ভাঃ ১০।২৯।৪০)—

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥" ইতি ॥ ৫৪০ ॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিপাদকৃতে শ্রীলঘুভাগবতামৃতে
শ্রীকৃষ্ণামৃত-নাম পূর্ব্বখণ্ডং সমাপ্তম্।

যে মোহনবেণুর ধ্বনি হইলে (তজ্জনিত) ঘনীভূত পরমানন্দে নিমগ্ন স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের পরস্পর ধর্ম্মবিপর্য্যাস হইয়া থাকে ॥ ৫৩৩ ॥

(যে মোহন বেণুর ধ্বনি-শ্রবণে) শিবাদি-দেবগণ—"শ্রবণাঞ্জলিপেয় এ কি কোন মোহনমন্ত্র বা পদার্থ অথবা কোন আশ্চর্যজনক বস্তু" এই কথা বলিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৩৪ ॥

হে সাধ্বি যশোদে! নানাবিধ গোপজনোচিত ক্রীড়ানিপুণ তোমার তনয় যখন অধরবিম্বে বংশীসংযোগ করিয়া বেণুবাদ্যবিষয়ে নিজ হইতেই অভ্যস্ত বিবিধ স্বরালাপ উন্নয়ন করিতে থাকে, তখন ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ মন্দ্র-মধ্যম-তার-সমন্বিত ঐ স্বরালাপ শ্রবণপূর্ব্বক গ্রীবা ও চিত্ত অবনত করিয়া স্বয়ং পণ্ডিত হইয়াও তাহার তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ এবং আপনারা মোহপ্রাপ্ত হন ॥৫৩৫-৫৩৬

শ্রীদশমের একবিংশ ও পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে ব্রজদেবীগণ বেণুরই মহাদ্ভুত মাধুরীর গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৫৩৭ ॥

শ্রীবিগ্রহের (মাধুরী)। যথা—যাহার সমান এবং যাহা অপেক্ষা অধিক নাই এবম্ভূত মাধুর্য্যতরঙ্গময়-অমৃতবারিধি যিনি, সেই শ্রীনন্দনন্দনের রূপ স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের উল্লাসবর্দ্ধক ॥ ৫৩৮ ॥

যথা তন্ত্রে—"যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চল অসংখ্য কন্দর্পের রূপশোভাকর্তৃক নীরাজনার্হ এবং যাঁহার রম্যকান্তি কোন স্থানেই দর্শন ও শ্রবণের বিষয় হয় না, আমি সেই নন্দনন্দনের পরম ধ্যানবিধি বলিব ॥"৫৩৯ ॥

শ্রীদশমস্কন্ধে—"হে কৃষ্ণ! ত্রিজগতের মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে, যে তোমার সুমধুর পদ ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিত হইয়া নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ত্রিজগন্মানসাকর্ষী এইরূপ দর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয় ॥ ৫৪০ ॥

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃত-নামক
পূর্ব্বখণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্

উত্তর খণ্ডম্

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণরসরসিকেভ্যঃ

অথ শ্রীভক্তামৃতম্

আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা।
তথা তদীয়ভক্তানাং নো চেদ্‌দোষোঽস্তি দুস্তরঃ ॥১॥

তথাহি পাদ্মে—

"মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ ॥
দাল্‌ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিশেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ ॥"২

তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥"৩

পাদ্মোত্তর-খণ্ডে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥"৪ ॥

তত্রৈব—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥"৫॥

আদিপুরাণে—

"মম ভক্তা হি যে পার্থ ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥"৬॥

শ্রীভাগবতে চ (ভাঃ ১১।১৯।২১)—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ॥" ইতি ॥ ৭ ॥

এতেষামপি সর্ব্বেষাং প্রহ্লাদঃ প্রবরো মতঃ।
যৎ প্রোক্তং তস্য মাহাত্ম্যং স্কান্দ-ভাগবতাদিষু ॥৮॥

মুকুন্দের আরাধনা যেরূপ আবশ্যক, তদীয় ভক্তবর্গের আরাধনাও সেইরূপই আবশ্যক, নতুবা দুস্তর অপরাধ হয় ॥১॥

যথা পদ্মপুরাণে—"শ্রীহরির সেবার পর মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, উপরিচর বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম ও নারদাদি ভক্তগণের সেবা করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য, অন্যথায় ঘোরতর অপরাধ হয় ॥" ২ ॥

তদ্রূপ হরিভক্তিসুধোদয়েও (উক্ত হইয়াছে)—"যাহারা গোবিন্দের অর্চন করিয়া তদীয় ভক্তগণের অর্চন না করে, সেই সকল দাম্ভিক ব্যক্তি বিষ্ণুর অনুগ্রহভাজন নহে ॥"৩।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে (শিব পার্বতীকে বলিতেছেন)—"হে দেবি! সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা তদীয় ভক্তগণের অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর ॥" ৪ ॥

সেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই (আরও উক্ত হইয়াছে)—"যে ব্যক্তি গোবিন্দের অর্চনা করিয়া তদীয় ভক্তগণের অর্চনা করে না, সে ভাগবত-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবে না, কেবল দাম্ভিক অর্থাৎ ছলধর্মযুক্ত বা 'বিষ্ণুবঞ্চক' বলিয়া সংজ্ঞিত হইবে ॥" ৫ ॥

আদিপুরাণে (উক্ত হইয়াছে)—"হে পার্থ! যাহারা কেবল আমার ভক্ত অর্থাৎ কেবল আমার পূজা করে, কিন্তু আমার ভক্তের পূজা করে না, তাহারা প্রকৃতপক্ষে

যথা স্কান্দে শ্রীরুদ্রবাক্যং—

"ভক্ত এব হি তত্ত্বেন কৃষ্ণং জানাতি ন ত্বহম্।
সর্ব্বেষু হরিভক্তেষু প্রহ্লাদোঽতিমহত্তমঃ॥"৯॥

শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদস্যৈব বাক্যং (ভাঃ ৭।৯।২৬)—

"ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ॥"১০॥

তত্রৈব শ্রীনৃসিংহবাক্যং (ভাঃ ৭।১০।২১)—

"ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্॥"
ইতি॥ ১১॥

পাণ্ডবাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রহ্লাদাদীদৃশাদপি।
শ্রীভাগবতমেবাত্র প্রমাণং স্ফুটমীক্ষ্যতে॥১২॥

তথাহি শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদবাক্যং
(ভাঃ ৭।১০।৪৮-৫০ ; ৭।১৫।৭৫-৭৭)—

"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্-
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥ ১৩॥

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-
কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ॥ ১৪॥

ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ॥" ইতি॥ ১৫॥

আমার ভক্ত নহে; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত॥"৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—"আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ॥"৭॥

মার্কণ্ডেয়াদি-ভক্তগণ-মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ

মার্কণ্ডেয়াদি—এই সকল ভক্তগণের মধ্যেও প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু স্কন্দ-ভাগবতাদি পুরাণে তাঁহার মহিমা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে॥ ৮॥

যথা স্কন্দপুরাণে শ্রীরুদ্রবাক্য—(শুদ্ধ)ভক্তই তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, আমি জানিতে পারি নাই। সকল হরিভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদ অতি মহত্তম॥" ৯॥

শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেরই বাক্য—"হে পরমেশ্বর! তমোবহুল অসুরকুল হইতে রজোগুণজাত আমিই বা কোথায়, আর তোমার কৃপাই বা কোথায়? যেহেতু যে পদ্মকরপ্রসাদ কখনও ব্রহ্মা, শিব, এমন কি রমাদেবীর মস্তকেও অর্পিত হয় নাই, তাহা (আজ) আমার মস্তকে অর্পিত হইল! (পদ্মকর অর্থে পদ্মবৎসন্তাপহর)॥"১০॥

সেই সপ্তমস্কন্ধেই (প্রহ্লাদের প্রতি) শ্রীনৃসিংহদেবের উক্তি—"তোমার অনুগত ব্যক্তিগণই আমার ভক্ত তুমি আমার সকল ভক্তগণের মধ্যে উপমাস্থল অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ॥"

প্রহ্লাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ

এতাদৃশ প্রহ্লাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবগণ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতই স্পষ্টরূপে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন॥ ১২॥

যথা শ্রীসপ্তমস্কন্ধে (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) শ্রীনারদবাক্য—"অহো! নরলোকে তোমরাই সাতিশয় ভাগ্যবান্, কারণ তোমাদিগের গৃহে মনুষ্যরূপি শ্রীকৃষ্ণাখ্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়-রূপে বাস করিতেছেন জানিয়া জগৎপবিত্রকারী মুনিগণ সর্বদা তোমাদিগের গৃহে আগমন করিতেছেন॥ ১৩॥

যাঁহা হইতে মহদ্গণের অন্বেষণীয়, বিশুদ্ধ মোক্ষানন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্ম এই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলেয়, আত্মা, পূজ্য, আজ্ঞানুবর্তী ও গুরু অর্থাৎ হিতোপদেষ্টা॥ ১৪॥

শিব-ব্রহ্মাদিও স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা যথার্থরূপে যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না সেই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ মৌন অর্থাৎ ধ্যান, (শ্রবণ-কীর্তনাদি) ভক্তি ও উপশম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমদ্বারা পূজিত হইয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ১৫॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীস্বামিপাদৈঃ—

" 'অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং যেন দেবো দৃষ্টঃ, বয়ন্তু মন্দভাগ্যাঃ' ইতি বিষীদন্তং রাজানং প্রত্যাহ, যূয়মিতি ত্রিভিঃ ॥" ১৬ ॥

অস্য পদ্যত্রয়স্য তাৎপর্য্যার্থ স্তৈরেব লিখিতঃ—

"ন তু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয়স্তদগৃহান্ অভিযন্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদি-রূপেণ বর্ত্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো যূয়মেব ততোঽপ্যস্মত্তোঽপি ভূরিভাগাঃ ইতি ভাবঃ ॥" ১৭ ॥

সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ।
পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ ॥১৮

তথাহি শ্রীদশমে (১০।৮২।২৮, ৩০)—

"অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ।
যৎপশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥" ১৯ ॥

"তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-
শয্যাসনাশন-সযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ত্ততাং বঃ
স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥" ২০ ॥

তথা (ভাঃ ১০।৯০।৪৬)—

"শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাশনাদিষু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥"ইতি॥২১॥
যদুভ্যোঽপি বরিষ্ঠোঽসৌ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতে যস্য শ্রূয়তে মহিমাদ্ভুতঃ ॥২২॥

তথাহি একাদশে শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যং (ভাঃ ১১।১৪।১৫)—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥" ২৩ ॥

তথা (ভাঃ ১১।১৬।২৯)—

"ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্।"ইতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীস্বামিপাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাতও হইয়াছে,—"অহো! যিনি শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়াছেন, সেই প্রহ্লাদের কি সৌভাগ্য! আমরাই কেবল মন্দভাগ্য"; এইরূপে বিষাদগ্রস্ত রাজাকে 'যূয়ং' ইত্যাদি তিন শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন ॥ ১৬ ॥

এই তিন শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থও শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম বাস করিতেছেন না, তাঁহার দর্শনার্থ তাঁহার গৃহে মুনিগণ যাইতেছেন না, আর পরব্রহ্ম প্রহ্লাদের মাতুলেয়াদিরূপেও বর্ত্তমান নহেন, পরব্রহ্ম স্বয়ংও প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই; অতএব (হে পাণ্ডবগণ!) প্রহ্লাদ এবং আমাদিগের অপেক্ষা তোমরাই অতিশয় ভাগ্যবান্।" ইহাই (নারদের) অভিপ্রায় ॥ ১৭ ॥

পাণ্ডবগণ হইতেও যাদবগণের শ্রেষ্ঠতা

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকর্ষে অবস্থানে মমতাতিশয়-নিবন্ধন কতিপয় যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম ॥ ১৮ ॥

যথা, শ্রীদশমে (ভীষ্ম-দ্রোণাদির উক্তি)—"হে ভোজরাজ উগ্রসেন! আপনারাই ইহ জগতে মানবগণমধ্যে সার্থক-জন্মা, কারণ আপনারা যোগিগণেরও দুর্লভদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করিতেছেন ॥" ১৯ ॥

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত আপনাদের (সর্ব্বদা) দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, প্রেমালাপ, শয়ন, উপবেশন, ভোজন, বিবাহসম্বন্ধ ও দৈহিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। (প্রবৃত্তিমার্গীয় মানবগণের) স্বর্গাপবর্গের প্রতি বিতৃষ্ণা-কারী ভক্তিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিষ্পাপচরিত্র আপনাদের গৃহে বর্ত্তমান। (সুতরাং আপনারা নিশ্চয়ই সার্থকজন্মা) ॥ ২০ ॥

সেই হেতু কৃষ্ণৈকগত যাদবগণ (শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা একত্র) শয়ন,উপবেশন,ভ্রমণ,আলাপ,ক্রীড়া, স্নানভোজনাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া আত্মসত্তা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই ॥"২১

যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব সর্বশ্রেষ্ঠ

শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহার অদ্ভুত মহিমা শ্রুত হয়, সেই শ্রীমান্ উদ্ধব সকল যাদব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ২২ ॥

ইহার সমর্থনে একাদশ-স্কন্ধে শ্রীভগবদ্বাক্য—"হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম—পুত্র ব্রহ্মা, (স্বরূপভূত) শঙ্কর, (ভ্রাতা) সঙ্কর্ষণ, (ভার্যা) লক্ষ্মী দেবী, এমন কি আমার নিজ-বিগ্রহও আমার তাদৃশ প্রিয়তম নহে ॥" ২৩ ॥

অতএব (শ্রীকৃষ্ণোক্তি—) "(হে উদ্ধব!) ভগবতগণের মধ্যে তুমিই আমি অর্থাৎ আমি উদ্ধবস্বরূপ ॥" ২৪ ॥

আবাল্যাদেব গোবিন্দে ভক্তিরস্যাখিলোত্তমা ॥২৫॥

তথাচ শ্রীতৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২।২)—

"যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া ॥" ২৬ ॥

অতএব তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনং (ভাঃ ৩।৪।৩১)—

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।"
ইতি ॥২৭॥

অস্যার্থঃ। যদ্‌গুণৈঃ—যস্য উদ্ধবস্য গুণৈঃ, প্রভুরপ্যহং, ন অর্দ্দিতঃ—ন যাচিতঃ। যদ্বা, যৎ—যস্মাৎ, উদ্ধবঃ, গুণৈঃ—সত্ত্বাদিভিঃ, ন অর্দ্দিতঃ—ন পীড়িতঃ, গুণাতীত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ, প্রভুঃ—ভক্তিরসাস্বাদে প্রভবিষ্ণুঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রজদেব্যো বরীয়স্য ঈদৃশাদুদ্ধবাদপি।
যদাসাং প্রেমমাধুর্য্যং স এষোঽপ্যভিযাচতে ॥২৯॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)—

"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্‌ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত কথারসস্য ॥" ৩০ ॥

শ্রীবৃহদ্বামনে চ ভৃগ্বাদীন্ প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যম্—

"ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ ॥"৩১॥

ভৃগ্বাদি-বাক্যং—

"বৈষ্ণবানাং পাদরজো গৃহ্যতে ত্বদ্বিধৈরপি।
সন্তি তে বহবো লোকে বৈষ্ণবা নারদাদয়ঃ ॥
তেষাং বিহায় গোপীনাং পাদরেণুস্ত্বয়াপি যৎ।
গৃহ্যতে সংশয়ো মেঽত্র কো হেতুস্তদ্‌বদ প্রভো ॥"৩২

কাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে ইহার (শ্রীউদ্ধবের) সর্ব্বোত্তমা ভক্তি ॥ ২৫ ॥

ইহার সমর্থনে শ্রীতৃতীয়স্কন্ধে (উক্ত হইয়াছে)—যে সময়ে উদ্ধবের বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর, সেই সময়ে তিনি প্রাতঃকালীন ভোজনার্থ মাতৃদেবীকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও, বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের পূজায় ব্যাপৃত থাকায়, ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন নাই ॥" ২৬ ॥

অতএব সেই তৃতীয় স্কন্ধেই শ্রীভগবদ্বচন—"প্রাকৃত গুণ যাঁহাকে কোনরূপ পীড়া প্রদানে সমর্থ হয় না, সেই প্রভু উদ্ধব কোন অংশেই আমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন ॥" ২৭ ॥

ইহার অর্থ 'যদ্‌গুণৈঃ'—যে উদ্ধবের গুণসমূহে, আমি প্রভু হইয়াও, 'ন অর্দ্দিতঃ—যাচিত হই নাই। অথবা, 'যৎ'—যেহেতু, উদ্ধব 'গুণৈঃ'—সত্ত্বাদি গুণ কর্ত্তৃক, 'ন অর্দ্দিতঃ' পীড়িত হন নাই, অর্থাৎ তিনি গুণাতীত। তাহার কারণ, তিনি 'প্রভুঃ' অর্থাৎ ভক্তিরসাস্বাদে সমর্থ ॥ ২৮ ॥

উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ

এতাদৃশ উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজদেবীরা বরীয়সী। যেহেতু, এই উদ্ধবও ইহাদিগের প্রেমমাধুর্য্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

ইহার সমর্থনে শ্রীদশমস্কন্ধে (শ্রীউদ্ধবোক্তি)—"কেবল এই (নন্দব্রজস্থিত) গোপীগণই দেহ-ধারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল-লাভ করিয়াছেন। যেহেতু (শৌনকাদি) মুমুক্ষু, (নারদাদি) মুক্ত এবং কৃষ্ণসঙ্গী আমরা (ভক্তগণ) যে ভাব বাঞ্ছা করিয়া থাকি (অথচ প্রাপ্ত হই না), অখিলাত্মা গোবিন্দে ইহাদের সেই ভাবের অর্থাৎ অধিরূঢ় মহাভাবের উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-কথারসিকগণের পক্ষে ব্রহ্মজন্মসমূহের অর্থাৎ বিপ্রসম্বন্ধীয় শৌক্র, সাবিত্র, যাজ্ঞিক এই ত্রিবিধ জন্মেই, অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্ম-জন্মেই বা কি প্রয়োজন? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করুন, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম; অথবা যাহাদিগের অনন্ত-কথায় অনুরাগ নাই, তাহাদিগের চতুর্ম্মুখজন্ম হইলেই বা কি হইবে?" ৩০ ॥

শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণেও ভৃগ্বাদির প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্য—"আমি পুরাকালে নন্দব্রজস্থিত গোপীগণের চরণরেণুলাভের নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহাদিগের পদরেণু লাভ করিতে পারি নাই ॥" ৩১ ॥

ভৃগ্বাদিবাক্য—"আপনার ন্যায় ব্যক্তিকেও যদি বৈষ্ণব-

শ্রীব্রহ্মবাক্যং—

"ন স্ত্রিয়ো ব্রজসুন্দর্য্যঃ পুত্র শ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়োঽপি তাঃ।
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ ॥"৩৩॥

আদিপুরাণে চ শ্রীমদর্জ্জুনবাক্যং—

"ত্রৈলোক্যে ভগবদ্ভক্তাঃ কে ত্বাং জানন্তি মর্ম্মণি।
কেষু বা ত্বং সদা তুষ্টঃ কেষু প্রেম তবাতুলম্ ॥" ৩৪॥

শ্রীভগবদ্বাক্যং—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মারুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥ ৩৫ ॥
ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিকপ্রিয়তমো মম ॥ ৩৬ ॥
ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ।
ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাম্ ॥৩৭
ন তপোভি-র্ন বেদৈশ্চ নাচারৈ-র্ন চ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্ণা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥ ৩৮ ॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি মর্ম্মণি ॥৩৯॥
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥"
ইতি ॥ ৪০ ॥
ন চিত্রং প্রেমমাধুর্য্যমাসাং বাঞ্ছেদ্যদুদ্ধবঃ।
পাদরেণূক্ষিতং যেন তৃণজন্মাপি যাচ্যতে ॥ ৪১ ॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥"ইতি॥৪২॥

গণের পদরেণু গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নারদাদি বহু বৈষ্ণব বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদিগের চরণরেণু পরিত্যাগ করিয়া আপনিও যে গোপীগণের পদরেণু গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। হে প্রভো! ইহার কারণ কি, আমাকে বলুন ॥" ৩২ ॥

শ্রীব্রহ্মার বাক্য—"হে পুত্র! ব্রজসুন্দরীদিগকে সামান্যা স্ত্রী বলিয়া মনে করিও না। তাঁহারা মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। শিব, অনন্ত, লক্ষ্মী এবং আমি ব্রহ্মা,—আমরা কখনই তাঁহাদিগের সমান হইতে পারি না ॥" ৩৩ ॥

আদিপুরাণেও শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্য—"হে প্রভো! ত্রৈলোক্যমধ্যে কোন্ কোন্ ভক্ত আপনার মর্ম্ম জানেন, কোন্ ভক্তগণের প্রতিই বা আপনি সর্ব্বদা পরিতুষ্ট এবং কোন্ ভক্তগণেই বা আপনার অতুল প্রেম ?" ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানের বাক্য—"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী দেবী এবং আমার আত্মস্বরূপও আমার তাদৃশ প্রিয়তম নহে, গোপীজন আমার যাদৃশ প্রিয়তম ॥ ৩৫ ॥

ভূতলে আমার কত কত না ভক্ত ও অনুরক্ত আছেন, কিন্তু গোপীজন আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম ॥ ৩৬ ॥

হে পরন্তপ! মুনিগণ, যোগিগণ, বা রুদ্রাদি দেবগণও আমাকে সেইরূপ জানিতে পারেন না, যেরূপ গোপীগণ আমাকে জানে ॥ ৩৭ ॥

আমি তপঃসমূহ, বেদসমূহ, (কর্ম্মকাণ্ডীয়) আচারসমূহ এবং বিদ্যাদ্বারা বশীভূত নহি। আমি কেবল প্রেমদ্বারা বশীভূত; তাহার প্রমাণ গোপীগণ অর্থাৎ আমি কেবল গোপীগণের প্রেমে বশীভূত ॥ ৩৮ ॥

হে পার্থ! গোপিকাগণই মাত্র আমার মাহাত্ম্য, আমার পূজা, আমার শ্রদ্ধা ও আমার মনোগত ভাব জানে; সেই সকলের মর্ম্ম অন্য কেহ অবগত নহে ॥ ৩৯ ॥

হে পার্থ! যে গোপীগণ তাহাদের নিজাঙ্গও আমার জ্ঞানে সম্যগ্‌রূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক নিগূঢ় প্রেমভাজন আমার আর কেহ নাই ॥" ৪০ ॥

উদ্ধব যে গোপীগণের প্রেমমাধুর্য্য বাঞ্ছা করেন এবং তাহাদের পদরেণুসিক্ত তৃণজন্ম যাচ্ঞা করেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই ॥ ৪১ ॥

তাহাই শ্রীদশমে (ভা ১০।৪৭।৬১) বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয় স্বজন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর

ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে কৃষ্ণস্যোপাসকৈর্জনৈঃ।
সেব্যাঃ প্রসাদপুষ্পাদ্যৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রুবঃ ॥ ৪৩ ॥
তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী।
সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা যৎ পুরাণাগমাদিষু ॥ ৪৪ ॥

যথা পাদ্মে—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥" ৪৫ ॥

আদিপুরাণে চ—

"ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ তত্র রাধাভিধা মম ॥"৪৬॥

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীভক্তামৃতং নামোত্তরখণ্ডং সমাপ্তম্

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতং সম্পূর্ণম্।

॥ * ॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥ * ॥

শ্রীমন্মদনগোপালার্পণমস্তু।

অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো! আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটী স্বরূপে জন্মলাভ করিব ॥ ৪২ ॥

অতএব কৃষ্ণোপাসক জনগণ অগ্রে শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়া প্রসাদী পুষ্পাদিদ্বারা ব্রজসুভ্রুগণের অর্থাৎ গোপীগণের অবশ্যই সেবা করিবেন ॥ ৪৩ ॥

সর্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠা

সেক্ষেত্রেও সর্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা অতিবরীয়সী; তাঁহার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব পুরাণ-আগমাদি শাস্ত্রসমূহে কথিত হইয়াছে ॥ ॥ ৪৪ ॥

যেমন পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়—

শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সকল গোপীগণমধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা ॥ ৪৫ ॥

আদিপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

হে পার্থ! যে স্থানে বৃন্দাবন অবস্থিত, ত্রৈলোক্যমধ্যে সেই পৃথিবী ধন্যা, অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনধাম অবতীর্ণ হওয়ায় পৃথিবী ধন্যা। তন্মধ্যে অর্থাৎ সেই শ্রীবৃন্দাবনে গোপিকাসকল ধন্য, আবার তাঁহাদিগের মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয়া রাধানাম্নী গোপী ধন্যতমা ॥ ৪৬ ॥

শ্রীলঘুভাগবতামৃতের 'শ্রীভক্তামৃত'-নামক উত্তরখণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।